কুশীলবগণ

পুরুষ

সাজাহান	...	ভারতবর্ষের সম্রাট্
দারা, সুজা, ঔরংজীব, মোরাদ	...	সাজাহানের পুত্র চতুষ্টয়
সোলেমান, সিপার	...	দারার পুত্রদ্বয়
মহম্মদ সুলতান	...	ঔরংজীবের পুত্র
জয়সিংহ	...	জয়পুরপতি
যশোবন্ত সিংহ	...	যোধপুরপতি
দিলদার	...	ছদ্মবেশী জ্ঞানী (দানেশমন্দ)

স্ত্রী

জাহানারা	...	সাজাহানের কন্যা
নাদিরা	...	দারার স্ত্রী
পিয়ারা	...	সুজার স্ত্রী
জহরৎ উন্নিসা	...	দারার কন্যা
মহামায়া	...	যশোবন্ত সিংহের স্ত্রী



দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

সাজাহান

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—আগ্রার দুর্গপ্রাসাদ ; সাজাহানের কক্ষ। কাল—অপরাহ্ণ

সাজাহান শয্যার উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় কর্ণমূল করতলে ন্যস্ত করিয়া অধোমুখে ভাবিতেছিলেন ও মধ্যে মধ্যে একটি আলবোলা টানিতেছিলেন। সম্মুখে দারা দণ্ডায়মান

সাজাহান। তাই ত! এ বড়—দুঃসংবাদ দারা!

দারা। সুজা বঙ্গদেশে বিদ্রোহ করেছে বটে কিন্তু সে এখনও সম্রাট্ নাম নেয় নি ; কিন্তু মোরাদ, গুর্জ্জরে সম্রাট নাম নিয়ে বসেছে, আর দাক্ষিণাত্য থেকে ঔরংজীব তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

সাজানাহা। ঔরংজীব তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে—দেখি, ভেবে দেখি—এ রকম কখনও ভাবিনি,অভ্যস্ত নই ; তাই ঠিক ধারণা কর্ত্তে পার্চ্ছি না—তাই ত! (ধূমপান)

দারা। আমি কিছু বুঝতে পার্চ্ছি না।

সাজাহান। আমিও পার্চ্ছি না। (ধূমপান)

দারা। আমি এলাহাবাদে আমার পুত্র সোলেমানকে সুজার বিরুদ্ধে যাত্রা কর্ব্বার জন্য লিখছি, আর তার সঙ্গে বিকানীরের মহারাজ জয়সিংহ আর সৈন্যাধ্যক্ষ দিলীর খাঁকে পাঠাচ্ছি।

সাজাহান আনতচক্ষে ধূমপান করিতে লাগিলেন

দারা। আর মোরাদের বিরুদ্ধে আমি মহারাজ যশোবন্ত সিংহকে পাঠাচ্ছি।

সাজাহান। পাঠাচ্ছ! তাই ত! (ধূমপান)

দারা। পিতা, আপনি চিন্তিত হবেন না। এ বিদ্রোহ দমন কর্ত্তে আমি জানি।

সাজাহান। না, আমি তার জন্য ভাব্‌ছি না দারা; তবে এই—ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ—তাই ভাব্‌ছি। (ধূমপান; পরে সহসা) না—দারা, কাজ নেই। আমি তাদের বুঝিয়ে বলবো। কাজ নেই। তাদের নির্ব্বিরোধে রাজধানীতে আস্‌তে দাও।

বেগে জাহানারার প্রবেশ

জাহানারা। কখন না। এ হ'তে পারে না পিতা। প্রজা রাজার উপর খড়্গ তুলেছে, সে খড়্গ তার নিজের স্কন্ধে পড়ুক।

সাজাহান। সে কি জাহানারা! তা'রা আমার পুত্র।

জাহানারা। হোক পুত্র। কি যায় আসে। পুত্র কি কেবল পিতার স্নেহের অধিকারী? পুত্রকে পিতার শাসনও কর্ত্তে হবে।

সাজাহান। আমার হৃদয় এক শাসন জানে। সে শুধু স্নেহের শাসন! বেচারী মাতৃহারা পুত্রকন্যারা আমার! তাদের শাসন কর্‌বো কোন্ প্রাণে জাহানারা! ঐ চেয়ে দেখ্—ঐ স্ফটিকে গঠিত (দীর্ঘনিশ্বাস)—ঐ তাজমহলের দিকে চেয়ে দেখ্—তার পর বলিস্ তাদের শাসন কর্ত্তে।

জাহানারা। পিতা, এই কি আপনার উপযুক্ত কথা! এই দৌর্ব্বল্য কি ভারতসম্রাট্ সাজাহানকে সাজে! সাম্রাজ্য কি অন্তঃপুর! একটা ছেলেখেলা! একটা প্রকাণ্ড শাসনের ভার আপনার উপর।

প্রজা বিদ্রোহী হ'লে সম্রাট্ কি তাকে পুত্র বলে ক্ষমা কর্ব্বেন? স্নেহ কি কর্ত্তব্যকে ছাপিয়ে উঠবে?

সাজাহান। তর্ক করিস্ না জাহানারা। আমার কোন যুক্তি নাই! আমার কেবল এক যুক্তি আছে। সে স্নেহ। আমি শুধু ভাবছি দারা, যে, এ যুদ্ধে যে পক্ষেরই পরাজয় হয়, আমার সমান ক্ষতি। এ যুদ্ধে তুমি পরাজিত হ'লে আমায় তোমার ম্লান-মুখখানি দেখতে হবে; আবার তা'রা পরাজিত হ'য়ে ফিরে গেলে তাদের ম্লান-মুখ কল্পনা কর্ত্তে হবে। কাজ নেই দারা। তা'রা রাজধানীতে আসুক; আমি তাদের বুঝিয়ে বল্‌বো।

দারা। পিতা, তবে তাই হোক্।

জাহানারা। দারা, তুমি কি এই রকম করে' তোমার বৃদ্ধ পিতার প্রতিনিধির কাজ কর্ব্বে! পিতা যদি স্বয়ং শাসনক্ষম হতেন, তা হ'লে তোমার হাতে তিনি রাজ্যের রশ্মি ছেড়ে দিতেন না। এই উদ্ধত সুজা, স্বকল্পিত সম্রাট্ মোরাদ, আর তার সহকারী ঔরংজীব বিদ্রোহের নিশান উড়িয়ে ডঙ্কা বাজিয়ে আগ্রায় প্রবেশ কর্ব্বে, আর তুমি পিতার প্রতিনিধি হ'য়ে তাই সহাস্যমুখে দাঁড়িয়ে দেখবে?—উত্তম!

দারা। সত্য পিতা, এ কি হ'তে পারে? আমায় আজ্ঞা দিন পিতা।

সাজাহান। ঈশ্বর! পিতাদের এই বুকভরা স্নেহ দিয়েছিলে কেন? কেন তাদের হৃদয়কে লৌহ দিয়ে গড়নি!—ওঃ!

দারা। ভাববেন না পিতা, যে, আমি এ সিংহাসনের প্রত্যাশী। তার জন্য যুদ্ধ নয়! আমি এ সাম্রাজ্য চাই না। আমি দর্শনে উপনিষদে এর চেয়ে বড় সাম্রাজ্য পেয়েছি। আমি যাচ্ছি আপনার সিংহাসন রক্ষা কর্ত্তে।

জাহানারা। তুমি যাচ্ছ ন্যায়ের সিংহাসন রক্ষা কর্ত্তে, দুষ্কৃতকে

শাসন কর্ত্তে, এই দেশের কোটী কোটী নিরীহ প্রজাদের অরাজক অত্যাচারের গ্রাস থেকে বাঁচাতে! যদি রাজ্যে এই দুষ্প্রবৃত্তি শৃঙ্খলিত না হয়, তবে এ মোগল সাম্রাজ্যের পরমায়ু আর কয় দিন?

দারা। পিতা আমি প্রতিজ্ঞা কর্চ্ছি, ভাইদের কাউকে পীড়ন বা বধ কর্ব্ব না, তা'দের বেঁধে পিতার পদতলে এনে দেবো। পিতা তখন তা'দের ইচ্ছা হয়, ক্ষমা কর্ব্বেন! তা'রা জানুক, সম্রাট্ সাজাহান স্নেহশীল—কিন্তু দুর্ব্বল নয়।

সাজাহান। (উঠিয়া) তবে তাই হোক্! তা'রা জানুক যে সাজাহান শুধু পিতা নয়—সাজাহান সম্রাট্। যাও দারা! নাও এই পাঞ্জা। আমি আমার সমস্ত ক্ষমতা তোমায় দিলাম। বিদ্রোহীর শাস্তি বিধান কর। (পাঞ্জা প্রদান)

দারা। যে আজ্ঞা পিতা!

সাজাহান। কিন্তু এ শাস্তি তা'দের একা নয়। এ শাস্তি আমারও। পিতা যখন পুত্রকে শাসন করে—পুত্র ভাবে যে, পিতা কি নিষ্ঠুর! সে জানে না যে পিতার উদ্যত বেত্রের অর্দ্ধেকখানি পড়ে সেই পিতারই পৃষ্ঠে!

প্রস্থান

জাহানারা। তা'দের এই হঠাৎ বিদ্রোহের কারণ কিছু অনুমান করেছো দারা?

দারা। তা'রা বলে যে পিতা রুগ্ন এ কথা মিথ্যা; পিতা মৃত, আর আমি নিজের আজ্ঞাই তাঁর নামে চালাচ্ছি।

জাহানারা। তা'তে অপরাধ কি হ'য়েছে? তুমি সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র—ভাবী সম্রাট্।

দারা। তা'রা আমাকে সম্রাট্ বলে' মানতে চায় না।

সিপারের-সহিত নাদিরার প্রবেশ

সিপার। তা'রা তোমার হুকুম মান্‌তে চায় না বাবা?

জাহানারা। দেখ ত আস্পর্দ্ধা! (হাস্য)

দারা। কি নাদিরা, তুমি আধোমুখে যে? তুমি যেন কিছু বলবে?

নাদিরা। শুন্‌বে প্রভু? আমার একটা অনুরোধ রাখবে!

দারা। তোমার কোন্ অনুরোধ কবে না রেখেছি নাদিরা!

নাদিরা। তা জানি। তাই বল্‌তে সাহস কর্চ্ছি। আমি বলি— তুমি এ যুদ্ধ থেকে বিরত হও।

জাহানারা। সে কি নাদিরা!

নাদিরা। দিদি—

দারা। কি! বল্‌তে বল্‌তে চুপ কর্লে যে! কেন তুমি এ অনুরোধ কর্চ্ছ নাদিরা!

নাদিরা। কাল রাত্রে আমি একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি।

দারা। কি দুঃস্বপ্ন?

নাদিরা। আমি এখন তা বল্‌তে পার্ব্ব না। সে বড় ভয়ানক। না নাথ। এ যুদ্ধে কাজ নেই—

দারা। সে কি নাদিরা!

জাহানারা। নাদিরা, তুমি পরভেজের কন্যা না? একটা যুদ্ধের ভয়ে এই অশ্রু, এই শঙ্কাকুল দৃষ্টি, এই ভয়বিহ্বল উক্তি তোমার শোভা পায় না।

নাদিরা। দিদি, যদি জান্তে যে সে কি দুঃস্বপ্ন! সে বড় ভয়ানক, বড় ভয়ানক।

জাহানারা। দারা, এ কি! তুমি ভাবছো! এত তরল তুমি! এত স্ত্রৈণ! পিতার সম্মতি পেয়ে এখন স্ত্রীর সম্মতি নিতে হবে

না কি! মনে রেখো দারা, কঠোর কর্ত্তব্য সম্মুখে! আর ভাব্‌বার সময় নাই।

দারা। সত্য নাদিরা! এ যুদ্ধ অনিবার্য্য, আমি যাই। যথাযথ আজ্ঞা দেই গে যাই।

প্রস্থান

নাদিরা। এত নিষ্ঠুর তুমি দিদি—এসো সিপার

সিপারের সহিত নাদিরার প্রস্থান

জাহানারা। এত ভয়াকুল! কি কারণ বুঝি না।

সাজাহানের পুনঃ প্রবেশ

সাজাহান। দারা গিয়েছে জাহানারা?

জাহানারা। হাঁ বাবা!

সাজাহান। (ক্ষণিক নিস্তব্ধ থাকিয়া) জাহানারা—

জাহানারা। হাঁ বাবা!

সাজাহান। তুইও এর মধ্যে?

জাহানারা। কিসের মধ্যে?

সাজাহান। এই ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের?

জাহানারা। না বাবা—

সাজাহান। শোন্ জাহানারা। এ বড় নির্ম্মম কাজ! কি কর্ব্ব—আজ তার প্রয়োজন হয়েছে! উপায় নাই; কিন্তু তুইও এর মধ্যে যাস্ নে। তো'র কাজ—স্নেহ—ভক্তি—অনুকম্পা। এ আবর্জ্জনায় তুইও নামিস্ নে। তুইও অন্ততঃ পবিত্র থাক্।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—নর্ম্মদাতীরে মোরাদের শিবির। কাল—রাত্রি

দিলদার একাকী

দিলদার। আমি মুখে মোরাদের বিদূষক। আমি হাস্য পরিহাস কর্ত্তে যাই, সে ব্যঙ্গের ধুম হ'য়ে ওঠে! মূর্খ তা বুঝতে পারে না। আমার উক্তি অসংলগ্ন মনে করে' হাসে।—মোরাদ একদিকে যুদ্ধোন্মাদ, আর একদিকে সম্ভোগ-মজ্জিত। মনোরাজ্য ওর কাছে একটা অনাবিষ্কৃত দেশ—এই যে বর্ব্বর এখানে আস্‌ছে।

মোরাদের প্রবেশ

মোরাদ। দিলদার! আমাদের যুদ্ধে জয় হয়েছে। আনন্দ কর, স্ফূর্ত্তি কর। অচিরে পিতাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে আমি সেখানে বস্‌ছি!—কি ভাব্‌ছো দিলদার? ঘাড় নাড়্‌ছো যে!

দিলদার। জাঁহাপনা, আমি আজ একটা তথ্য আবিষ্কার করেছি।

মোরাদ। কি? শুনি।

দিলদার। আমি শুনেছি যে, হিংস্র জন্তুদের মধ্যে একটা দস্তর আছে যে, পিতা সন্তান খায়। আছে কি না?

মোরাদ। হাঁ আছে। তাই কি?

দিলদার। কিন্তু সন্তান পিতা খায়, এ প্রথাটা তাদের মধ্যে নেই বোধ হয়।

মোরাদ। না।

দিলদার। হুঁ। সে প্রথাটা ঈশ্বর কেবল মানুষের মধ্যেই দিয়েছেন। দু'রকমই চাই ত! খুব বুদ্ধি!

মোরাদ। খুব বুদ্ধি! হাঃ হাঃ হাঃ! বড় মজার কথা বলেছো দিলদার।

দিলদার। কিন্তু মানুষের যে বুদ্ধি, তার কাছে ঈশ্বরের বুদ্ধি কিছুই নয়। মানুষ ঈশ্বরের উপর চাল চেলেছে।

মোরাদ। কি রকম?

দিলদার। এই দেখুন জাঁহাপনা, দয়াময় মানুষকে দাঁত দিয়েছিলেন কি জন্য? চর্ব্বণ কর্ব্বার জন্য নিশ্চয়, বাহির কর্ব্বার জন্য নয়; কিন্তু মানুষ সে দাঁত দিয়ে চর্ব্বণ ত করেই, তার উপর সেই দাঁত দিয়েই হাসে। ঈশ্বরের উপর চাল চেলেছে বল্‌তে হবে।

মোরাদ। তা বল্‌তে হবে বৈ কি—

দিলদার। শুধু হাসে না, হাসবার জন্য অনেকে যেন বিশেষ চিন্তিত বলে' বোধ হয়, এমন কি—তার জন্য পয়সা খরচ করে।

মোরাদ। হাঃ হাঃ হাঃ!

দিলদার। ঈশ্বর মানুষের জিভ দিয়েছিলেন—বেশ দেখা যাচ্ছে চাখ্‌বার জন্য; কিন্তু মানুষ তার দ্বারা ভাষার স্থষ্টি করে' ফেল্লে। ঈশ্বর নাক দিয়েছিলেন কেন? নিশ্বাস ফেল্‌বার জন্য ত?

মোরাদ। হাঁ, আর শুঁকবার জন্যও বোধ হয়।

দিলদার। কিন্তু মানুষ তার উপর—বাহাদুরী করেছে! সে আবার সেই নাকের উপর চশমা পরে। দয়াময়ের নিশ্চয়ই সে উদ্দেশ্য ছিল না। —আবার অনেকের নাক ঘুমের ঘোরে বেশ একটু ডাকেও।

মোরাদ। তা ডাকে। আমার কিন্তু ডাকে না।

দিলদার। আজ্ঞে, জাঁহাপনার শুধু যে ডাকে তা নয়, সে দিনে দুপুরে ডাকে।

মোরাদ। আচ্ছা, এবার যখন ডাকবে তখন দেখিয়ে দিও।

দিলদার। ঐ একটা জিনিষ জাঁহাপনা, যা নিরাকার ঈশ্বরের মত —ঠিক দেখানো যায় না। কারণ, দেখিয়ে দেবার অবস্থা যখন হয়, তখন সে আর ডাকে না।

মোরাদ। আচ্ছা দিলদার, ঈশ্বর মানুষকে যে কান দিয়েছেন, তার উপর মানুষ কি বাহাদুরী করতে পেরেছে?

দিলদার। ও বাবা! তাই দিয়ে একটা দার্শনিক তথ্যই আবিষ্কার করে' ফেল্লে যে, কান টান্‌লে মাথা আসে—অবশ্য তার পেছনে যদি একটা মাথা থাকে; অনেকের তা নেই কি না!

মোরাদ। নেই নাকি! হাঃহাঃ—ঐ দাদা আসছেন। তুমি এখন যাও।

দিলদার। যে আজ্ঞে।

দিলদারের প্রস্থান। অপর দিক দিয়া ঔরংজীবের প্রবেশ

মোরাদ। এসো দাদা, তোমায় আলিঙ্গন করি। তোমার বুদ্ধিবলেই আমাদের এই যুদ্ধ জয় হয়েছে। (আলিঙ্গন)

ঔরংজীব। আমার বুদ্ধিবলে, না তোমার শৌর্য্যবলে? কি অদ্ভুত শৌর্য্য তোমার! মৃত্যুকে একেবারে ভয় কর না।

মোরাদ। আসফ খাঁ একটা কথা বল্‌তেন মনে আছে যে, যা'রা মৃত্যুকে ভয় করে, তা'রা জীবন ধারণ করবার যোগ্য নয়। সে যা হোক, তুমি যশোবন্ত সিংহের ৪০,০০০ মোগল সৈন্য কি মন্ত্রবলে বশ কর্লে! তা'রা শেষে যশোবন্ত সিংহেরই রাজপুত সৈন্যের বিপক্ষে বন্দুক লক্ষ্য করে' ফিরে দাঁড়াল! যেন একটা ভৌতিক ব্যাপার!

ঔরংজীব। যুদ্ধের পূর্ব্বদিন আমি জনকতক সৈন্যকে মোল্লা সাজিয়ে এপারে পাঠিয়েছিলাম। তা'রা মোগলদের বুঝিয়ে গেল যে, কাফেরের অধীনে, কাফেরের সঙ্গে দারার পক্ষে যুদ্ধ করা বড় হেয় কাজ; আর সেটা কোরাণে নিষিদ্ধ। তা'রা তাই ঠিক বিশ্বাস করেছে।

মোরাদ। আশ্চর্য্য তোমার কৌশল!

ঔরংজীব। কার্য্যসিদ্ধির জন্য শুদ্ধ একটা উপায়ের উপর নির্ভর করা উচিত নয়। যত রকম উপায় আছে ভাবতে হবে।

মহম্মদের প্রবেশ

ঔরংজীব। কি সংবাদ মহম্মদ?

মহম্মদ। পিতা! মহারাজ যশোবন্ত সিংহ তাঁ'র শকটে চড়ে' সসৈন্যে আমাদের সৈন্যশিবির প্রদক্ষিণ কর্চ্ছেন। আমরা আক্রমণ কর্ব্ব?

ঔরংজীব। না।

মহম্মদ। এর উদ্দেশ্য কি?

ঔরংজীব। রাজপুত দর্প! এই দর্প-ই মহারাজের পরাজয়। আমি সসৈন্যে নর্ম্মদাতীরে উপস্থিত হওয়া মাত্রই যদি তিনি আমায় আক্রমণ কর্ত্তেন ত আমার পরাজয় অনিবার্য্য ছিল। কারণ তুমি তখন এসে উপস্থিত হও নি, আর আমার সৈন্যরাও পথশ্রান্ত ছিল; কিন্তু শুনলাম এরূপ আক্রমণ করা বীরোচিত নয় বলে' মহারাজ তোমার আগমনের অপেক্ষা কর্চ্ছিলেন। অতি দর্পে পতন হবেই।

মহম্মদ। আমরা তবে তাঁ'কে আক্রমণ কর্ব্ব না?

ঔরংজীব। না মহম্মদ! আমার সৈন্যশিবির প্রদক্ষিণ করে' যদি মহারাজের কিছু সান্ত্বনা হয় ত একবার কেন, তিনি দশবার প্রদক্ষিণ করুন না। যাও।

মহম্মদের প্রস্থান

ঔরংজীব। পুত্র যুদ্ধ পেলে হয়।—সরল, উদার, নির্ভীক পুত্র। আমি তবে এখন যাই, তুমি বিশ্রাম কর।

মোরাদ। আচ্ছা; দৌবারিক! সিরাজি আর বাইজি!

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—কাশীতে সুজার সৈন্য শিবির। কাল—রাত্রি

সুজা ও পিয়ারা

সুজা। শুনেছো পিয়ারা, দারার পুত্র—বালক সোলেমান এই যুদ্ধে আমার বিপক্ষে এসেছে।

পিয়ারা। তোমার বড় ভাই দারার পুত্র দিল্লী থেকে এসেছেন? সত্য নাকি! তা হ'লে নিশ্চয়ই দিল্লীর লাড্ডু এনেছেন। তুমি শীঘ্র সেখানে লোক পাঠাও। হাঁ করে' চেয়ে রয়েছো কি! লোক পাঠাও।

সুজা। লাড্ডু কি! যুদ্ধ—তা'র সঙ্গে—

পিয়ারা। তা'র সঙ্গে যদি বেলের মোরব্বা থাকে ত আরও ভালো। তাতেও আমার অরুচি নাই; কিন্তু দিল্লীর লাড্ডু শুন্তে পাই, যো খায়া উয়োবি পাস্তায়া—আর যো নেই খায়া উয়োবি পাস্তায়া। দু'রকমেই যখন পস্তাতে হচ্ছে, তখন না খেয়ে পস্তানোর চেয়ে খেয়ে পস্তানোই ভালো—লোক পাঠাও।

সুজা। তুমি এক নিশ্বাসে এতখানি বলে' গেলে যে, আমি বাকিটুকু বলবার ফুর্সৎ পেলাম না।

পিয়ারা। তুমি আবার বলবে কি! তুমি তো কেবল যুদ্ধ কর্ব্বে।

সুজা। আর যা কিছু বল্‌তে হবে, তা বলবে বুঝি তুমি?

পিয়ারা। তা বৈ কি। আমরা যেমন গুছিয়ে বল্‌তে পারি, তোমরা তা পারো? তোমরা কিন্তু বল্‌তে গেলেই এমন বিষয়গুলো জড়িয়ে ফেল, আর এমন ব্যাকরণ ভুল কর যে—

সুজা। যে কি?

পিয়ারা। আর অভিধানের অর্দ্ধেক শব্দই তোমরা জানো না। কথা বলেছ, কি ভুল করে' বসে' আছ। বোবা শব্দ অন্ধ ব্যাকরণ মিশিয়ে, এমন এক খোঁড়া ভাষা প্রয়োগ কর, যে তার অন্তত কুঁজো হয়ে চলতে হবেই।

সুজা। তোমার নিজের প্রয়োগগুলি খুব সাধু বলে' বোধ হচ্ছে না!

পিয়ারা। ঐ ত! আমাদের ভাষা বুঝবার ক্ষমতাটুকুও তোমাদের নাই? হা ঈশ্বর! এমন একটা বুদ্ধিমান স্ত্রীজাতিকে এমন নির্ব্বোধ পুরুষজাতির হাতে সঁপে দিয়েছো, যে তার চেয়ে তাদের যদি গরম তেলের কড়ায় চড়িয়ে দিতে, তা হ'লে বোধ হয় তা'রা সুখে থাকতো!

সুজা। যাক্—তুমি বলে' যাও।

পিয়ারা। সিংহের বল দাঁতে, হাতীর বল শুঁড়ে, মহিষের বল শিঙে, ঘোড়ার বল পিছনকার পায়ে, বাঙ্গালীর বল পিঠে আর নারীর বল জিভে।

সুজা। না, নারীর বল অপাঙ্গে।

পিয়ারা। উঁহুঃ—অপাঙ্গ প্রথম প্রথম কিছু কাজ করে' থাকতে পারে বটে, কিন্তু পরে সমস্ত জীবনটা স্বামীকে শাসিয়ে রাখে ঐ জিভে।

সুজা। না, তুমি আমাকে কথা কইবার অবকাশ দেবে না দেখতে পাচ্ছি। শোন কি বলতে যাচ্ছিলাম—

পিয়ারা। ঐ ত তোমাদের দোষ। এতখানি ভূমিকা কর, যে সেই অবকাশে তোমাদের বক্তব্যটা ভুলে ব'সে থাকো।

পিয়ারা। তুমি আমায় গাইতে দেবে না। নিজেই বকে' যাচ্ছ, আমি গাইব না!

সুজা। না, গাও! আমি চুপ করলাম!

পিয়ারা। দেখ, প্রতিজ্ঞা মনে রেখো। কি গাইব?

সুজা। যা ইচ্ছা।—না। একটা প্রেমের গান গাও—এমন একটা গান গাও, যার ভাষায় প্রেম, ভাবে প্রেম, ভঙ্গিমায় প্রেম, মূর্চ্ছনায় প্রেম, সমে প্রেম।—গাও আমি শুনি।

পিয়ারা গীত আরম্ভ করিলেন

সুজা। দূরে একটা শব্দ শুনছো না পিয়ারা—যেন বারিদবর্ষণের শব্দ।—ঐ যে।

পিয়ারা। না, তুমি গাইতে দেবে না। আমি চল্লাম।

সুজা। না, ও কিছু নয়, গাও।

পিয়ারার গীত

এ জীবনে পূরিল না সাধ ভালোবাসি'।
ক্ষুদ্র এ হৃদয় হায় ধরে না ধরে না তায়—
আকুল অসীম প্রেমরাশি।
তোমার হৃদয়খানি আমার হৃদয়ে আনি'
রাখি না কেনই যত কাছে,
যুগল হৃদয় মাঝে কি যেন বিরহ বাজে,
কি যেন অভাবই রহিয়াছে।
এ ক্ষুদ্র জীবন মোর, এ ক্ষুদ্র ভুবন মোর,
হেথা কি দিব এ ভালোবাসা।
ভালোবাসি তাই আরও বাসিতে চাই—
দিয়ে প্রেম মিটেনাক আশা।

হউক অসীম স্থান হউক অমর প্রাণ
ঘুচে যাক সব অবরোধ ;
তখন মিটাব আশা দিব ঢালি' ভালোবাসা
জন্ম ঋণ করি পরিশোধ ।

সুজা। এ জীবন একটা সুষুপ্তি। মাঝে মাঝে স্বপ্নের মত স্বর্গ থেকে একটা ভঙ্গিমা, একটা সঙ্কেত নেমে আসে, যাতে বুঝিয়ে দেয়, এ সুপ্তির জাগরণ কি মধুর—সঙ্গীত সেই স্বর্গের একটা ঝঙ্কার। নৈলে এত মধুর হয় !

নেপথ্যে কামানের শব্দ

সুজা। (চমকিয়া উঠিয়া) ও কি !

পিয়ারা। তাই ত! প্রিয়তম ! এত রাত্রে কামানের শব্দ—এত কাছে! শত্রু ত ওপারে !

সুজা। এ কি! ঐ আবার! আমি দেখে আসি।

প্রস্থান

পিয়ারা। তাই ত ! বারবার ঐ কামানের ধ্বনি। ঐ সৈন্যদলের নিনাদ, অস্ত্রের ঝনৎকার—রাত্রির এই গভীর শান্তি হঠাৎ যেন শেলবিদ্ধ হ'য়ে একটা মহা কোলাহলে আর্ত্তনাদ করে' উঠলো।—এ সব কি !

বেগে সুজার প্রবেশ

সুজা। পিয়ারা! সম্রাট্ সৈন্য শিবির আক্রমণ করেছে।

পিয়ারা। আক্রমণ করেছে! সে কি !

সুজা। হাঁ! বিশ্বাসঘাতক এই মহারাজ !—আমি যুদ্ধে যাচ্ছি। তুমি শিবিরে যাও। কোন ভয় নাই পিয়ারা—

প্রস্থান

পিয়ারা। কোলাহল ক্রমে বাড়্‌তে চলল। উঃ, এ কি—

প্রস্থান

নেপথ্যে কোলাহল

সোলেমান ও দিলীর খাঁর বিপরীত দিক হইতে প্রবেশ

সোলেমান। সুবাদার কৈ!

দিলীর। তিনি নদীর দিকে পালিয়েছেন।

সোলেমান। পালিয়েছেন? তাঁর পশ্চাদ্ধাবন কর দিলীর খাঁ।

দিলীর খাঁর প্রস্থান ও জয়সিংহের প্রবেশ

সোলেমান। মহারাজ! আমরা জয়লাভ করেছি।

জয়সিংহ। আপনি রাত্রেই নদী পার হ'য়ে শত্রুশিবির আক্রমণ করেছেন?

সোলেমান। কর্ব্ব যে, তা'রা কিন্তু তা ভাবেনি—তবু এত শীঘ্র জয় লাভ কর্ব্ব কখন মনে করিনি।

জয়সিংহ। সুলতান সুজার সৈন্য একেবারে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। যখন অর্দ্ধেক সৈন্য নিহত হয়েছে, তখনও তা'দের সম্পূর্ণ ঘুম ভাঙ্গে নি।

সোলেমান। তার কারণ, কাকা প্রকৃত যোদ্ধা। তিনি নৈশ আক্রমণের সম্ভাবনা জান্তেন না?

জয়সিংহ। আমি সম্রাটের পক্ষ হতে তাঁ'র সঙ্গে সন্ধি করেছিলাম। তিনি বিনাযুদ্ধে বঙ্গদেশে ফিরে যেতে সম্মত হয়েছিলেন, এমন কি যাবার জন্য নৌকা প্রস্তুত কর্ত্তে আজ্ঞা দিয়েছিলেন।

দিলীর খাঁর প্রবেশ

দিলীর। সাহাজাদা! সুলতান সুজা সপরিবারে নৌকাযোগে পালিয়েছেন।

জয়সিংহ। ঐ—তবে সেই সজ্জিত নৌকায়।

সোলেমান। পশ্চাদ্ধাবন কর—যাও সৈন্যদের আজ্ঞা দাও।

দিলীর খাঁর প্রস্থান

সোলেমান। আপনি কার আজ্ঞায় এ সন্ধি করেছিলেন মহারাজ?

জয়সিংহ। সম্রাটের আজ্ঞায়।

সোলেমান। পিতা ত আমাকে এ কথা কিছু লেখেন নি? তা আপনিও আমায় বলেন নি!

জয়সিংহ। সম্রাটের নিষেধ ছিল।

সোলেমান। তার উপরে মিথ্যা কথা!—যান।

জয়সিংহের প্রস্থান

সোলেমান। সম্রাটের এক আজ্ঞা আর আমার পিতার অন্যরূপ আজ্ঞা! এ কি সম্ভব?—যদি তাই হয়! মহারাজকে হয় ত অন্যায় ভর্ৎসনা করেছি। যদি সম্রাটের এরূপই আজ্ঞা হয়!—এ দিকে পিতা লিখেছেন যে "সুজাকে সপরিবারে বন্দী করে' নিয়ে আসবে পুত্র।" না, আমি পিতার আজ্ঞা পালন কর্ব্ব! তাঁর আজ্ঞা আমার কাছে ঈশ্বরের আজ্ঞা।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—যোধপুরের দুর্গ। কাল—প্রভাত

মহামায়া ও চারণীগণ

মহামায়া। গাও আবার চারণীগণ !

সেথা গিয়াছেন তিনি সমরে, আনিতে জয়গৌরব জিনি
সেথা গিয়াছেন তিনি মহা আহ্বানে—
মানের চরণে প্রাণ বলিদানে ;
মথিতে অমর মরণসিন্ধু আজি গিয়াছেন তিনি।
সধবা অথবা বিধবা তোমার রহিবে উচ্চ শির ;
উঠ বীরজায়া, বাঁধো কুন্তল, মুছ এ অশ্রুনীর।
সথা গিয়াছেন তিনি করিতে রক্ষা শত্রুর নিমন্ত্রণে।
সেথা বর্ম্মে বর্ম্মে কোলাকুলি হয় ;
খড়্গে খড়্গে ভীম পরিচয়,
ভ্রূকুটির সহ গর্জ্জন মিশে রক্ত রক্ত সনে।
সধবা অথবা—ইত্যাদি।
সেথা নাহি অনুনয় নাহি পলায়ন—সে ভীম সমর মাঝে ;
সেথা রুধিরসিক্ত অসিত অঙ্গে,
মৃত্যু নৃত্য করিছে রঙ্গে,
গভীর আর্ত্তনাদের সঙ্গে বিজয় বাদ্য বাজে।
সধবা অথবা—ইত্যাদি
সেথা গিয়াছেন তিনি সে মহা আহবে জুড়াইতে সব জ্বালা ;
হেথা হয় ত ফিরিতে জিনিয়া সমর ;
হয় ত মরিয়া হইতেঅমর ;
সে মহিমা ক্রোড়ে ধরিয়া হাসিয়া তুমিও মরিবে বালা।
সধবা অথবা—ইত্যাদি।

দুর্গপ্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। মহারাণী!

মহামায়া। কি সংবাদ সৈনিক!

প্রহরী। মহারাজ ফিরে এসেছেন।

মহামায়া। এসেছেন? যুদ্ধে জয়লাভ করে' এসেছেন?

প্রহরী। না মহারাণী! তিনি এ যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে ফিরে এসেছেন।

মহামায়া। পরাজিত হ'য়ে ফিরে এসেছেন? কি বলছ তুমি সৈনিক! কে পরাজিত হ'য়ে ফিরে এসেছেন?

প্রহরী। মহারাজ।

মহামায়া। কি! মহারাজ যশোবন্ত সিংহ পরাজিত হ'য়ে ফিরে এসেছেন? এ কি শুন্‌ছি ঠিক! যোধপুরের মহারাজ—আমার স্বামী—যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছেন! ক্ষত্রিয় শৌর্য্যের কি এতদূর অধোগতি হয়েছে! অসম্ভব! ক্ষত্রবীর যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে ফেরে না। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ ক্ষত্রচূড়ামণি। যুদ্ধে পরাজয় হয়েছে; হ'তে পারে। তা হ'য়ে থাকে ত আমার স্বামী যুদ্ধক্ষেত্রে মরে' পড়ে' আছেন। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে কখন ফিরে আসেন নি। যে এসেছে সে মহারাজ যশোবন্ত সিংহ নয়। সে তাঁর আকারধারী কোন ছদ্মবেশী। তাকে প্রবেশ কর্ত্তে দিও না! দুর্গদ্বার রুদ্ধ কর।—গাও চারণীগণ আবার গাও।

চারণীগণের গীত

সেথা গিয়াছেন তিনি সে মহা আহবে জুড়াইতে সব জ্বালা, ইত্যাদি।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—পরিত্যক্ত প্রান্তর। কাল—রাত্রি

ঔরংজীব একাকী

ঔরংজীব। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। ঝড় উঠবে। একটা নদী পার হয়েছি, এ আর এক নদী—ভীষণ কল্লোলিত তরঙ্গসঙ্কুল। এত প্রশস্ত যে তার ও-পার দেখতে পাচ্ছি না। তবু পার হ'তে হবে—এই নৌকা নিয়েই।

মোরাদের প্রবেশ

ঔরংজীব। কি মোরাদ! কি সংবাদ!

মোরাদ। দারার সঙ্গে এক লক্ষ ঘোড়সোয়ার আর এক শত কামান!

ঔরংজীব। তবে সংবাদ ঠিক!

মোরাদ। ঠিক; প্রত্যেক চরের ঐ একইরূপ অনুমান।

ঔরংজীব। (পাদচারণা করিতে করিতে) এযে—না—তাই ত!

মোরাদ। দারা ঐ পাহাড়ের পরপারে সেনানিবেশ করেছেন।

ঔরংজীব। ঐ পাহাড়?

মোরাদ। হাঁ দাদা!

ঔরংজীব। তাই ত! এক লক্ষ অশ্বারোহী—আর—

মোরাদ। আমরা কাল প্রভাতেই –

ঔরংজীব। চুপ! কথা কোয়ো না! আমাকে ভাবতে দাও! এত সৈন্য দারা পেলেন কোথা থেকে! আর এক শত কামান!—আচ্ছা তুমি এখন যাও মোরাদ। আমায় ভাব্‌তে দাও।

মোরাদের প্রস্থান

ঔরংজীব! তাই ত! এখন পিছোলে সর্ব্বনাশ, আক্রমণ করলে ধ্বংস এক শত কামান। যদি—না—তাই বা হবে কেমন করে'। হুঁ

(দীর্ঘনিশ্বাস)—ঔরংজীব! এবার তোমার উত্থান না পতন! পতন? অসম্ভব। উত্থান? কিন্তু কি উপায়ে? কিছু বুঝতে পার্চ্ছি না।

মোরাদের প্রবেশ

ঔরংজীব। তুমি আবার কেন!

মোরাদ। দাদা, বিপক্ষ পক্ষ থেকে শায়েস্তা খাঁ তোমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে এসেছেন।

ঔরংজীব। এসেছেন? উত্তম, সসম্মানে নিয়ে এসো। না—আমি স্বয়ং যাচ্ছি।

প্রস্থান

মোরাদ। তাই ত! শায়েস্তা খাঁ আমাদের শিবিরে কি জন্য! দাদা ভিতরে ভিতরে কি মতলব আঁটছেন বুঝ্ছি না। শায়েস্তা খাঁ কি দারার প্রতি বিশ্বাসহন্তা হবে, দেখা যাক্! (পরিক্রমণ)

ঔরংজীবের প্রবেশ

ঔরংজীব। ভাই মোরাদ! এই মুহূর্ত্তে আগ্রায় যাবার জন্যে সসৈন্যে রওনা হ'তে হবে। প্রস্তুত হও।

মোরাদ। সে কি! এই রাত্রে!

ঔরংজীব। হাঁ, এই রাত্রে। শিবির যেমন আছে তেমনি থাকুক। দারার সৈন্য আমরা আক্রমণ কর্ব্ব না। ঐ পাহাড়ের অপর পার দিয়ে আগ্রায় যাবার একটি রাস্তা আছে। সেখান দিয়ে চ'লে যাবে! দারা সন্দেহ কর্ব্বেন না। তাঁ'র আগে আমাদের আগ্রায় যেতে হবে। প্রস্তুত হও।

মোরাদ। এই রাত্রে!

ঔরংজীব। তর্কের সময় নাই। সিংহাসন চাও ত দ্বিরুক্তি কোরো না। নৈলে সর্ব্বনাশ—নিশ্চিত জেনো।

উভয়ে নিষ্ক্রান্ত

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—এলাহাবাদে সোলেমানের শিবির। কাল—প্রাহ্ন

জয়সিংহ ও দিলীর খাঁ

দিলীর। ঔরংজীব শেষ যুদ্ধেও জয়ী হয়েছেন। শুনেছেন মহারাজ?

জয়সিংহ। আমি আগেই জান্তাম।

দিলীর। শায়েস্তা খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা করে। আগ্রার কাছে তুমুল যুদ্ধ হয়। দারা তাতে পরাস্ত হয়ে দোয়ারের দিকে পালিয়েছেন। সঙ্গে মোটে একশ সঙ্গী আর ত্রিশ লক্ষ মুদ্রা।

জয়সিংহ। পালাতেই হবে—আমি আগেই জান্তাম।

দিলীর। আপনি ত সবই জান্তেন।—দারা পালাবার সময় তাড়াতাড়িতে বেশী অর্থ নিয়ে যেতে পারেন নি; কিন্তু তার পরেই শুনছি—বৃদ্ধ সম্রাট সাতান্নটা অশ্ব বোঝাই করে' স্বর্ণমুদ্রা দারার উদ্দেশে পাঠান। পথে জাঠরা তাও ডাকাতি করে' নিয়েছে।

জয়সিংহ। আহা বেচারী! কিন্তু আমি আগেই জান্তাম।

দিলীর। ঔরংজীব ও মোরাদ বিজয়গর্ব্বে আগ্রায় প্রবেশ করেছেন। এখন ফলতঃ ঔরংজীব সম্রাট্।

জয়সিংহ। এ সব আগেই জান্তাম।

দিলীর। ঔরংজীব আমাকে পত্রে লিখেছেন যে, আমি যদি সসৈন্যে সোলেমানকে পরিত্যাগ করে' যাই, তা হ'লে তিনি আমায় পুরস্কার দেবেন। আপনাকেও বোধ হয় তাই লিখেছেন মহারাজ?

জয়সিংহ। হাঁ।

দিলীর। যুদ্ধের ভবিষ্যৎ ফল সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা মহারাজ?

জয়সিংহ। আমি কাল এক জ্যোতিষীকে দিয়ে এই যুদ্ধের ফলাফল নির্ণয় করিয়েছিলাম। তিনি বলেন, ভাগ্যের আকাশে এখন ঔরংজীবের তারা উঠছে, আর দারার তারা নেমে যাচ্ছে!

দিলীর। তবে আমাদের এখন কর্ত্তব্য কি মহারাজ?

জয়সিংহ। আমি যা করি তাই দেখে যাও।

দিলীর। বেশ—এসব বিষয়ে আমার বুদ্ধিটা ঠিক খেলে না; কিন্তু একটা কথা—

জয়সিংহ। চুপ্! সোলেমান আসছেন।

সোলেমানের প্রবেশ

জয়সিংহ ও দিলীর। বন্দেগি সাহাজাদা!

সোলেমান। মহারাজ! পিতা পরাজিত, পলায়িত!—এই সম্রাট্ সাজাহানের পত্র। (পত্র দিলেন)

জয়সিংহ। (পত্রপাঠ পূর্ব্বক) তাই ত কুমার!

সোলেমান। সম্রাট্ আমাকে পিতার সাহায্যে সসৈন্যে অবিলম্বে যাত্রা কর্ত্তে লিখেছেন। আমি এক্ষণেই যাবো। তাঁবু ভাঙ্গুন আর সৈন্যদের আদেশ দিউন যে—

জয়সিংহ। আমার বিবেচনায় কুমার আরও ঠিক খবরের জন্য অপেক্ষা করা উচিত। কি বল খাঁ সাহেব?

দিলীর। আমারও সেই মত।

সোলেমান। এর চেয়ে ঠিক খবর আর কি হ'তে পারে? স্বয়ং সম্রাটের হস্তাক্ষর।

জয়সিংহ। আমার বোধ হয় ও জাল। বিশেষ সম্রাট্ অথর্ব্ব!

তাঁ'র আজ্ঞা আজ্ঞাই নয়। আপনার পিতার আজ্ঞা ব্যতীত এখান থেকে এক পাও নড়্‌তে পারি না! কি বল দিলীর খাঁ?

দিলীর। সে ঠিক কথা।

সোলেমান। কিন্তু পিতা ত পলায়িত। আজ্ঞা দেবেন কেমন করে'?

জয়সিংহ। তবে আমাদের এখন তাঁর পদস্থ ঔরংজীবের আজ্ঞার জন্য অপেক্ষা কর্ত্তে হবে। অবশ্য যদি এই সংবাদ সত্য হয়।

সোলেমান। কি! ঔরংজীবের আজ্ঞার জন্য—আমার পিতার শত্রুর আজ্ঞার জন্য—আমি অপেক্ষা কর্ব্ব?

জয়সিংহ। আপনি না করেন, আমাদের তাই কর্ত্তে হবে বৈকি—কি বল দিলীর খাঁ?

দিলীর। তা—কথাটা ঐ রকমেই দাঁড়ায় বটে!

সোলেমান। জয়সিংহ! দিলীর খাঁ—আপনারা দু'জনে তা হ'লে ষড়যন্ত্র করেছেন?

জয়সিংহ। আমাদের দোষ কি—বিনা সমুচিত আজ্ঞায় কি করে' কোনো কাজ করি! লাহোরে যুবরাজ দারার উদ্দেশে যাওয়ার সমুচিত আজ্ঞা এখনও পাই নি।

সোলেমান। আমি আজ্ঞা দিচ্ছি!

জয়সিংহ। আপনার আজ্ঞায় আমর আপনার পিতার আজ্ঞা অবহেলা কর্ত্তে পারি না। পারি খাঁ সাহেব?

দিলীর। তা কি পারি!

সোলেমান। বুঝেছি। আপনারা একটা চক্রান্ত করেছেন। আচ্ছা, আমি স্বয়ং সৈন্যদের আজ্ঞা দিচ্ছি। সোলেমানের প্রস্থান

দিলীর। কি বলেন মহারাজ?

জয়সিংহ। কোন ভয়ের কারণ নাই খাঁ সাহেব। আমি সৈন্যদের সব বশ করে' রেখেছি!

দিলীর। আপনার মত বিচক্ষণ কর্ম্মঠ ব্যক্তি আমি কখনও দেখি নাই; কিন্তু এ কাজটা কি উচিত হ'চ্ছে?

জয়সিংহ। চুপ! এখন আমাদের কাজ হচ্ছে একটুখানি দাঁড়িয়ে দেখা। এখনও ঔরংজীবের পক্ষে একেবারে হেল্‌ছি না। একটু অপেক্ষা কর্ত্তে হবে। কি জানি—

সোলেমানের পুনঃ প্রবেশ

সোলেমান। সৈন্যেরাও এ চক্রান্তে যোগ দিয়েছে। আপনাদের বিনা আজ্ঞায় একপাও নড়্‌তে চায় না।

জয়সিংহ। তাই দস্তুর বটে।

সোলেমান। মহারাজ! সম্রাট্ আমার পিতার সাহায্যে আমায় যেতে লিখেছেন। পিতার কাছে যাবার জন্য আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েছে। আমি আপনাদের মিনতি কর্চ্ছি দিলীর খাঁ। দারার পুত্র আমি করযোড়ে আপনাদের কাছে এই ভিক্ষা চাচ্ছি—যে আপনারা না যান—আমার সৈন্যদের আজ্ঞা দেন—আমার সঙ্গে পিতার কাছে লাহোরে যেতে। আমি দেখি এই রাজ্যাপহারী ঔরংজীবের কতখানি শৌর্য্য। আমার এই দিগ্বিজয়ী সৈন্য নিয়ে যদি এখনো কর্ম্মক্ষেত্রে গিয়ে পড়তে পারি—মহারাজ!—দিলীর খাঁ! আজ্ঞা দেন। এই কৃপার জন্য আপনাদের কাছে আমি আমরণ বিক্রীত হয়ে থাক্‌বো।

জয়সিংহ। সম্রাটের আজ্ঞা ভিন্ন আমরা এখান থেকে এক পাও নড়তে পারি না।

সোলেমান। দিলীর খাঁ—আমি জানু পেতে—যুবরাজ দারার পুত্র আমি জানু পেতে—ভিক্ষা চাচ্ছি (জানু পাতিলেন)

দিলীর। উঠুন সাহাজাদা। মহারাজ আজ্ঞা না দেন আমি দিচ্ছি। আমি দারার নিমক খেয়েছি। মুসলমান জাত, নেমকহারামের জাত নয়। আসুন সাহাজাদা, আমি আমার অধীন সমস্ত সৈন্য নিয়ে—আপনার সঙ্গে লাহোর যাচ্ছি। আর শপথ কর্‌ছি যে, যদি সাহাজাদা আমায় ত্যাগ না করেন আমি সাহাজাদাকে ত্যাগ কর্ব্ব না। আমি যুবরাজ দারার পুত্রের জন্যে প্রয়োজন হয় ত প্রাণ দেবো। আসুন সাহাজাদা! আমি এই মুহূর্ত্তেই আজ্ঞা দিচ্ছি।

সোলেমান ও দিলীরের প্রস্থান

জয়সিংহ। তাই ত! এক ফোঁটা চোখের জলে গলে গেলে খাঁ সাহেব! তোমার মঙ্গল তুমি বুঝলে না। আমি কি কর্ব্ব ; আমার অধীন সৈন্য নিয়ে তবে আমি আগ্রা যাত্রা করি।

সপ্তম দৃশ্য

সাজাহান ও জাহানারা

সাজাহান। জাহানারা! আমি সাগ্রহে ঔরংজীবের অপেক্ষা কর্চ্ছি। সে আমার পুত্র, আমার উদ্ধত পুত্র; আমার লজ্জা—আমার গৌরব!

জাহানারা। গৌরব পিতা? এত শঠ, এত মিথ্যাবাদী সে! সে-দিন যখন আমি তা'র শিবিরে গেলাম, সে আপনার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি দেখালে; বল্লে যে, সে মহাপাপ করেছে; আর সঙ্গে সঙ্গে দু' এক ফোঁটা চোখের জলও ফেল্লে; বল্লে যে দারার পক্ষে ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের নাম জান্তে পার্লে সে নিঃশঙ্কচিত্তে পিতার আজ্ঞামত মোরাদকে ছেড়ে দারার পক্ষ নেবে। আমি সরলভাবে তা'র সে কথায় বিশ্বাস করে' তা'কে অভাগা দারার হিতৈষীদের নাম দিয়েছিলাম। পথে সে-পত্র সে হস্তগত করেছে। এত কপট! এত ধূর্ত্ত!

সাজাহান। না জাহানারা, তা সে কর্ত্তে পারে না। না না না! আমি এ কথা বিশ্বাস কর্ব্ব না।

জাহানারা। আসুক সে একবার এই দুর্গে। আমি কৌশলে তা'কে আপনার চক্ষের সম্মুখে বন্দী কর্ব্ব।

সাজাহান। সে কি জাহানারা! সে আমার পুত্র, তোমার ভাই। জাহানারা, কাজ নাই। আসুক সে। আমি তাকে স্নেহে বশ কর্ব্ব।

তা'তেও যদি সে বশ না হয়—তা হ'লে তা'র কাছে, পিতা আমি—তা'র সম্মুখে নতজানু হ'য়ে আমাদের প্রাণভিক্ষা মেগে নেবো! বল্‌বো আমরা আর কিছুই চাই না, আমাদের বাঁচতে দাও, আমাদের পরস্পরকে ভালোবাসার অবকাশ দাও।

জাহানারা। সে অপমান থেকে আমি আপনাকে রক্ষা কর্ব্ব বাবা!

সাজাহান। পুত্রের কাছে ভিক্ষায় অপমান নাই।

মহম্মদের প্রবেশ

সাজাহান। এই যে মহম্মদ! তোমার পিতা কৈ!

মহম্মদ। তা ত জানি না ঠাকুর্দ্দা!

সাজাহান। সে কি! সে এখানে আস্‌বার জন্য অশ্বারূঢ় হয়েছে—শুনলাম—

মহম্মদ। কে বল্লে! তিনি ত ঘোড়ায় চড়ে' আকবরের কবরে নেওয়াজ পড়তে গেলেন। আমি ত যতদূর জানি, তাঁ'র এখানে আস্‌বার কোন অভিপ্রায় নাই।

জাহানারা। তবে তুমি এখানে কেন মহম্মদ!

মহম্মদ। এ প্রাসাদ-দুর্গ অধিকার কর্ত্তে।

সাজাহান। সে কি! না তুমি পরিহাস কর্চ্ছ মহম্মদ।

মহম্মদ। না ঠাকুর্দ্দা, এ সত্য কথা!

জাহানারা। বটে! তবে আমি তোমাকেই বন্দী কর্ব্ব।

বাঁশী বাজাইলেন। সশস্ত্র পঞ্চ প্রহরীর প্রবেশ

জাহানারা। অস্ত্র দাও মহম্মদ।

মহম্মদ। সে কি!

জাহানারা। তুমি আমার বন্দী। সৈনিকগণ! অস্ত্র কেড়ে নাও!

মহম্মদ। তবে আমারও রক্ষীদের ডাকতে হ'লো।

বাঁশী বাজাইলেন। দশজন দেহরক্ষীর প্রবেশ

মহম্মদ। আমার সহস্র সৈনিকগণকে ডাকো।

জাহানারা। সহস্র সৈনিক! কে তাদের দুর্গমধ্যে প্রবেশ কর্ত্তে দিলে!

সাজাহান। আমি দিয়েছি জাহানারা। সব দোষ আমার। আমি স্নেহবশে ঔরংজীব পত্রে যা চেয়েছিল, সব দিয়েছিলাম। ওঃ, আমি এ স্বপ্নেও ভাবি নি—মহম্মদ!

মহম্মদ। ঠাকুর্দ্দা!

সাজাহান। আমি কি তবে এখন বুঝবো, যে আমি তোমার হস্তে বন্দী?

মহম্মদ। বন্দী ন'ন ঠাকুর্দ্দা। তবে আপনার বাইরে যাবার অনুমতি নাই।

সাজাহান। আমি ঠিক বুঝতে পার্চ্ছি নে। একি একটা সত্য ঘটনা? না সব স্বপ্ন? আমি কে? আমি সম্রাট্ সাজাহান? তুমি আমার পৌত্র, আমায় সম্মুখে দাঁড়িয়ে তরবারি খুলে? একি! একদিনে কি সংসারের নিয়ম সব উল্টে গেল! একদিন যার রোষ কষায়িত চক্ষু দেখে ঔরংজীব ভয়ে অর্দ্ধেক মাটির মধ্যে সেঁধিয়ে যেত—তার—তার পুত্রের হাতে—সে বন্দী! জাহানারা! কৈ! এই যে! একি কন্যা! তোর ঠোঁট নড়্ছে, কথা বার হচ্ছে না; চক্ষু দিয়ে একটা নিষ্প্রভ স্থির শূন্য-দৃষ্টি নির্গত হচ্ছে; গণ্ডদু'টি ছাইয়ের মত শাদা হ'য়ে গিয়েছে।—কি হয়েছে মা?

জাহানারা। না বাবা! কিন্তু জান্তে পারলে কেমন করে'! আমি শুধু তাই ভাব্ছি!

সাজাহান। মহম্মদ! ভেবেছো আমি এই শাঠ্য, এই অত্যাচার—এখানে এই রকম ব'সে নিঃসহায়ভাবে সহ্য কর্ব্ব! ভেবেছো এই

কেশরী স্থবির বলে' তোমরা তা'কে পদাঘাত করে' যাবে? আমি বৃদ্ধ সাজাহান বটে; কিন্তু আমি সাজাহান। এই, কে আছো! নিয়ে এসো আমার বর্ম্ম আর তরবারি।—কৈ, কেউ নেই!

মহম্মদ। ঠাকুর্দ্দা, আপনার দেহরক্ষীদের দুর্গের বা'র করে' দেওয়া হয়েছে।

সাজাহান। কে দিয়েছে?

মহম্মদ। আমি।

সাজাহান। কার আজ্ঞায়?

মহম্মদ। পিতার আজ্ঞায়। এক্ষণে আমার এই সহস্র সৈনিকই জাঁহাপনার দেহরক্ষীদের কাজ কর্ব্বে।

সাজাহান। মহম্মদ! বিশ্বাসঘাতক!

মহম্মদ। আমি আমার পিতার আজ্ঞাবহ মাত্র।

সাজাহান। ঔরংজীব! না, আজ সে কোথায়, আর আমি কোথায়! তবু যদি জাহানারা, আজ দুর্গের বাইরে গিয়ে একবার আমার সৈন্যদের সম্মুখে দাঁড়াতে পার্ত্তাম, তা হ'লে এখনও এই বৃদ্ধ সাজাহানের জয়ধ্বনিতে ঔরংজীব মাটিতে নুয়ে পড়্‌তো! একবার খোলা পাই না! একবার খোলা পাই না!—মহম্মদ! আমায় একবার মুক্ত করে' দাও। একবার! একবার!

মহম্মদ। ঠাকুর্দ্দা, আমায় দোষ দেবেন না। আমি পিতার আজ্ঞাবহ।

সাজাহান। আর আমি তোমার পিতার পিতা না? সে যদি তা'র পিতার প্রতি হেন অত্যাচারী হয়—তুমি কেন তোমার পিতার আজ্ঞাবহ হবে!—মহম্মদ! এসো! দুর্গদ্বার খুলে দাও।

মহম্মদ। মার্জ্জনা কর্ব্বেন ঠাকুর্দ্দা! আমি পিতার আজ্ঞার অবাধ্য হ'তে পারি না।

সাজাহান। দেবে না? দেবে না? দেখ, আমি তোমার বৃদ্ধ পিতামহ—রুগ্ন, জীর্ণ, স্থবির। আর কিছু চাই না। শুধু একবার মাত্র এই দুর্গের বাইরে যেতে চাই। আবার ফিরে আসবো শপথ কর্চ্ছি। দেবে না—দেবে না?

মহম্মদ। ক্ষমা কর্ব্বেন ঠাকুর্দ্দা—আমি তা পার্ব্বো না।

গমনোদ্যত

সাজাহান। দাঁড়াও মহম্মদ! (কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া, গিয়া রাজমুকুট আনিয়া ও শয্যা হইতে কোরাণ লইয়া) দেখ মহম্মদ! এই আমার মুকুট, এই আমার কোরাণ! এই কোরাণ স্পর্শ করে' আমি শপথ কর্চ্ছি যে বাইরে গিয়ে সমবেত প্রজাদের সম্মুখে এই মুকুট আমি তোমার মাথায় পরিয়ে দেবো! কারো সাধ্য নাই যে প্রতিবাদ করে। আমি আজ শীর্ণ, পক্ষাঘাতে পঙ্গু বটে; কিন্তু সম্রাট্ সাজাহান এ ভারতবর্ষ এতদিন ধরে, এমন শাসন করে' এসেছে যে, যদি সে একবার তা'র সৈন্যদের সম্মুখে খাড়া হ'য়ে দাঁড়াতে পারে, তা হ'লে শুদ্ধ তা'দের মিলিত অগ্নিময় দৃষ্টিতে শত ঔরংজীব ভস্ম হ'য়ে পুড়ে' যাবে।—মহম্মদ! আমায় মুক্ত করে' দাও। তুমি ভারতের অধীশ্বর হবে! আমি শপথ কর্চ্ছি মহম্মদ! শপথ কর্চ্ছি! আমি শুদ্ধ এই কপট ঔরংজীবকে একবার দেখবো। মহম্মদ!

মহম্মদ। ঠাকুর্দ্দা মার্জ্জনা কর্ব্বেন।

সাজাহান। দেখ! এ ছেলেখেলা নয়। আমি স্বয়ং সম্রাট্ সাজাহান—কোরাণ স্পর্শ করে' শপথ কর্চ্ছি। এ বাতুলের প্রলাপ নয়। শপথ কর্চ্ছি—দেখ, একদিকে তোমার পিতার আজ্ঞা, আর একদিকে ভারতের সাম্রাজ্য—বেছে নাও এই মুহূর্ত্তে!

মহম্মদ। ঠাকুর্দ্দা, আমি পিতার আজ্ঞার অবাধ্য হতে পারি না।

সাজাহান। একটা সাম্রাজ্যের জন্যও না?

মহম্মদ। পৃথিবীর জন্যও না।

সাজাহান। দেখ মহম্মদ! বিবেচনা করে' দেখ। ভাল করে' বিবেচনা কর—ভারতের অধীশ্বর—

মহম্মদ। আর আমি এখানে দাঁড়িয়ে এ কথা শুন্‌বো না। প্রলোভন বড়ই অধিক। হৃদয় বড়ই দুর্ব্বল। ঠাকুর্দ্দা মার্জ্জনা কর্ব্বেন।

প্রস্থান

সাজাহান। চলে' গেল! চলে গেল'! জাহানারা! কথা কচ্চিস্ না যে!

জাহানারা। ঔরংজীব! তোমার এই পুত্র! যে তা'র পিতার আজ্ঞা পালন কর্ত্তে একটা সাম্রাজ্য দিতে পারে—আর তুমি তোমার পিতার এত স্নেহের বিনিময়ে তা'কে ছলে বন্দী করেছো!

সাজাহান। সত্য বলেছো কন্যা!—পিতা সব, আর নিজে না খেয়ে পুত্রদের খাইও না; বুকের উপর রেখে ঘুম পাড়িও না; তা'দের হাসিটি দেখার জন্য স্নেহের হাসিটি হেসো না। তা'রা সব কৃতঘ্নতার অঙ্কুর। তা'রা সব শিশু-শয়তান। তা'দের আধপেটা খাইয়ে মানুষ কোরো। তা'দের সকালে বিকালে জোরে কষাঘাত কোরো। তা'দের সারা-জীবনটা চোখ রাঙিয়ে শাসিয়ে রেখো। তা হ'লে বোধ হয় তা'রা এই মহম্মদের মত বাধ্য, পিতৃভক্ত হবে। তা'দের এই শাস্তি দিতে যদি তোমাদের বুকে ব্যথা লাগে ত বুক ভেঙ্গে ফেলো, চোখে জল আসে ত চোখ উপড়ে তুলে ফেলো; আর্ত্তনাদ কর্ত্তে ইচ্ছা হয় ত নিজের টুঁটি চেপে ধোরো। ওঃ—

জাহানারা। বাবা, এই কারাগারের কোণে ব'সে অসহায় শিশুর মত ক্রন্দন কর্‌লে কিছু হবে না; পদাহত পঙ্গুর মত ব'সে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করে' অভিশাপ দিলে কিছু হবে না। পাপী মুমূর্ষুর মত অন্তিমে

একবার ঈশ্বরকে 'দয়াময়' বলে' ডাকলে কিছু হবে না! উঠুন, দলিত ভুজঙ্গের মত ফণা বিস্তার করে' উঠুন; হৃতশাবক ব্যাঘ্রীর মত প্রমত্ত বিক্রমে গর্জ্জে উঠুন; অত্যাচারে ক্ষিপ্ত জাতির মত জেগে উঠুন। নিবৃত্তির মত কঠিন হৌন; হিংসার মত অন্ধ হৌন; শয়তানের মত ক্রূর হৌন। তবে তা'র সঙ্গে পার্ব্বেন।

সাজাহান। উত্তম! তবে তাই হৌক! আয় মা, তুইও আমার সহায় হ'। আমি অগ্নির মত জ্বলে' উঠি', তুই বায়ুর মত ধেয়ে আয়! আমি ভূমিকম্পের মত সাম্রাজ্যখানি ভেঙ্গে চুরে দিয়ে যাই, তুই সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের মত তা'কে এসে গ্রাস কর্। আমি যুদ্ধ নিয়ে আসি; তুই মড়ক নিয়ে,আয়! আয় ত; একবার সাম্রাজ্য তোলপাড় করে' দিয়ে চ'লে যাই—তার পর কোথায় যাই?—কিছুই যায় আসে না। ধূপের মত একটা বিরাট জ্বালায় উর্দ্ধে উঠে—বিরাট হাহাকারে শূন্যে ছড়িয়ে পড়ি।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—মথুরায় ঔরংজীবের শিবির। কাল—রাত্রি

দিলদার একাকী

দিলদার। মোরাদ! কেমন ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে তুমি নেমে যাচ্ছ! সুরার স্রোতে ভাস্‌ছো। নর্ত্তকীর হাব-ভাব তার উপরে তুফান তুলে' দিয়েছে। তুমি ডুব্‌বে! আর দেরী নাই। মোরাদ, তোমাকে দেখে আমার মাঝে মাঝে দুঃখ হয়। এত সরল! সাহাজাদীর প্ররোচনায় ঔরংজীবকে ছলে বন্দী কর্ত্তে গিয়েছিলেন। জলে নেমে কুমীরের সঙ্গে বাদ!—আজ তার প্রতি-নিমন্ত্রণ! এই যে জাঁহাপনা!

মোরাদের প্রবেশ

মোরাদ। দাদা এখনও নেওয়াজ পড়্‌ছেন নাকি!—দাদা পরকাল নিয়েই গেলেন! ইহকালটা তাঁ'র ভোগে এলো না।—কি ভাবছো দিলদার!

দিলদার। ভাবছিলাম জাঁহাপনা, যে মাছগুলোর ডানা না থেকে যদি পাখা থাকৃতো তা হ'লে সেগুলো বোধ হয় উড়তো।

মোরাদ। আরে, মাছের যদি পাখা থাকৃতো, তা হ'লে সে ত পাখীই হোত।

দিলদার। তা বটে। ঐটুকু আগে ভাবি নি। তাই গোলে

পড়েছিলাম। এখন বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে—আচ্ছা জাঁহাপনা, হাঁসের মত জানোয়ার বড় একটা দেখা যায় না। জলে সাঁতার দেয়, ডেঙ্গায় হাঁটে, আবার আকাশে ওড়ে।

মোরাদ। তার সঙ্গে বর্ত্তমান বিষয়ের সম্বন্ধ কি মূর্খ!

দিলদার। দয়াময় পাদু'টো নীচের দিকে দিয়েছিলেন হাঁটবার জন্য সেটা বেশ বোঝা যায়।

মোরাদ। যায় নাকি!

দিলদার। কিন্তু পা যদি ভাব্‌তে সুরু করে তা হ'লে মাথা ঠিক রাখা শক্ত হয়।—আচ্ছা, ঈশ্বর পশুগুলোর মাথা সম্মুখ দিকে আর লেজ পেছন দিকে দিয়েছেন কেন জাঁহাপনা?

মোরাদ। ওরে মূর্খ! তা'দের মুখ যদি পিছন দিকে হোতো তা হ'লে ত সেইটেই সম্মুখ দিক হোত।

দিলদার। ঠিক বলেছেন জাঁহাপনা।—কুকুর লেজ নাড়ে কেন, এর কারণ কিন্তু খাসা কারণ।

মোরাদ। কি কারণ?

দিলদার। কুকুর লেজ নাড়ে, কারণ লেজের চেয়ে কুকুরের জোর বেশী। যদি কুকুরের চেয়ে লেজের জোর বেশী হোত, তা হ'লে লেজই কুকুরকে নাড়তো।

মোরাদ। হাঃ হাঃ হাঃ—এই যে দাদা!

ঔরংজীবের প্রবেশ

ঔরংজীব। এই যে এসেছো ভাই, তোমার বিদূষককে সঙ্গে করে' এনেছো দেখ্‌ছি।

মোরাদ। হাঁ দাদা। আমোদের সময় বয়স্যও চাই, নর্ত্তকীও চাই!

ঔরংজীব। তা চাই বৈকি। কাল হঠাৎ জনকতক অসামান্য সুন্দরী নৰ্ত্তকী এসে উপস্থিত হ'লো। আমার ত তাতে স্পৃহা নেই জানোই। আমি ত মক্কায় চলেছি। তবে ভাব্‌লাম তা'রা তোমার মনোরঞ্জন কর্ত্তে পার্ব্বে! আর এই কয় বোতল সুরা তোমার জন্যে গোঁয়ার ফিরিঙ্গীদের কাছে সংগ্রহ করেছিলাম। দেখ দেখি কি রকম!

প্রদান

মোরাদ। দেখি! (ঢালিয়া পান করিয়া) বাঃ! তোফা! বাঃ দিলদার কি ভাব্‌ছো! একটু খাবে?

দিলদার। আমি একটা কথা ভাবছিলাম জাঁহাপনা, যে সব জানোয়ারগুলোই সম্মুখ দিকে হাঁটে কেন?

মোরাদ। কেন? পিছন দিকে হাঁটে না বলে'?

দিলদার। না। কারণ তা'দের চোখ দু'টো সম্মুখ দিকে; কিন্তু যারা অন্ধ তা'দের সম্মুখ দিকে হাঁটাও যা পিছন দিকে হাঁটাও তা— একই কথা!

মোরাদ। তোফা! এই ফিরিঙ্গীরা মদটা খাসা তৈরি করে। (পান) তুমি একটু খাবে না?

ঔরংজীব। না, জানোই ত আমি খাই না। কোরাণের নিষেধ।

দিলদার। অন্ধ জাগো—না কিবা রাত্রি কিবা দিন।

মোরাদ। কোরাণের সব নিষেধ মান্‌তে গেলে সংসার চলে না। (পান)

দিলদার। হাতীর যতখানি শক্তি, ততখানি যদি বুদ্ধি থাকৃত, ত সে কি বুদ্ধিমান জানোয়ারই হোত। তা হ'লে হাতীর উপর মাহুত না বসে', মাহুতের উপর হাতী বস্‌তো! অতখানি শক্তি—যা অত বড় দেহখানাকে—মায় শুঁড় নিয়ে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে—ওঃ।

ঔরংজীব। তোমার বিদূষকটি ত বেশ রসিক।

মোরাদ। ও একটি রত্ন। কৈ নর্ত্তকীরা কৈ?

ঔরংজীব। ঐ যে ঐ শিবিরে! তুমি নিজে গিয়ে তা'দের ডেকে নিয়ে এসো না!

মোরাদ। এক্ষণই। মোরাদ যুদ্ধে কি সম্ভোগে কিছুতেই পিছপাও নয়।

প্রস্থান

দিলদার। "অন্ধ জাগো"—(বলিয়া তাঁহার অনুগমন করিতে উদ্যত)

ঔরংজীব তাহাকে বাধা দিলেন

ঔরংজীব। দাঁড়াও, কথা আছে।

দিলদার। আমায় মেরো না বাবা। আমি সিংহাসনও চাই না, মক্কাও চাই না।

ঔরংজীব। তুমি কে, ঠিক করে' বল! তুমি তো শুধু বিদূষক নও। কে তুমি?

দিলদার। আমি একজন বেজায় পুরানো গাঁটকাটা, ধাপ্পাবাজ, চোর। আমার স্বভাবটা হচ্ছে খোসামুদী, বাঁদরামি, জোচ্চোরী, পেজোমীর একটা ঘণ্ট। আমি শামুকের চেয়ে কুড়ে, কুকুরের চেয়েও পা-চাটা, চড়ুইয়ের চেয়েও লম্পট!

ঔরংজীব। শোন, আমি পরিহাসপ্রিয় নই! তুমি কি কাজ কর্ত্তে পারো?

দিলদার। কিছু কর্ত্তে পারি না। হাই তুল্‌তে পারি, একটা কাজ দিলে সেটা পণ্ড কর্ত্তে পারি, গালাগালি দিলে সেটা বুঝতে পারি —আর কিছু পারি না জাঁহাপনা।

ঔরংজীব। থাক্—বুঝেছি। তোমাকে আমার দরকার হবে! কোন ভয় নেই।

দিলদার। ভরসাও নেই।

নর্ত্তকীদের সহিত মোরাদের পুনঃ প্রবেশ

মোরাদ। বাহবা !—এ তোফা ! চমৎকার !

ঔরংজীব। তবে তুমি এখন স্ফুর্ত্তি কর। আমি যাই। তোমার বিদূষককে নিয়ে যাই। ওর কথাবার্ত্তায় আমার ভারি আমোদ বোধ হচ্ছে।

মোরাদ। কেমন ! হচ্ছে কি না ? বলেছি ত ও একটি রত্ন। তা বেশ ওকে নিয়ে যাও। আমি ওর চেয়ে অনেক ভালো সংসর্গ পেয়েছি।

দিলদারের সহিত ঔরংজীবের প্রস্থান

মোরাদ। নাচো, গাও।

নৃত্য-গীত

আজি এসেছি—আজি এসেছি, এসেছি বঁধু হে
নিয়ে এই হাসি, রূপ গান।
আজি, আমার যা কিছু আছে, এনেছি তোমার কাছে,
তোমায় করিতে সব দান !
আজি তোমার চরণতলে রাখি এ কুসুমভার,
এ হার তোমার গলে দিই বঁধু উপহার,
সুধার আধার ভরি, তোমার অধরে ধরি—কর বঁধু কর তায় পান।
আজি হৃদয়ের সব আশা, সব সুখ ভালবাসা,
তোমাতে হউক অবসান।
ঐ ভেসে আসে কুসুমিত উপবন সৌরভ,
ভেসে আসে উচ্ছল জলদল-কলরব,
ভেসে আসে রাশি রাশি জ্যোৎস্নার মৃদুহাসি, ভেসে আসে পাপিয়ার তান ;
আজি এমন চাঁদের আলো—মরি যদি সেও ভাল ;
সে মরণ স্বরগ সমান।

আজি তোমার চরণতলে লুটায়ে পড়িতে চাই,
তোমার জীবনতলে ডুবিয়ে মরিতে চাই,
তোমার নয়নতলে শয়ন লভিব বলে' আসিয়াছি তোমার নিধান ;
আজি সব ভাষা সব বাক্—নীরব হইয়া যাক্ ;
প্রাণে শুধু মিশে থাক্—প্রাণ।

মোরাদ শুনিতে শুনিতে সুরাপান করিতে লাগিলেন ও ক্রমে নিদ্রিত হইলেন

নর্ত্তকীগণের প্রস্থান ও প্রহরিগণসহ ঔরংজীবের প্রবেশ

ঔরংজীব। বাঁধো।

মোরাদ। কে দাদা! একি! বিশ্বাসঘাতকতা?—(উঠিলেন)

ঔরংজীব। যদি বাধা দেয়—তবে বধ কর্ত্তে দ্বিধা ক'রো না।

প্রহরিগণ মোরাদকে বন্দী করিল

ঔরংজীব। আগ্রায় নিয়ে যাও। আমার পুত্র স্থলতান আর শায়েস্তা খাঁর জিম্মায় রাখ্‌বে, আমি পত্র লিখে দিচ্ছি।

মোরাদ। এর প্রতিফল পাবে—আমি তোমায় একবার দেখ্‌বো।

ঔরংজীব। নিয়ে যাও।

সপ্রহরী মোরাদের প্রস্থান

ঔরংজীব। আমার হাত ধরে' কোথায় নিয়ে যাচ্ছ খোদা! আমি এ সিংহাসন চাই নি। তুমি আমার হাত ধরে এ সিংহাসনে বসালে! কেন—তুমিই জান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—আগ্রার দুর্গ-প্রাসাদ। কাল—প্রভাত

সাজাহান একাকী

সাজাহান। সূর্য্য উঠেছে। যেমন সেই প্রথম দিন উঠেছিল, সেই রকম উজ্জ্বল, রক্তবর্ণ! আকাশ তেমনি নীল ; ঐ যমুনা তেমনি ক্রীড়াময়ী কলস্বরা ; যমুনার পরপারে বৃক্ষরাজি তেমনি পত্রশ্যাম, পুষ্পোজ্জ্বল ; যেমন আমি আশৈশব দেখে এসেছি। সবই সেই। কেবল আমিই বদলিছি—(গাঢ়স্বরে) আমি আজ আমার পুত্রের হস্তে বন্দী—নারীর মত অসহায়, শিশুর মত দুর্ব্বল। মাঝে মাঝে ক্রোধে গর্জ্জন করে' উঠি, কিন্তু সে শরতের মেঘের গর্জ্জন—একটা নিষ্ফল হাহাকার মাত্র। আমার নির্বিষ আস্ফালনে আমি নিজেই ক্ষয় হ'য়ে যাই। উঃ! ভারত-সম্রাট্ সাজাহানের আজ—এ কি অবস্থা! (একটি স্তম্ভের উপর বাহু রাখিয়া দূরে যমুনার দিকে চাহিয়া রহিলেন)—ও কি শব্দ! ঐ! আবার! আবার!—এই যে জাহানারা।

জাহানারার প্রবেশ

সাজাহান। ও কি শব্দ জাহানারা? ঐ আবার!—শুন্‌ছিস্? (সৌৎসুক্যে) দারা কি সৈন্য কামান নিয়ে বিজয়গর্ব্বে আগ্রায় ফিরে এলো? এসো পুত্র! এই অন্যায় অবিচার নৃশংসতার প্রতিশোধ নাও। —কি জাহানারা। চোখ ঢাকৃছিস যে! বুঝিছি মা—এ দারার বিজয় ঘোষণা নয়—এ নূতন এক দুঃসংবাদ! তাই কি?

জাহানারা। হাঁ বাবা!

সাজাহান। জানি, দুর্ভাগ্য একা আসে না। যখন আরম্ভ হয়েছে,

সে তার পালা শেষ না করে' যাবে না। বল কি দুঃসংবাদ কন্যা! ও কিসের শব্দ!

জাহানারা। ঔরংজীব আজ সম্রাট্ হ'য়ে দিল্লীর সিংহাসনে বসেছে। আগ্রায় এ তারই উৎসবধ্বনি।

সাজাহান। (যেন শুনিতে পান নাই এই ভাবে) কি! ঔরংজীব—কি করেছে?

জাহানারা। আজ, দিল্লীর সিংহাসনে বসেছে।

সাজাহান। জাহানারা কি বল্‌ছো! আমি জীবিত আছি, না মরে' গিয়েছি? ঔরংজীব—না—অসম্ভব! জাহানারা তুমি শুন্‌তে ভুলেছো। এ কি হ'তে পারে! ঔরংজীব—ঔরংজীব এ কাজ কর্ত্তে পারে না। তা'র পিতা এখনও জীবিত—একটা ত বিবেক আছে, চক্ষুলজ্জা আছে!

জাহানারা। (কম্পিত স্বরে) যে ব্যক্তি বৃদ্ধ পিতাকে ছলে বন্দী করে' —জীবন্তে এই গোর দিতে পারে, সে আর কি না কর্ত্তে পারে বাবা!

সাজাহান। তবুও—না।—হবে।—আশ্চর্য্য কি! আশ্চর্য্য কি! এ কি! মাটি থেকে একটা কাল ধোঁয়া আকাশে উঠছে। আকাশ কালীবর্ণ হয়ে গেল! সংসার উল্টে গেল বুঝি।—ঐ—ঐ—না আমি পাগল হ'য়ে যাচ্ছি নাকি!—ঐ ত সেই নীল আকাশ, সেই উজ্জ্বল প্রভাত—হাস্‌ছে! কিছু হয় নি ত।—আশ্চর্য্য। (কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া) জাহানারা!

জাহানারা। বাবা!

সাজাহান। (গদগদস্বরে) তুই বাইরে কি দেখে এলি!—সংসার কি ঠিক সেই রকমই চল্‌ছে! জননী সন্তানকে স্তন দিচ্ছে? স্ত্রী স্বামীর ঘর কর্চ্ছে? ভৃত্য প্রভুর সেবা কর্চ্ছে? গৃহস্থ ভিখারীকে ভিক্ষা দিচ্ছে?

দেখে এলি—যে বাড়ীগুলো সেই রকম খাড়া আছে! রাস্তায় লোক চল্‌ছে! মানুষে মানুষ খাচ্ছে না! দেখে এলি! দেখে এলি!

জাহানারা। নীচ সংসার সেই রকমই চল্‌ছে বাবা! বন্দী সাজাহানকে নিয়ে কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না।

সাজাহান। না?—সত্য কথা?—তা'রা বল্‌ছে না যে, 'এ ঘোরতর অত্যাচার?' বল্‌ছে না—'আমাদের প্রিয় দয়ালু প্রজাবৎসল সাজাহানকে কার সাধ্য বন্দী করে' রাখে?'—চেঁচাচ্ছে না যে—'আমরা বিদ্রোহ কর্ব্ব, ঔরংজীবকে কারারুদ্ধ কর্ব্ব, আগ্রার দুর্গপ্রাকার ভেঙ্গে আমাদের সাজাহানকে নিয়ে এসে আবার সিংহাসনে বসাবো?'—বল্‌ছে না? বল্‌ছে না?

জাহানারা। না বাবা! সংসার কাউকে নিয়ে ভাবে না। সবাই নিজের নিজের নিয়ে ব্যস্ত! তা'রা এত আত্মমগ্ন যে, কাল যদি এই সূর্য্য না উঠে, একটা প্রচণ্ড অগ্নিদাহ আকাশ পুড়িয়ে দিয়ে যায়, ত তারই রক্তবর্ণ আলোকে তা'রা পূর্ব্ববৎ নিজের নিজের কাজ করে' যাবে।

সাজাহান। যদি একবার দুর্গের বাইরে যেতে পার্ত্তাম—একবার সুযোগ পাই না জাহানারা! একবার আমাকে চুরি করে' দুর্গের বাইরে নিয়ে যেতে পারিস্?

জাহানারা। না বাবা! বাইরে সহস্র সতর্ক প্রহরী।

সাজাহান। তবু তা'রা একদিন আমাকে সম্রাট্ বলে' মান্‌তো। আমি তা'দের সঙ্গে কখনও শত্রুতা করি নি। হয় ত তাদের মধ্যে অনেককে অনাহার থেকে বাঁচিয়েছি, কারাগার থেকে মুক্ত করে' দিয়েছি, বিপদ থেকে রক্ষা করেছি। বিনিময়ে—

জাহানারা। না বাবা!—মানুষ খোসামুদে—কুকুরের মত খোসামুদে—

যে একখণ্ড মাংস দিতে পারে, তারই পায়ের তলায় সে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়ে।—এত নীচ! এত হেয়!

সাজাহান। তবু আমি যদি তা'দের কাছে গিয়ে একবার দাঁড়াই? এই শুভ্রশির মুক্ত করে', যষ্টির উপর এই রোগবিকম্পিত দেহখানির ভার রেখে যদি আমি তা'দের সম্মুখে দাঁড়াই? তা'দের দয়া হবে না? দয়া হবে না?

জাহানারা। বাবা সংসারে দয়া মায়া নাই। সব ভয়ে চলেছে। সাজাহানের সম্পৎকালে যারাই "জয় সম্রাট্ সাজাহানের জয়" বলে চীৎকারে আকাশ দীর্ণ করে' দিত, তা'রাই যদি আজ আপনার এই স্থবির অথর্ব্ব মূর্ত্তি দেখে, ত ঐ মুখে ঘৃণায় থুৎকার দেবে—আর যদি কৃপাভরে থুৎকার না দেয়, ত ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে' যাবে!

সাজাহান। এতদূর! এতদূর!—(গম্ভীর-স্বরে) যদি এই আজ সংসারের অবস্থা, তবে আজ এক মহাব্যাধি তা'র সর্ব্বস্ব ছেয়েছে; তবে আর কেন? ঈশ্বর আর তাকে রেখো না। এক্ষণেই তাকে গলা টিপে মেরে ফেলো। যদি তাই হয়, তবে এখনও আকাশ—তুমি নীলবর্ণ কেন! সূর্য্য! তুমি এখনো আকাশের উপরে কেন? নির্লজ্জ! নেমে এসো! একটা মহা সংঘাতে তুমি চূর্ণ হ'য়ে যাও। ভূমিকম্প! তুমি ভৈরব হুঙ্কারে জেগে উঠে এ পৃথিবীর বক্ষ ভেঙ্গে খান খান করে' ফেল। একটা প্রকাণ্ড দাবানল জ্বলে' উঠে সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে' দিয়ে চলে' যাও। আর একটা বিরাট ঘূর্ণী-ঝঞ্ঝা এসে সেই ভস্মরাশি ঈশ্বরের মুখে ছড়িয়ে দাও।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—রাজপুতানার মরুভূমির প্রান্তদেশ। কাল—দ্বিপ্রহর দিবা

বৃক্ষতলে দারা, নাদিরা ও সিপার—একপার্শ্বে নিদ্রিত জহরৎউন্নিসা

নাদিরা। আর পারি না প্রভু!—এইখানেই খানিক বিশ্রাম কর।

সিপার। হাঁ বাবা—উঃ কি পিপাসা!

দারা। বিশ্রাম নাদিরা! এ সংসারে আমাদের বিশ্রাম নাই! ঐ মরুভূমি দেখ্‌ছো—যা আমরা পার হ'য়ে এলাম? দেখ্‌ছো নাদিরা!

নাদিরা। দেখ্‌ছি—ওঃ—

দারা। আমাদের পেছনে যেমন মরুভূমি, আমাদের সম্মুখে সেইরূপ মরুভূমি! জল নাই, ছায়া নাই, শেষ নাই—ধূ ধূ কর্চ্ছে।

সিপার। বাবা! বড় পিপাসা—একটু জল!

দারা। জল আর নেই সিপার!

সিপার। বাবা! জল! জল না খেলে আমি বাঁচবো না!

দারা। (রুদ্রভাবে) হুঁ!

সিপার। উঃ! জল! জল!

নাদিরা। দেখ প্রভু, কোনখানে যদি একটু জল পাও. দেখ! বাছা মূর্চ্ছা যাবার উপক্রম হয়েছে। আমারও তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে—

দারা। কেবল তোমাদেরই বুঝি যাচ্ছে নাদিরা! আমার যাচ্ছে না? কেবল নিজের কথাই ভাব্‌ছো!

নাদিরা। আমার জন্য বল্‌ছি না নাথ!—এই বেচারী—আহা—

দারা। আমারও ভিতরে একটা দাহ! ভীষণ! আগুন ছুটছে। তার উপর বেচারীর শুষ্ক তালু দেখ্‌ছি—কথা সরছে না—দেখ্‌ছি—আর ভাবছো কি নাদিরা—সে আমার পরম সুখ হচ্ছে! কিন্তু কি কর্ব্ব—জল নাই। এক ক্রোশের মধ্যে জলের দেখা নাই, চিহ্ন নাই। উঃ! কি অবস্থায়ই আমাকে ফেলেছো দয়াময়! আর যে পারি না।

সিপার। আর পারি না বাবা!

নাদিরা। আহা বাছা—আমিও মরি—আর সহ্য হয় না—

দারা। মর—তাই মর—তোমরা মর—আমিও মরি—আজ এইখানে আমাদের সব শেষ হ'য়ে যাক্—তাই যাক্!

সিপার। মা—ওঃ আর কথা সরে না। কি যন্ত্রণা মা!

নাদিরা। উঃ কি যন্ত্রণা!

দারা। না, আর দেখ্‌তে পারি না। আমি আজ ঈশ্বরের উপর প্রতিশোধ নেবো! আর তাঁ'র এই পচা অন্তঃসারশূন্য সৃষ্টি কেটে ফেলে তাঁ'র প্রকাণ্ড জোচ্চোরি বের করে' দেখাবো। আমি মর্ব্ব; কিন্তু তার আগে নিজের হাতে তোদের শেষ কর্ব্ব! তোদের মেরে মর্ব্ব!

ছুরিকা বাহির করিলেন

সিপার। মাকে মেরো না—আমায় মারো!

নাদিরা। না না—আমায় আগে মারো—আমার চক্ষের সম্মুখে বাছার বুকে ছুরি দিতে পাবে না—আমায় আগে মারো।

সিপার। না, আমায় আগে মারো বাবা!

দারা। এ কি দয়াময়!—এ আবার—মাঝে মাঝে কি দেখাও! অন্ধকারের মাঝখানে মাঝে মাঝে এ কি আলোকের উচ্ছ্বাস! ঈশ্বর! দয়াময়! তোমার রচনা এমন সুন্দর অথচ এমন নিষ্ঠুর! এই মায়ের আর ছেলের পরস্পরকে রক্ষা কর্ব্বার জন্য এই কান্না—অথচ কেউ কাউকে

রক্ষা কর্ত্তে পার্চ্ছে না। এত প্রবল, কিন্তু এত দুর্ব্বল। এত উচ্চ, কিন্তু এত নীচে পড়ে'। এ যে আকাশের একখানা মাণিক মাটিতে ছটকে এসে পড়েছে। এ যে স্বর্গ আর নরক এক সঙ্গে! এ কি প্রহেলিকা দয়াময়!

সিপার। বাবা বাবা—উঃ! (পড়িয়া গেল)

নাদিরা। বাছা আমার! (তাহাকে গিয়া ক্রোড়ে লইলেন)

দারা। এই আবার সেই নরক! না—না—না—এ আলোক-ভ্রান্তি, এ শয়তানী! এ ছল! অন্ধকার কত গাঢ় তাই দেখাবার জন্য এ এক জলন্ত অঙ্গারখণ্ড। কিছু না। আমি তোমাদের বধ করে' মর্ব্ব! (জহরতের দিকে চাহিয়া) ও ঘুমোচ্ছে। ওটাকেও মার্ব্ব। তার পরে—তোমাদের মৃতদেহগুলি জড়িয়ে আমি মর্ব্ব।—এসো একে একে।

নাদিরাকে মারিবার জন্য ছুরিকা উত্তোলন

সিপার। মেরো না, মেরো না।

দারা। (সিপারকে এক হাতে ধরিয়া দূরে রাখিয়া নাদিরাকে ছুরি মারিতে উদ্যত) তবে।

নাদিরা। মর্ব্বার আগে আমাদের একবার প্রার্থনা কর্ত্তে দাও।

দারা। প্রার্থনা!—কার কাছে? ঈশ্বরের কাছে? ঈশ্বর নাই। সব ভণ্ডামি! ধাপ্পাবাজি! ঈশ্বর নাই। কৈ কৈ! কে বল্লে ঈশ্বর আছেন? আছেন? ভালো! কর প্রার্থনা।

নাদিরা। আয় বাছা, মর্ব্বার আগে প্রার্থনা করি।

উভয়ে জানু পাতিয়া বসিলেন। চক্ষু মুদিত করিয়া রহিলেন

নাদিরা। দয়াময়! বড় দুঃখে আজ তোমায় ডাকছি। প্রভু! দুঃখ দিয়েছো, দিয়েছো! তুমি যা দাও মাথা পেতে নেবো! তবু—তবু—মর্ব্বার সময় যদি পুত্রকন্যাকে আর স্বামীকে সুখী দেখে মর্ত্তে পার্ত্তাম।

দারা। (দেখিতে দেখিতে সহসা জানু পাতিয়া বসিলেন) ঈশ্বর রাজাধিরাজ! তুমি আছো! তুমি না থাকো ত এমন একটা বিশ্ব-জগৎকে চালাচ্ছে কে! কোথা থেকে সে নিয়ম এলো, যার বলে এমন পবিত্র জিনিস দু'টি জগতে প্রস্ফুটিত হয়েছে—মা আর ছেলে! ঈশ্বর তোমাকে অনেকবার স্মরণ করেছি; কিন্তু এমন দুঃখে, এমন দীন ভাবে, এমন কাতর হৃদয়ে, আর কখন ডাকি নি। দয়াময়! রক্ষা কর!

গোরক্ষক ও গোরক্ষক-রমণীর প্রবেশ

গোরক্ষক। কে তোমরা?

দারা। এ কার স্বর (চক্ষু খুলিয়া) কে তোমরা! একটু জল দাও, একটু জল দাও!—আমায় না দাও—এই নারী আর—এই বালককে দাও—

গোরক্ষক-রমণী। আহা বেচারীরা! আমি জল আন্‌ছি এখনি! একটু সবুর কর বাবা!

প্রস্থান

গোরক্ষক। আহা! বাছা ধুঁক্‌চে!

দারা। জহরৎ! জহরৎ মরে' গিয়েছে!

গোরক্ষক। না মরে নি। বাছা আমার!

দারা। জহরৎ!

জহরৎ। (ক্ষীণস্বরে) বাবা!

রমণীর প্রবেশ ও জলদান এবং সকলের জলপান

গোরক্ষক-রমণী। এসো বাবা, আমাদের বাড়ী এসো।

গোরক্ষক। এসো বাবা!

দারা। কে তোমরা? তোমরা কি স্বর্গের দেবতা! ঈশ্বর পাঠিয়েছেন?

গোরক্ষক। না বাবা, আমি একজন রাখাল!—এ আমার স্ত্রী!

দারা। তা'দের এত দয়া। মানুষের এত দয়া! এও কি সম্ভব!

গোরক্ষক। কেন বাবা! তোমরা কি কখন মানুষ দেখ নি? শয়তানই দেখে এসেছো?

দারা। তাই কি ঠিক? তা'রা কি সব শয়তান?

গোরক্ষক-রমণী। এ ত মানুষেরই কাজ বাবা। অনাথকে আশ্রয় দেওয়া, যে খেতে পায় নি তাকে খেতে দেওয়া, যে জল পায় নি তাকে জল দেওয়া—এ ত মানুষেরই কাজ বাবা। কেবল শয়তানই করে না। যদিও তারও যে তা মাঝে মাঝে কর্ত্তে ইচ্ছা হয় না, তা বিশ্বাস করি না, এসো বাবা—

নিষ্ক্রান্ত

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—মুঙ্গেরের দুর্গ-প্রাসাদমঞ্চ। কাল—জ্যোৎস্না রাত্রি

পিয়ারা বেড়াইয়া বেড়াইয়া গাহিতেছেন

গীত

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।
সখি রে, কি মোর করমে লেখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু।
ভানুর কিরণ দেখি।

সুজার প্রবেশ

সুজা। তুমি এখানে! এদিকে আমি খুঁজে খুঁজে সারা।

(পিয়ারার গীত চলিল) নিচল ছাড়িয়া উচলে উঠিতে
পড়িনু অগাধ জলে।

সুজা। তারপরে তোমার স্বর শুনে বুঝলাম যে তুমি এখানে।

(পিয়ারার গীত চলিল) লছমি চাহিতে দারিদ্র্য বেঢ়ল
মাণিক হারানু হেলে।

সুজা। শোন কথা—আঃ—

(পিয়ারার গীত চলিল) পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল।

সুজা। শুন্‌বে না? আমি চল্লাম!

(পিয়ারার গীত চলিল) জ্ঞানদাস কহে, কানুর পীরিতি,
মরণ অধিক শেল।

সুজা। আঃ জ্বালাতন কর্লে! কেউ যেন দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ না করে। স্বামীগুলোকে পেয়ে বসে। প্রথম পক্ষের হ'লে তোমাকে কি একটা কথা শোন্‌বার জন্য এত সাধতাম!

পিয়ারা। আঃ আমার এমন কীর্ত্তনটা মাটি করে' দিলে! সংসারে কেউ যেন না দোজবরে বিয়ে করে। নৈলে কেউ এমন কীর্ত্তনটা মাটি করে! আঃ জ্বালাতন কর্লে! দিবারাত্রি যুদ্ধের সংবাদ শুন্তে হবে! তার উপর না জানো ব্যাকরণ, না বোঝ গান। জ্বালাতন।

সুজা। গান বুঝিনে কি রকম!

পিয়ারা। এমন কীর্ত্তনটা! আহা হা হা!

সুজা। তুমি যে নিজে গেয়ে নিজেই মোহিত।

পিয়ারা। কি করি, তুমি ত বুঝবে না! তাই আমি নিজেই গায়িকা নিজেই শ্রোতা।

সুজা। ব্যাকরণ ভুল।

পিয়ারা। কি রকম?

সুজা। শ্রোতা হবে না—শ্রোত্রী।

পিয়ারা। (থতমত খাইয়া) তবেই ত মাটি করেছে।

সুজা। এখন কথা হচ্ছে এই যে সোলেমান মুঙ্গের দুর্গ ছেড়ে চলে' গিয়েছে কেন তা জানো?

পিয়ারা। তাই ত!

সুজা। তা'র বাপ দারা তা'কে ডেকে পাঠিয়েছেন। অথচ এ দিকে—

পিয়ারা। তা ও রকম হয়! অশুদ্ধ হয় নি!

সুজা। দারা দুইবারই যুদ্ধে ঔরংজীবের দ্বারা পরাজিত হয়েছেন।

পিয়ারা। ব্যাকরণ ভুল হয়নি।

সুজা। তুমি কথাটা শুনবে না?

পিয়ারা। আগে স্বীকার কর যে আমার ব্যাকরণ ভুল হয় নি।

সুজা। আলবৎ হয়েছে।

পিয়ারা। আলবৎ হয়নি।

সুজা। চল—কাকে জিজ্ঞাসা কর্ব্বে কর।

পিয়ারা। দেখ, আপোষে মেটাও বল্‌ছি, নৈলে আমি এই নিয়ে রসাতল কর্ব্ব। সারারাত এমনি চেঁচাব যে, দেখি তুমি কেমন ঘুমাও। আপোষে মেটাও!

সুজা। তা হলে আমার বক্তব্যটা শুন্‌বে?

পিয়ারা। শুনবো।

সুজা। তবে তোমার ব্যাকরণ ভুল হয়নি। বিশেষ যখন তুমি দ্বিতীয় পক্ষ। এখন শোন, বিশেষ কথা আছে। গুরুতর! তোমার কাছে পরামর্শ চাই।

পিয়ারা। চাও নাকি? তবে রোস, আমি প্রস্তুত হ'য়ে নেই। (চেহারা ও পোষাক ঠিক করিয়া লইয়া) এখানে একটা উঁচু আসনও নেই ছাই। যাক্‌—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শুন্‌বো। বল। আমি প্রস্তুত।

সুজা। আমার বিশ্বাস যে পিতা মৃত।

পিয়ারা। আমারও তাই বিশ্বাস।

সুজা। জয়সিংহ আমাকে সম্রাটের যে দস্তখৎ দেখিয়েছিলেন—সে দস্তখৎ দারার জাল।

পিয়ারা। নিশ্চয়ই—

সুজা। স্বীকার কর্‌ছ?

পিয়ারা। স্বীকার আমি কিছু কর্চ্ছি না। ব'লে যাও।

সুজা। দ্বিতীয় যুদ্ধেও ঔরংজীবের হাতে দারার পরাজয় হয়েছে, শুনেছ?

পিয়ারা। শুনেছি।

সুজা। কার কাছে শুন্‌লে?

পিয়ারা। তোমার কাছে।

সুজা। কখন?

পিয়ারা। এখনই!

সুজা। দারা আগ্রা ছেড়ে পালিয়েছে! আর ঔরংজীব বিজয় গর্ব্বে আগ্রায় প্রবেশ করে' পিতাকে বন্দী করেছে, আর মোরাদকেও কারারুদ্ধ করেছে।

পিয়ারা। বটে!

সুজা। ঔরংজীব এখন আমার সঙ্গে যুদ্ধে নাম্‌বে।

পিয়ারা। খুব সম্ভব।

সুজা। আর ঔরংজীবের সঙ্গে যদি আমার যুদ্ধ হয়—ত সে বেশ একটু শক্ত রকম যুদ্ধ হবে।

পিয়ারা। শক্ত বলে' শক্ত!

সুজা। আমার তার জন্যে এখন থেকেই প্রস্তুত হ'তে হয়।

পিয়ারা। তা হয় বৈকি!

সুজা। কিন্তু—

পিয়ারা। আমারও ঠিক ঐ মত—ঐ কিন্তু—

সুজা। তুমি যে কি বল্‌ছো তা আমি বুঝতে পার্চ্ছি নে।

পিয়ারা। সত্যি কথা বল্‌তে কি সেটা আমিও বড় একটা পার্চ্ছি নে।

সুজা। দূর্‌—তোমার কাছে পরামর্শ চাওয়াই বৃথা।

পিয়ারা। সম্পূর্ণ।

সুজা। যুদ্ধের বিষয় তুমি কি বুঝবে?

পিয়ারা। আমি কি বুঝবো?

সুজা। কিন্তু এদিকে আবার একটা মুস্কিল হয়েছে।

পিয়ারা। সে মুস্কিলটা কি রকম?

সুজা। মহম্মদ ত আমায় স্পষ্ট লিখেছে যে সে আমার কন্যাকে বিবাহ কর্ব্বে না।

পিয়ারা। তা কি করে' কর্ব্বে?

সুজা। কেন কর্ব্বে না? আমার কন্যার সঙ্গে তার বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক হয়েছে। এখন কথা ফিরিয়ে নিলে কি চলে?

পিয়ারা। ওমা তা কি চলে?

সুজা। কিন্তু সে এখন বিবাহ কর্ত্তে চায় না।

পিয়ারা। তা ত চাইবেই না।

সুজা। লিখেছে যে তা'র পিতৃশত্রুর কন্যাকে সে বিবাহ কর্ব্বে না।

পিয়ারা। তা কি করে' কর্ব্বে!

সুজা। কিন্তু তাতে আমার মেয়ে যে এদিকে বিষম দুঃখিত হবে।

পিয়ারা। তা হবে বৈ কি! তা আর হবে না!

সুজা। আমি যে কি করি—কিছুই বুঝতে পার্চ্ছি নে।

পিয়ারা। আমিও পার্চ্ছি নে!

সুজা। এখন কি করা যায়!

পিয়ারা। তাই ত!

সুজা। তোমার কাছে কোন বিষয়ে উপদেশ চাওয়া বৃথা।

পিয়ারা। বুঝেছো? কেমন করে' বুঝলে? হ্যাঁগা কেমন করে' বুঝলে? কি বুদ্ধি!

সুজা। এখন কি করি! ঔরংজীবের সঙ্গে যুদ্ধ। তা'র সঙ্গে তা'র বীর পুত্র মহম্মদ। মহা সমস্যার কথা। তাই ভাব্‌ছি। তুমি কি উপদেশ দাও?

পিয়ারা। প্রিয়তম! আমার উপদেশ শুনবে? শোন ত বলি।

সুজা। বল, শুনি।

পিয়ারা। তবে শোন, আমি উপদেশ দেই, যুদ্ধে কাজ নাই।

সুজা। কেন?

পিয়ারা। কি হবে সাম্রাজ্যে নাথ? আমাদের কিসের অভাব? চেয়ে দেখ এই শস্যশ্যামলা, পুষ্পভূষিতা, সহস্র-নির্ঝরঝঙ্কৃত অমরাবতী—এই বঙ্গভূমি। কিসের সাম্রাজ্য! আর আমার হৃদয়-সিংহাসনে তোমায় বসিয়ে রেখেছি, তার কাছে কিসের সেই ময়ূর-সিংহাসন? যখন আমরা এই প্রাসাদশিখরে দাঁড়িয়ে—করে কর, বক্ষে বক্ষ—বিহঙ্গমের ঝঙ্কার শুনি, ঐ গঙ্গার দিগন্ত প্রসারিত ধূসর বক্ষ দেখি, ঐ অনন্ত নীল-আকাশের উপর দিয়ে আমাদের মিলিত মুগ্ধ-দৃষ্টির নৌকা ভাসিয়ে দিয়ে চলে' যাই—সেই নীলিমার এক নিভৃত প্রান্তে কল্পনা দিয়ে একটি মোহময় শান্তিময় দ্বীপ সৃষ্টি করি, আর তার মধ্যে এক স্বপ্নময় কুঞ্জে বসে' পরস্পরের দিকে চেয়ে পরস্পরের প্রাণ পান করি—তখন মনে হয় না নাথ, যে কিসের ঐ সাম্রাজ্য? নাথ! এ যুদ্ধে কাজ নাই! হয় ত যা আমাদের নাই তা পাবো না; যা আছে তা হারাবো।

সুজা। তবেই ত তুমি ভাবিয়ে দিলে! একেই ভেবে ভেবে আমার মাথা গরম হয়েছে, তার উপর—না, দারার প্রভুত্ব বরং মান্‌তে পার্ত্তাম। ঔরংজীবের—আমার ছোট ভাইএর প্রভুত্ব—কখন স্বীকার কর্ব্ব না—না কখন না।

প্রস্থান

পিয়ারা। তোমায় উপদেশ দেওয়া বৃথা! বীর তুমি! সাম্রাজ্যের জন্য তুমি যদিও যুদ্ধ না কর্ত্তে, যুদ্ধ কর্ব্বার জন্য তুমি যুদ্ধ কর্ব্বে। তোমায় আমি বেশ চিনি—যুদ্ধের নামে তুমি নাচো।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—দিল্লীতে দরবার-কক্ষ। কাল—প্রাহ্ন

সিংহাসনারূঢ় ঔরংজীব। পার্শ্বে মীরজুমলা, শায়েস্তা খাঁ ইত্যাদি।
সৈন্যাধ্যক্ষগণ, অমাত্যবর্গ, জয়সিংহ ও দেহরক্ষী,
সম্মুখে যশোবন্ত সিংহ

যশোবন্ত। জাঁহাপনা! আমি এসেছিলাম—সুলতান সুজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জাঁহাপনাকে আমার সৈন্য সাহায্য দিতে; কিন্তু এখানে এসে আমার আর সে প্রবৃত্তি নাই। আমি আজ যোধপুরে যাচ্ছি।

ঔরংজীব। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ! আপনি নর্ম্মদাযুদ্ধে দারার পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন বলে' আমার অপ্রীতিভাজন নহেন। মহারাজের রাজ-ভক্তির নিদর্শন পেলে আমরা মহারাজকে আত্মীয় বলে' গণ্য কর্ব্ব।

যশোবন্ত। যশোবন্ত সিংহ জাঁহাপনার অপ্রীতিভাজন হোক্ কি প্রীতিভাজন হোক্, তাতে তা'র কিছুমাত্র যায় আসে না! আর আমি আজ এ সভায় জাঁহাপনার দয়ার ভিখারী হ'য়ে আসি নাই।

ঔরংজীব। তবে এখানে আসা মহারাজের উদ্দেশ্য?

যশোবন্ত। উদ্দেশ্য একবার আপনাকে জিজ্ঞাসা করা যে, কি অপরাধে আমাদের দয়ালু সম্রাট্ সাজাহান আজ বন্দী; আর কি স্বত্বে আপনি পিতা বর্ত্তমানে তাঁর সিংহাসনে বসেছেন।

ঔরংজীব। তার কৈফিয়ৎ কি আমায় এখন মহারাজকে দিতে হবে?

যশোবন্ত। দেওয়া না দেওয়া আপনার ইচ্ছে! আমি জিজ্ঞাসা কর্ত্তে এসেছি মাত্র।

ঔরংজীব। কি উদ্দেশ্যে?

যশোবন্ত। জাঁহাপনার উত্তরের উপর আমার ভবিষ্যৎ আচরণ নির্ভর কর্চ্ছে।

ঔরংজীব। কিরূপ? কৈফিয়ৎ যদি না দিই?

যশোবন্ত। তা হ'লে বুঝ্‌বো জাঁহাপনার দেওয়ার মত কৈফিয়ৎ কিছু নাই।

ঔরংজীব। আপনার যেরূপ ইচ্ছা বুঝুন; তাতে ঔরংজীবের কিছু যায় আসে না। ঔরংজীব তার কার্য্যাবলীর জন্য এক খোদার কাছে ভিন্ন আর কারো কাছে কৈফিয়ৎ দেয় না।

যশোবন্ত। উত্তম! তবে খোদার কাছেই কৈফিয়ৎ দিবেন।

গমনোদ্যত

ঔরংজীব। দাঁড়ান মহারাজ! আমার কৈফিয়ৎ না পেলে আপনি কি কর্ব্বেন?

যশোবন্ত। সাধ্যমত চেষ্টা কর্ব্ব—সম্রাট্ সাজাহানকে মুক্ত কর্ত্তে—এই মাত্র। পারি, না পারি, সে স্বতন্ত্র কথা; কিন্তু আমার কর্ত্তব্য আমি কর্ব্ব।

ঔরংজীব। বিদ্রোহ কর্ব্বেন?

যশোবন্ত। বিদ্রোহ! সম্রাটের পক্ষে যুদ্ধ করার নাম বিদ্রোহ নয়। বিদ্রোহ করেছেন আপনি। আমি সেই বিদ্রোহীর শাসন কর্ব্ব—যদি পারি।

ঔরংজীব। মহারাজ, এতক্ষণ ধরে' পরীক্ষা কর্চ্ছিলাম যে আপনার স্পর্দ্ধা কতদূর উঠে। পূর্ব্বে শুনেছিলাম, এখন দেখ্‌ছি—আপনি নির্ভীক। মহারাজ! ভারতসম্রাট্ ঔরংজীব যোধপুরাধিপতি যশোবন্ত সিংহের শত্রুতাকে ভয় করে না। সমরক্ষেত্রে আর একবার ঔরংজীবের পরিচয় চান, পাবেন।—বুঝেছি, নর্ম্মদাযুদ্ধে ঔরংজীবের সঙ্গে মহারাজের সম্যক্ পরিচয় হয় নাই।

যশোবন্ত। নর্ম্মদার যুদ্ধ জাঁহাপনা! আপনি সেই জয়ের গৌরব করেন? যশোবন্ত সিংহ অনুকম্পাভরে আপনার পথশ্রান্ত হীনবল সৈন্য

আক্রমণ করে নাই। নইলে আমার সৈন্যের শুদ্ধ মিলিত নিশ্বাসে ঔরংজীব সসৈন্যে উড়ে যেতেন। এতখানি অনুকম্পার বিনিময়ে যশোবন্ত সিংহ ঔরংজীবের শাঠ্যের জন্য প্রস্তুত ছিল না। এই তার অপরাধ। সেই জয়ের গৌরব কর্চ্ছেন জাঁহাপনা!

ঔরংজীব। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ! সাবধান! ঔরংজীবেরও ধৈর্য্যের সীমা আছে। সাবধান!

যশোবন্ত। সম্রাট্! চোখ রাঙাচ্ছেন কাকে? চোখ রাঙিয়ে জয়সিংহের মত ব্যক্তিকে শাসন করে' রাখ্‌তে পারেন! যশোবন্ত সিংহের প্রকৃতি অন্য ধাতু দিয়ে গড়া জান্‌বেন! যশোবন্ত সিংহ জাঁহাপনার রক্তবর্ণ চক্ষু আর অগ্নিময় গোলাকে সমানই তুচ্ছ জ্ঞান করে।

মীরজুমলা। মহারাজ! এ কি স্পর্দ্ধা!

যশোবন্ত। স্তব্ধ হও মীরজুমলা! যখন রাজায় রাজায় যুদ্ধ, তখন বন্য-শৃগাল তাদের মধ্যে এসে দাঁড়ায় কি হিসাবে? আমরা এখনও কেউ মরি নি। তোমাদের সময় যুদ্ধের পরে—তুমি আর এই শায়েস্তা খাঁ—

শায়েস্তা খাঁ ও মীরজুমলা তরবারি বাহির করিলেন ও কহিলেন—

সাবধান কাফের!

শায়েস্তা। আজ্ঞা দিউন জাঁহাপনা!

ঔরংজীব ইঙ্গিতে নিষেধ করিলেন

যশোবন্ত। বেশ জুড়ি মিলেছে—মীরজুমলা আর এই শায়েস্তা খাঁ—উজীর আর সেনাপতি। দুই নেমকহারাম্। যেমন প্রভু তেমনি ভৃত্য।

শায়েস্তা। আস্পর্দ্ধা এই কাফেরের জাঁহাপনা—যে ভারতসম্রাটের সম্মুখে—

যশোবন্ত। কে ভারতের সম্রাট্?

শায়েস্তা। ভারতের সম্রাট্—বাদশাহ্ গাজী আলমগীর!

অবগুণ্ঠিতা জাহানারার প্রবেশ

জাহানারা। মিথ্যা কথা। ভারতের সম্রাট্ ঔরংজীব নয়। ভারতের সম্রাট্ শাহানশাহ্ সাজাহান।

মীরজুমলা। কে এ নারী!

জাহানারা। কে এ নারী? এ নারী সম্রাট্ সাজাহানের কন্যা জাহানারা। (মুখ উন্মুক্ত করিলেন)—কি ঔরংজীব! তোমার মুখ সহসা ছাইয়ের মত শাদা হয়ে গেল যে।

ঔরংজীব। তুমি এখানে ভগ্নী!

জাহানারা। আমি এখানে কেন—একথা ঔরংজীব, আজ ঐ সিংহাসনে ধীরভাবে বসে' মানুষের স্বরে জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পাচ্ছ? আমি এখানে এসেছি ঔরংজীব, তোমাকে মহারাজদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত কর্ত্তে।

ঔরংজীব। কার কাছে?

জাহানারা। ঈশ্বরের কাছে। ঈশ্বর নাই ভেবেছো ঔরংজীব? শয়তানের চাকরি করে' ভেবেছো যে ঈশ্বর নাই? ঈশ্বর আছেন।

ঔরংজীব। আমি এখানে বসে' সেই খোদারই ফকিরি কর্চ্ছি—

জাহানারা। স্তব্ধ হও ভণ্ড! খোদার পবিত্র নাম তোমার জিহ্বায় উচ্চারণ কোরো না। জিহ্বা পুড়ে যাবে। বজ্র ও ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্প ও জলোচ্ছ্বাস, অগ্নিদাহ ও মড়ক—তোমরা ত লক্ষ লক্ষ নিরীহ নরনারীর ঘর উড়িয়ে পুড়িয়ে ভাসিয়ে ভেঙ্গে চুরে চলে' যাও। শুধু এদেরই কিছু কর্ত্তে পার না!

ঔরংজীব। মহম্মদ! এ উন্মাদিনী নারীকে এখান থেকে নিয়ে যাও! এ—রাজসভা, উন্মাদাগার নয়—মহম্মদ।

জাহানারা! দেখি, এইসভাস্থলে কার সাধ্য যে সম্রাট্ সাজাহানের কন্যাকে স্পর্শ করে। সে ঔরংজীবের পুত্রই হোক, আর স্বয়ং শয়তানই হোক্।

ঔরংজীব। মহম্মদ! নিয়ে যাও।

মহম্মদ। মার্জ্জনা কর্ব্বেন পিতা। সে স্পর্দ্ধা আমার নেই।

যশোবন্ত। বাদশাহজাদীর প্রতি রূঢ় আচরণ আমরা সহ্য কর্ব্বো না!

অন্য সকলে। কখনই না।

ঔরংজীব। সত্য বটে! আমি ক্রোধে কি জ্ঞান হারিয়েছি! নিজের ভগ্নীর—সম্রাট্ সাজাহানের কন্যার প্রতি এই রূঢ় ব্যবহার কর্ব্বার আজ্ঞা দিচ্ছি! ভগ্নি. অন্তঃপুরে যাও! এ প্রকাশ্য দরবারে, শত কুৎসিত দৃষ্টির সম্মুখে এসে দাঁড়ানো সম্রাট সাজাহানের কন্যার শোভা পায় না। তোমার স্থান অন্তঃপুর।

জাহানারা। তা জানি ঔরংজীব; কিন্তু যখন একটা প্রকাণ্ড ভূমিকম্পে হর্ম্ম্যরাজি ভেঙে পড়ে, তখন অসূর্য্যম্পশ্যরূপা মহিলা যে—সেও নিঃসঙ্কোচে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। আজ ভারতবর্যের সেই অবস্থা। আজ একটা বিরাট অত্যাচারে একটা সাম্রাজ্য ভেঙে পড়েছে। এখন আর সে নিয়ম খাটে না। আজ সেঅন্যায়-নীতির মহাবিপ্লব, যে দুর্ব্বিষহ অত্যাচার—ভারতবর্ষের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়ে' যাচ্ছে, তা এর পূর্ব্বে বুঝি কুত্রাপি হয় নাই। এত বড় পাপ, এত বড় শাঠ্য, আজ ধর্ম্মের নামে চলে' যাচ্ছে। আর মেষশাবকগণ শুদ্ধ অনিমেষ নেত্রে তার পানে চেয়ে আছে! ভারতবর্ষের মানুষগুলো কি আজ শুদ্ধ চাবুকে চলেচে? দুর্নীতির প্লাবনে কি ন্যায়, বিবেক, মনুষ্যত্ব—মানুষের যা কিছু উচ্চ প্রবৃত্তি সব ভেসে গিয়েছে? এখন নীচ স্বার্থসিদ্ধিই কি মানুষের ধর্ম্ম-নীতি? সৈন্যাধ্যক্ষগণ! অমাত্যগণ! সভাসদগণ! তোমাদের সম্রাট সাজাহান জীবিত থাকতে তোমরা কি স্পর্দ্ধায় তাঁর সিংহাসনে তাঁর পুত্র ঔরংজীবকে বসিয়েছো আমি জান্তে চাই।

ঔরংজীব। আমার ভগ্নী যদি এখান থেকে যেতে অস্বীকৃত হন,

সভাসদগণ, আপনারা বাইরে যান! সম্রাটের কন্যার মর্য্যাদা রক্ষা করুন।

সকলে বাহিরে যাইতে উদ্যত

জাহানারা। দাঁড়াও। আমার আজ্ঞা—দাঁড়াও। আমি এখানে তোমাদের কাছে নিষ্ফল ক্রন্দন কর্ত্তে আসি নি। আমি নিজের কোন দুঃখও তোমাদের কাছে নিবেদন কর্ত্তে অসি নি! আমি নারীর লজ্জা, সঙ্কোচ, সম্ভ্রম ত্যাগ করে' এসেছি—আমার বৃদ্ধ পিতার জন্য। শোন।

সকলে। আজ্ঞা করুন।

জাহানারা। আমি একবার মুখোমুখি তোমাদের জিজ্ঞাসা কর্ত্তে এসেছি, যে তোমরা তোমাদের সেই বীর, দয়ালু, প্রজাবৎসল সম্রাট্ সাজাহানকে চাও? না, এই ভণ্ড পিতৃদ্রোহী, পরস্বাপহারী ঔরংজীবকে চাও? জেনো, এখনও ধর্ম্ম লুপ্ত হয় নি। এখনও চন্দ্র সূর্য্য উঠছে। এখনও পিতা পুত্রের সম্বন্ধ আছে। আজ কি একদিনে একজনের পাপে তা উল্টে যাবে? তা হয় না। ক্ষমতা কি এত দৃপ্ত হয়েছে, যে তার বিজয়-দুন্দুভি তপোবনের পবিত্র শান্তি লুটে নেবে? অধর্ম্মের আস্পর্দ্ধা এত বেশী হয়েছে যে, সে নির্ব্বিরোধে স্নেহ দয়া ভক্তির বক্ষের উপর দিয়ে তার রক্তাক্ত শকট চালিয়ে যাবে?—বলো! তোমরা ঔরংজীবের ভয় কর্চ্ছ? কে ঔরংজীব? তার দুই ভুজে কত শক্তি? তোমরাই তার বল। তোমরা ইচ্ছে কর্লে তাকে ওখানে রাখতে পারো; ইচ্ছা কর্লে তাকে ওখান থেকে টেনে এনে পঙ্কে নিক্ষেপ কর্ত্তে পারো। তোমরা যদি সম্রাট্ সাজাহানকে এখনও ভালো বাসো, সিংহ স্থবির বলে' তাকে পদাঘাত কর্ত্তে না চাও, তোমরা যদি মানুষ হও ত বলো সমস্বরে,"জয় সম্রাট্ সাজাহানের জয়!" দেখবে ঔরংজীবের হাত থেকে রাজদণ্ড খসে পড়ে যাবে!

সকলে। জয় সম্রাট সাজাহানের জয়—

জাহানারা। উত্তম, তবে—

ঔরংজীব। (সিংহাসন হইতে নামিয়া) উত্তম! তবে এই মুহূর্ত্তে আমি সিংহাসন ত্যাগ কর্লাম! সভাসদ্‌গণ! পিতা সাজাহান রুগ্ন, শাসনে অক্ষম। তিনি যদি শাসনক্ষম হতেন, তা হ'লে আমার দাক্ষিণাত্য ছেড়ে এখানে আসার প্রয়োজন ছিল না। আমি রাজ্যের রশ্মি সাজাহানের হাত থেকে নিই নাই—দারার হাত থেকে নিয়েছি। পিতা পূর্ব্ববৎই সুখে স্বচ্ছন্দে আগ্রার প্রাসাদে আছেন। আপনাদের যদি এই ইচ্ছা হয়, যে দারা সম্রাট্ হোন্, বলুন আমি তাঁকে ডেকে পাঠাচ্ছি। দারা কেন? যদি মহারাজ যশোবন্ত সিংহ এই সিংহাসনে বস্‌তে চান, যদি তিনি বা মহারাজ জয়সিংহ বা আর কেউ শাসনের মহাদায়িত্ব নিতে প্রস্তুত থাকেন—আমার আপত্তি নাই। একদিকে দারা, অন্যদিকে সুজা, আর একদিকে মোরাদ, এই শত্রু ঘাড়ে করে' সিংহাসনে বস্‌তে চান, বসুন। আমার বিশ্বাস ছিল যে, আপনাদের সম্মতিক্রমে ও অনুরোধে আমি এখানে বসেছি। মনে কর্ব্বেন না যে, এ সিংহাসন আমার পুরস্কার। এ আমার শাস্তি! আমি আজ সিংহাসনের উপর বসে' নাই, বারুদের স্তূপের উপর বসে আছি। তার উপর এর জন্য আমি মক্কায় যাবার সুখ থেকে বঞ্চিত আছি। আপনাদের যদি ইচ্ছা হয়, যে দারা সিংহাসনে বসুন, হিন্দুস্থান আবার অরাজক ধর্ম্মহীন হোক্, আমি আজই মক্কায় যাচ্ছি। সে ত আমার পরম সুখ! বলুন—

সকলে নিস্তব্ধ রহিল

ঔরংজীব। এই আমি আমার রাজমুকুট সিংহাসনের পদতলে রাখ্‌লাম। আমি এ সিংহাসনে বসেছি আজ—সম্রাটের নামে—কিন্তু তাও বেশী দিনের জন্য নয়! সাম্রাজ্যে শান্তি স্থাপন করে' দারার বিশৃঙ্খল রাজত্বে শৃঙ্খলা এনে, পরে আপনারা যার হাতে বলেন, তার হাতে রাজ্য

ছেড়ে দিয়ে, আমি সেই মক্কায়ই যেতে চাই। আমি এখানে বসেও সেই দিকেই চেয়ে আছি—আমার জাগ্রতে চিন্তা, নিদ্রায় স্বপ্ন, জীবনের ধ্যান—সেই মহাতীর্থের দিকেই চেয়ে আছি! আপনাদের যদি এই ইচ্ছা হয়, আমি আজই রাজ্যের রশ্মি ছেড়ে দিয়ে মক্কায় চলে' যাই। সে ত আমার পরম সৌভাগ্য। আমার জন্য ভাববেন না। আপনারা নিজেদের দিকে চেয়ে বলুন যে পীড়ন চান, না শাসন চান? বলুন। আমি আপনাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শাসনদণ্ড গ্রহণ কর্ত্তে পার্ব্ব না, আর আপনাদের ইচ্ছাক্রমেও এখানে দাঁড়িয়ে দারার উচ্ছৃঙ্খল অত্যাচার দেখতে পার্ব্ব না। বলুন, আপনাদের কি ইচ্ছা!—চল মহম্মদ! মক্কায় যাবার জন্য প্রস্তুত হও—বলুন, আপনাদের কি অভিপ্রায়?

সকলে। জয় সম্রাট্ ঔরংজীবের জয়—

ঔরংজীব। উত্তম! আপনাদের অভিমত জান্‌লাম। এখন আপনারা বাইরে যান। আমার ভগ্নীর—সাজাহানের কন্যার অমর্য্যাদা কর্ব্বেন না।

ঔরংজীব ও জাহানারা ভিন্ন সকলের প্রস্থান

জাহানারা। ঔরংজীব!

ঔরংজীব। ভগ্নী!

জাহানারা। চমৎকার! আমি প্রশংসা না করে' থাকতে পার্চ্ছি না। এতক্ষণ আমি বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে' ছিলাম; তোমার ভেল্কি দেখ্‌ছিলাম। যখন চমক ভাঙ্‌লো তখন সব হারিয়ে বসে' আছি! চমৎকার!

ঔরংজীব। আমি প্রতিজ্ঞা কর্চ্ছি, আল্লার নামে শপথ কর্চ্ছি, যে আমি যতদিন সম্রাট্ আছি, তোমার আর পিতার কোন অভাব হবে না।

জাহানারা। আবার বলি—চমৎকার!

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—খিজুয়ায় ঔরংজীবের শিবির। কাল—রাত্রি

ঔরংজীব একখণ্ড পত্রিকা হস্তে লইয়া দেখিতেছিলেন

ঔরংজীব। কিস্তি। না গজ দিয়ে ঢেকে দেবে। আচ্ছা—না। ওঠসাই কিস্তিতে আমার দাবা যাবে! কিন্তু—দেখি—উঁহুঃ! আচ্ছা এই গজের কিস্তি—চেপে দেবে। তার পর—এই কিস্তি। এই পদ। তার পর এই কিস্তি! কোথায় যাবে! মাৎ। (সোৎসাহে) মাৎ (পরিক্রমণ)

মীরজুমলার প্রবেশ

ঔরংজীব। আমরা এ যুদ্ধে জিতেছি উজীর সাহেব!

মীরজুমলা। সে কি জাঁহাপনা!

ঔরংজীব। প্রথম, কামান চালাবেন আপনি। তার পরে, আমি হাতী নিয়ে সেই চকিত সৈন্যের উপর পড়বো। তার পরে মহম্মদের অশ্বারোহী। এই তিন কিস্তিতে মাৎ।

মীরজুমলা। আর যশোবন্ত সিংহ?

ঔরংজীব। তার উপর এবার তত নির্ভর করি না। তাকে চোখে চোখে রাখ্‌তে হবে—আমাদের আর সুজার সৈন্যের মধ্যে; অনিষ্ট না কর্ত্তে পারে! তার পশ্চাতে থাক্‌বে তোমার কামান! আমি আর মহম্মদ তার দুই পাশে থাক্‌বো। বিপক্ষের আক্রমণ হবে প্রধানতঃ যশোবন্তের রাজপুত সৈন্যের উপর। তা'রা যুদ্ধ করে ভালো; নৈলে

পিছনে তোমার কামান রৈল। তা যায়—দাবা যাক্। আমরা জয়লাভ কর্ব্ব। তবে কাল প্রত্যূষে প্রস্তুত থাক্‌বেন—এখন যেতে পারেন।

মীরজুমলা। যে আজ্ঞে।

প্রস্থান

ঔরংজীব। যশোবন্ত সিংহ! এটা শুদ্ধ পরীক্ষা।

মহম্মদের প্রবেশ

ঔরংজীব। মহম্মদ! তোমার স্থান হচ্ছে সম্মুখে, যশোবন্ত সিংহের দক্ষিণে। তুমি সব শেষে আক্রমণ কর্ব্বে। শুদ্ধ প্রস্তুত থাক্‌বে। এই দেখ নক্সা। (মহম্মদ দেখিলেন)

ঔরংজীব। বুঝ্‌লে?

মহম্মদ। হাঁ পিতা।

ঔরংজীব! আচ্ছা যাও। কাল প্রত্যূষে। মহম্মদের প্রস্থান

ঔরংজীব। সুজার লক্ষ সৈন্য অশিক্ষিত! বেশী কষ্ট পেতে হবে না বোধ হয়। একবার ছত্রভঙ্গ কর্ত্তে পার্লে হয়।—এই যে মহারাজ!

দিলদারের সহিত যশোবন্ত সিংহ প্রবেশ করিয়া কুর্নিশ করিলেন

ঔরংজীব। মহারাজ! আপনাকে একবার ডেকে পাঠিয়েছিলাম। আমি অনেক ভেবে সমস্ত সৈন্যের পুরোভাগে আপনাকে দিলাম।

যশোবন্ত। আমাকে?

ঔরংজীব। তাতে আপত্তি আছে?

যশোবন্ত। না, আপত্তি নাই।

ঔরংজীব। আপনি যে ইতস্ততঃ কর্চ্ছেন!

যশোবন্ত। কুমার মহম্মদ সৈন্যের পুরোভাগে থাক্‌বে কথা ছিল।

ঔরংজীব। আমি মত বদ্‌লেছি। তিনি থাক্‌বেন আপনার দক্ষিণ পাশে!

যশোবন্ত। আর মীরজুমলা?

ঔরংজীব। আপনার পশ্চাতে। আমি আপনার বাম পাশে থাক্‌বো।

যশোবন্ত। ও! বুঝেচি! জাঁহাপনা আমায় সন্দেহ করেন।

ঔরংজীব। মহারাজ চতুর। মহারাজের সঙ্গে চাতুরী নিষ্ফল। মহারাজকে সঙ্গে এনেছি, তার কারণ এ নয়, যে মহারাজকে আমরা পরমাত্মীয় জ্ঞান করি। সঙ্গে এনেছি এই কারণে যে আমার অনুপস্থিতিতে মহারাজ আগ্রায় বিভ্রাট না বাধান—সেটা বেশ জানেন বোধ হয়।

যশোবন্ত। না অতদূর ভাবি নি। জাঁহাপনা! আমি চতুর বলে আমার একটা অহঙ্কার ছিল; কিন্তু দেখলাম যে সে বিষয়ে জাঁহাপনার কাছে আমি শিশু।

ঔরংজীব। এখন মহারাজের অভিপ্রায় কি?

যশোবন্ত। জাঁহাপনা! রাজপুত জাতি বিশ্বাসঘাতকের জাতি নয়। কিন্তু আপনারা—অন্ততঃ আপনি তাদের বিশ্বাসঘাতক করে' তুল্‌ছেন; কিন্তু সাবধান জাঁহাপনা। এই রাজপুত জাতিকে ক্ষিপ্ত কর্ব্বেন না! বন্ধুত্বে রাজপুতের মত মিত্র কেউ নেই। আবার শত্রুতায় রাজপুতের ভয়ঙ্কর শত্রু কেউ নেই। সাবধান!

ঔরংজীব। মহারাজ! ঔরংজীবের সম্মুখে ভ্রূকুটি করে' কোন লাভ নাই! যান। আমার এই আজ্ঞা। পালন কর্ব্বেন। নৈলে জানেন ঔরংজীবকে!

যশোবন্ত। জানি। আর আপনিও জানেন যশোবন্ত সিংহকে! আমি কারো ভৃত্য নই। আমি ও আজ্ঞা পালন কর্ব্ব না।

ঔরংজীব। মহারাজ! নিশ্চিত জানবেন ঔরংজীব কখন কাউকে ক্ষমা করে না! বুঝে কাজ কর্ব্বেন।

যশোবন্ত। আর আপনিও নিশ্চিত জানবেন যে, যশোবন্ত সিংহ কাউকে ভয় করে না। বুঝে কাজ কর্ব্বেন।

ঔরংজীব। এও কি সম্ভব!

যশোবন্ত। ঔরংজীব!

ঔরংজীব। যদি তোমায় এই মুহূর্ত্তে আমি বন্দী করি, তোমায় কে রক্ষা করে?

যশোবন্ত। এই তরবারি। জেনো ঔরংজীব, এই দুর্দ্দিনেও মহারাজ যশোবন্ত সিংহের এক ইঙ্গিতে ত্রিশ সহস্র রাজপুত-তরবারি এক সঙ্গে সূর্য্যকিরণে ঝল্‌সে উঠে! আর এ দুর্দ্দিনেও রাজপুত—রাজপুত!

প্রস্থান

ঔরংজীব। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছি। একটু বেশী গিয়েছি। এই রাজপুত জাতটাকে আমি সম্যক্ চিনলাম না। এত তার দর্প! এত অভিমান! —চিনলাম না।

দিলদার। চিনবেন কেমন করে জাঁহাপনা! আপনার শাঠ্যের রাজ্যেই বাস। আপনি দেখে আস্‌ছেন শুধু জোচ্চোরি, খোসামুদি, নেমকহারামি। তাদের বশ কর্ত্তে আপনি পটু; কিন্তু এ আলাদা রকমের রাজ্য। এ রাজ্যের প্রজাদের কাছে প্রাণের চেয়ে মান বড়।

ঔরংজীব। হুঁ—দেখি এখনও যদি প্রতিকার কর্ত্তে পারি; কিন্তু বোধ হচ্ছে—রোগ এখন হাকিমির বাইরে!

প্রস্থান

দিলদার। দিলদার! তুমি সেঁধিয়েছিলে ছুঁচ হ'য়ে—এখন ফাল হ'য়ে না বেরোও! আমার সেই ভয়। প্রথমে পাঠক! তার পরে বিদূষক! তার পর রাজনৈতিক! তার পরে বোধ হয় দার্শনিক! তার পরে?

কথা কহিতে কহিতে ঔরংজীব ও মীরজুমলার পুনঃ প্রবেশ

ঔরংজীব। কেবল দেখবেন অনিষ্ট না কর্ত্তে পারে!

মীরজুমলা। যে আজ্ঞা।

ঔরংজীব। তার চক্ষে একটা বড় বেশী রক্তবর্ণ দীপ্তি দেখেছি! আর একেবারে প্রাণের ভয় নেই। সমস্ত রাজপুত জাতটাই তাই।

মীরজুমলা। আমি দেখেছি জাঁহাপনা, যে একটা কামানের চেয়েও একটা রাজপুত ভয়ঙ্কর।

ঔরংজীব। দেখবেন খুব সাবধান!

মীরজুমলা। যে আজ্ঞা।

ঔরংজীব। একবার মহম্মদকে পাঠান—না, আমিই তার শিবিরে যাচ্চি।

প্রস্থান

মীরজুমলা। এই যুদ্ধে ঔরংজীব যেরূপ বিচলিত হয়েছেন, এর পূর্ব্বে আমি তাঁকে এরকম বিচলিত হ'তে কখন দেখি নি!—ভা'য়ে ভা'য়ে যুদ্ধ—তাই বোধহয়!—ওঃ! ভা'য়ে ভা'য়ে বিবাদ কি অস্বাভাবিক! কি ভয়ঙ্কর!

দিলদার। আর কি উত্তেজক! এ নেশা সব নেশার চরম। উজীর-সাহেব! আমি এইটে কোন রকমেই বুঝতে পারি না যে শত্রুতা বাড়াবার জন্য মানুষ কেন এতগুলো ধর্ম্মের সৃষ্টি করেছিল—যখন ঘরে এত বড় শত্রু। কারণ ভাইয়ের মত শত্রু আর কেউ নয়।

মীরজুমলা। কেন?

দিলদার। এই দেখুন উজীরসাহেব, হিন্দু আর মুসলমান, এদের কি মেলে? প্রথমতঃ ভগবানের দান যে এ চেহারাখানা, টেনে-বুনে যতখানি আলাদা করা যায় তা তা'রা করেছে। এরা রাখে দাড়ি

সম্মুখে—ওরা রাখে টিকি পিছনে (তাও সম্মুখে রাখবে না)। এরা পশ্চিমে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াজ পড়ে, ওরা পূর্ব্বদিকে মুখ ফিরিয়ে প্রার্থনা করে। এরা কাছা দেয় না, ওরা দেয়। এরা লেখে ডান দিক থেকে বাঁয়ে, ওরা লেখে বাঁয়ে থেকে ডাইনে—লেখে না!

মীরজুমলা। হাঁ, তাই কি?

দিলদার। তবু হিন্দুরা মুসলমানের অধীনে এক রকম সুখে আছে বল্‌তে হবে; কিন্তু ভাই ভাইয়ের প্রভুত্ব স্বীকার কর্ব্বে না।

মীরজুমলা হাসিলেন

দিলদার। (যাইতে যাইতে) কেমন ঠিক কি না?

মীরজুমলা। (যাইতে যাইতে) হাঁ ঠিক।

নিষ্ক্রান্ত

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—খিজুয়ায় সুজার শিবির। কাল—সন্ধ্যা

সুজা একখানি মানচিত্র দেখিতেছিলেন। পুষ্পমালা হস্তে পিয়ারা গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিলেন

পিয়ারার গীত

আমি সারা সকালটি বসে' বসে' এই সাধের মালাটি গেঁথেছি।
আমি, পরাব বলিয়ে তোমারি গলায় মালাটি আমার গেঁথেছি।
আমি, সারা সকালটি করি নাই কিছু, করি নাই কিছু বঁধু আর;
শুধু বকুলের তলে বসিয়ে বিরলে মালাটি আমার গেঁথেছি।
তখন গাহিতেছিল সে তরুশাখা 'পরে সুললিত স্বরে পাপিয়া;
তখন দুলিতেছিল সে তরুশাখা ধীরে, প্রভাত-সমীরে কাঁপিয়া।
তখন প্রভাতের হাসি, পড়েছিল আসি কুসুমকুঞ্জভবনে;
আমি তারি মাঝখানে, বসিয়া বিজনে মালাটি আমার গেঁথেছি।
বঁধু মালাটি আমার গাঁথা নহে শুধু বকুল কুসুম কুড়ায়ে;
আছে প্রভাতের প্রীতি সমীরণ গীতি কুসুমে কুসুমে জড়ায়ে;
আছে, সবার উপরে মাখা তায় বঁধু তব মধুময় হাসি গো;
ধর, গলে ফুলহার, মালাটি তোমার, তোমারই কারণে গেঁথেছি।

পিয়ারা মালাটি সুজার গলায় দিলেন

সুজা। (হাসিয়া) এ কি আমার বরমাল্য পিয়ারা? আমি ত যুদ্ধে এখনও জয়লাভ করি নি!

পিয়ারা। কি যায় আসে! আমার কাছে তুমি চিরজয়ী। তোমার প্রেমের কারাগারে আমি বন্দিনী। তুমি আমার প্রভু, আমি তোমার ক্রীতদাস—কি আজ্ঞা হয়? (জানু পাতিলেন)

সুজা। এ একটা বেশ নূতন রকমের ঢং করেছো ত পিয়ারা! আচ্ছা, যাও বন্দিনী, আমি তোমায় মুক্ত করে' দিলাম।

পিয়ারা। আমি মুক্তি চাই না। আমার এ মধুর দাসত্ব।

সুজা। শোনো! আমি একটা ভাবনায় পড়েছি!

পিয়ারা। সে ভাবনাটা হচ্ছে কি?—দেখি আমি যদি কোন উপায় কর্ত্তে পারি।

সুজা। (মানচিত্র দেখাইয়া) দেখ পিয়ারা—এইখানে মীরজুমলার কামান, এইখানে মহম্মদের পাঁচ হাজার অশ্বারোহী, আর এইখানে ঔরংজীব।

পিয়ারা। কৈ আমি ত শুধু একখানা কাগজ দেখছি। আর ত কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

সুজা। এখন এইরকম ভাবে আছে; কিন্তু কাল যুদ্ধের সময় কে কোথায় থাকবে বলা যাচ্ছে না!

পিয়ারা। কিছু বলা যাচ্ছে না।

সুজা। ঔরংজীবের দস্তুর এই যে যখন তার পক্ষে কামানের গোলা বর্ষণ হয়, তার ঠিক পরেই সে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে আক্রমণ করে।

পিয়ারা। বটে। তা হ'লে ত বড় সহজ কথা নয়।

সুজা। তুমি কিছু বোঝ না।

পিয়ারা। ধরে ফেলেছো!—কেমন করে' জানলে? হাঁ গা—বল না কেমন করে' জানলে? আশ্চর্য্য! একেবারে ঠিক ধরেছো!

সুজা। আমার সৈন্য অশিক্ষিত। আমি যশোবন্ত সিংহকে ভজাতে পারি—একবার লিখে দেখবো। কিন্তু—আচ্ছা, তুমি কি উপদেশ দেও?

পিয়ারা। আমি তোমাকে উপদেশ দেওয়া ছেড়ে দিয়েছি।

সুজা। কেন?

পিয়ারা। কেন! তোমায় উপদেশ দিলে ত তুমি তা কখন শোনো না। আমি তোমায় বেশ জানি। তুমি বিষম একগুঁয়ে। আমাকে আমার মত জিজ্ঞাসা কর বটে, কিন্তু তোমার বিপরীত মত দিলেই চটে যাও।

সুজা। তা—হাঁ—তা—যাই বটে।

পিয়ারা। তাই সেই থেকে, স্বামী যা বলেন তাতেই আমি পতিব্রতা হিন্দু স্ত্রীর মত হুঁ হাঁ দিয়ে সেরে দিই।

সুজা। তাই ত। দোষ আমারই বটে। পরামর্শ চাই বটে, কিন্তু অনুকূল পরামর্শ না দিলেই চটে যাই।—ঠিক বলেছো! কিন্তু শোধরাবারও উপায় নাই।

পিয়ারা। না। তোমার উদ্ধারের উপায় থাকলে আমি তোমায় উদ্ধার কর্ত্তাম। তাই আমি আর সে চেষ্টাও করি নে। আপন মনে গান গাই।

সুজা। তাই গাও। তোমার গান যেন সুরা। শত দুঃখে শত যন্ত্রণা ভুলিয়ে দেয়। কঠিন ঘটনার রাজ্য থেকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। তখন আমার বোধ হয় যেন একটা ঝঙ্কার আমায় ঘিরে রয়েছে। আকাশ, মর্ত্ত্য—আর কিছুই দেখতে পাই না। গাও—কাল যুদ্ধ। সে অনেক দেরি! যা হবার তাই হবে। গেয়ে যাও।

পিয়ারা। তবে তা শুনবার আগে এই পূর্ণজ্যোৎস্নালোকে তোমার মনকে স্নান করিয়ে নাও। তোমার বাসনাপুষ্পগুলিকে প্রেমচন্দন মাখিয়ে নাও—তার পরে আমি গান গাই—আর তুমি তোমার সেই পুষ্পগুলি আমার চরণে দান কর!

সুজা। হাঃ! হাঃ! হাঃ! তুমি বেশ বলেছো—যদিও আমি তোমার উপমার ঠিক রসগ্রহণ কর্ত্তে পার্লাম না।

পিয়ারা। চুপ্! আমি গান গাই, তুমি শোনো। প্রথমতঃ এই জায়গাটায় হেলান দিয়ে—এই রকম করে' বোসো! তার পরে হাতটা এই জায়গায় এই রকম ভাবে রাখো! তারপরে চোখ বোজো—যেমন খৃষ্টানেরা প্রার্থনা করবার সময় চোখ বোজে—মুখে যদিও বলে অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে যাও—কিন্তু কার্য্যতঃ যেটুকু ঈশ্বরের আলো পাচ্ছিল, চোখ বুজে তাও অন্ধকার করে' ফেলে।

সুজা। হাঃ! হাঃ! হাঃ! তুমি অনেক কথা বলো বটে, কিন্তু যখন এই বক ধার্ম্মিকদের ঠাট্টা কর, তখন যেমন মিষ্টি লাগে—কারণ আমি কোন ধর্ম্মই মানি নে।

পিয়ারা। ব্যাকরণ ভুল। যেমন বল্লেই একটা তেমন বলা চাই—

সুজা। দারা হিন্দুধর্ম্মের পক্ষপাতী—ভণ্ড। ঔরংজীব গোঁড়া মুসলমান—ভণ্ড। মোরাদও মুসলমান—গোঁড়া নয়—ভণ্ড।

পিয়ারা। আর তুমি কোন ধর্ম্মই মানো না—ভণ্ড।

সুজা। কিসে?—আমি কোন ধর্ম্মেরই ভান করি নে। আমি সোজাসুজি বলি যে, আমি সম্রাট্ হতে চাই।

পিয়ারা। এইটেই ভণ্ডামি।

সুজা। ভণ্ডামি কিসে! আমি দারার প্রভুত্ব স্বীকার কর্ত্তে রাজি ছিলাম; কিন্তু আমি ঔরংজীব আর মোরাদের প্রভুত্ব মানতে পারি নে। আমি তাদের বড় ভাই।

পিয়ারা। ভণ্ডামি—বড় ভাই হওয়া ভণ্ডামি।

সুজা। কিসে? আমি আগে জন্মেছিলাম।

পিয়ারা। আগে জন্মানো ভণ্ডামি। আর আগে জন্মানোতে তোমার নিজের কোন বাহাদুরী নেই। তার দরুণ তুমি সিংহাসন বেশী দাবী কর্ত্তে পারো না।

সুজা। কেন?

পিয়ারা। আমাদের বাবুর্চ্চি ঐ রহমৎউল্লা তোমার অনেক আগে জন্মেছে। তবে তোমার চেয়ে সিংহাসনের উপর তার দাবী বেশী!

সুজা। সে ত আর সম্রাটের পুত্র নয়।

পিয়ারা। হতে কতক্ষণ!

সুজা। হাঃ! হাঃ! হাঃ! তুমি ঐ রকম তর্ক কর্ব্বে? না তুমি গান গাও—যা পারো!

পিয়ারার গীত

তুমি বাঁধিয়া কি দিয়ে রেখেছ হৃদি এ,
(আমি) পারি না যেতে ছাড়ায়ে,
এ যে বিচিত্র নিগূঢ় নিগড় মধুর—
(কি) প্রিয় বাঞ্ছিত কারা এ।
এ যে যেতে বাজে চরণে এ যে বিরহ বাজে স্মরণে
কোথা যায় মিলিয়া সে মিলনের হাসে
চুম্বনের পাশে হারায়ে।

সুজা। পিয়ারা! ঈশ্বর তোমাকে তৈরি করেছিলেন কেন? ঐ রূপ, ঐ রসিকতা, ঐ সঙ্গীত! এমন একটা ব্যাপার ঈশ্বর এই কঠিন মর্ত্ত্যভূমে তৈরি করেছিলেন কেন?

পিয়ারা। তোমারি জন্য প্রিয়তম!

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—আমেদাবাদ। দারার শিবির। কাল—রাত্রি

দারা। আশ্চর্য্য! যে দারা একদিন সেনাপতি নরপতির উপরে হুকুম চালাত, সে নগর হ'তে নগরে প্রতাড়িত হ'য়ে আজ পরের দুয়ারে ভিখারী; আর তার দুয়ারে ভিখারী, যে ঔরংজীবের আর মোরাদের শ্বশুর। এত নীচে নেমে যেতে হবে তা ভাবি নি।

নাদিরা। পুত্র সোলেমানের খবর পেয়েছ কিছু?

দারা। তার খবর সেই এক। মহারাজ জয়সিং তাকে পরিত্যাগ করে' সসৈন্যে ঔরংজীবের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। বেচারী পুত্র জনকতক অবশিষ্ট সঙ্গীমাত্র নিয়ে (তাকে আর সৈন্য বলা যায় না) হরিদ্বারের পথে লাহোরে আমার উদ্দেশ্যে আসছিল! পথে ঔরংজীবের এক সৈন্যদল তাকে শ্রীনগরের প্রান্তে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। সোলেমান এখন শ্রীনগরের রাজা পৃথ্বীসিংহের দ্বারে ভিখারী। কি নাদিরা—কাঁদ্‌ছ?

নাদিরা। না প্রভু।

দারা। না কাঁদো। কিছু সান্ত্বনা পাবে।—যদি কাঁদ্‌তেও পার্ত্তাম!

নাদিরা। আবার ঔরংজীবের সঙ্গে যুদ্ধ কর্ব্বে?

দারা। কর্ব্ব। যতদিন এ দেহে প্রাণ আছে, ঔরংজীবের প্রভুত্ব স্বীকার কর্ব্ব না। যুদ্ধ কর্ব্ব। সে আমার বৃদ্ধ পিতাকে কারারুদ্ধ করে' তাঁর সিংহাসন অধিকার করেছে; আমি যতদিন না পিতাকে কারামুক্ত কর্ত্তে পারি, যুদ্ধ কর্ব্ব। কি নাদিরা! মাথা হেঁট কর্লে যে! আমার এ সঙ্কল্প তোমার পছন্দ হচ্ছে না!—কি কর্ব্ব!

নাদিরা। না নাথ! তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা, তবে—

দারা। তবে?

নাদিরা। নাথ! নিত্য এই আতঙ্ক, এই প্রয়াস, এই পলায়ন কেন?

দারা। কি কর্ব্বে বল, যখন আমার হাতে পড়েছো তখন সৈতে হবে বৈকি?

নাদিরা। আমি আমার জন্য বলছি না প্রভু! আমি তোমারই জন্য বল্‌ছি। একবার আয়নায় নিজের চেহারাখানি দেখ দেখি নাথ—এই অস্থিসার দেহ, এই নিষ্প্রভ দৃষ্টি, এই শুভ্রায়িত কেশ—

দারা। আজ যদি আমার এ চেহারা তোমার পছন্দ না হয়—কি কর্ব্ব!

নাদিরা। আমি কি তাই বল্‌ছি!

দারা। তোমাদের জাতির স্বভাব। তোমাদের কি! তোমরা কেবল অনুযোগ কর্ত্তে পারো। তোমরা আমাদের সুখে বিঘ্ন, দুঃখে বোঝা!

নাদিরা। (ভগ্নস্বরে) নাথ! সত্যই কি তাই! (হস্তধারণ)

দারা। যাও! এ সময়ে আর নাকি-সুর ভালো লাগে না।

হাত ছাড়াইয়া প্রস্থান

নাদিরা। (কিছুক্ষণ চক্ষে বস্ত্র দিয়া রহিলেন। পরে গাঢ়স্বরে কহিলেন) দয়াময় আর কেন!—এইখানে যবনিকা ফেলে দাও! সাম্রাজ্য হারিয়েছি, প্রাসাদ সম্ভোগ ছেড়ে এসেছি, পথে—রৌদ্রে, শীতে, অনশনে, অনিদ্রায় কতদিন কাটিয়েছি; সব হেসে সহ্য করেছি, কারণ স্বামীর সোহাগ হারাই নাই।—কিন্তু আজ—(কণ্ঠরুদ্ধ হইল) তবে আর কেন! আর কেন! সব সইতে পারি, শুধু, এইটে সইতে পারি নে। (ক্রন্দন)

সিপারের প্রবেশ

সিপার। মা—এ কি? তুমি কাঁদ্‌ছ মা!

নাদিরা। না বাবা আমি কাঁদ্‌ছি না—ওঃ, সিপার! সিপার! (ক্রন্দন)

সিপার কাছে আসিয়া নাদিরার গলদেশে হাত দিয়া চক্ষের বস্ত্র সরাইতে গেল

সিপার। মা কাঁদ্‌ছো কেন? কে তোমার হৃদয়ে আঘাত দিয়েছে? আমি তাকে কখনও ক্ষমা করবো না—আমি—তাকে—

এই বলিয়া সিপার নাদিরার গলদেশ জড়াইয়া তাঁহার বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। নাদিরা তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন

জহরৎ উন্নিসার প্রবেশ

জহরৎ। এ কি!—মা কাঁদ্‌ছে কেন, সিপার?

নাদিরা। না জহরৎ! আমি কাঁদ্‌ছি না।

জহরৎ। মা! তোমার চক্ষে জল ত কখন দেখি নাই। জোৎস্নার মত—রাত্রি যত গভীর, তোমার হাসিটি তত উজ্জ্বল দেখেছি! অনশনে অনিদ্রায় চেয়ে দেখেছি, যে তোমার অধরে সে হাসিটি দুর্দ্দিনের বন্ধুর মত লেগেই আছে—আজ এ কি মা?

নাদিরা। যন্ত্রণা বাক্যের অতীত জহরৎ। আজ আমার দেবতা বিমুখ হয়েছেন!

দারার পুনঃপ্রবেশ

দারা। নাদিরা! আমায় ক্ষমা কর! আমার অপরাধ হয়েছে। বাহিরে গিয়েই বুঝতে পেরেছি।

নাদিরা প্রবলতর বেগে কাঁদিতে লাগিলেন

দারা। নাদিরা! আমি অপরাধ স্বীকার কর্চ্ছি! ক্ষমা চাচ্ছি।

তবু—ছিঃ! নাদিরা যদি জান্তে, যদি বুঝতে যে এ অন্তরে কি জ্বালা দিবারাত্র জ্বল্‌ছে—তা হ'লে আমার এই অপরাধ নিতে না।

নাদিরা। আর তুমি যদি জান্তে প্রিয়তম, যে আমি তোমায় কত ভালোবাসি, তা হ'লে এত কঠিন হ'তে পার্ত্তে না!

সিপার। (অস্ফুটস্বরে) তোমায় যে আমি দেবতার মত ভক্তি করি বাবা!

নাদিরা। বৎস! তোমার বাবা আমায় কিছু বলেন নি! আমি বড় বেশী অভিমানিনী—আমারই দোষ।

বাঁদীর প্রবেশ

বাঁদী। বাহিরে একজন লোক ডাকছেন, খোদাবন্দ।

দারা। কে তিনি?

বাঁদী। শুনলাম তিনি গুজরাটের সুবাদার।

দারা। সুবাদার এসেছেন?

নাদিরা। আমি ভিতরে যাই।

প্রস্থান

দারা। তাঁকে এইখানেই নিয়ে এসো সিপার।

বাঁদীর সহিত সিপারের প্রস্থান

দেখা যাক্—যদি আশ্রয় পাই।

সাহা নাবাজ ও সিপারের প্রবেশ

সাহা নাবাজ। বন্দেগি যুবরাজ?

দারা। বন্দেগি সুলতানসাহেব!

সাহা নাবাজ। জাঁহাপনা আমায় স্মরণ করেছেন?

দারা। হাঁ সুলতানসাহেব! আমি একবার আপনার সাক্ষাৎ চেয়েছিলাম!

সাহা নাবাজ। আজ্ঞা করুন!

দারা। আজ্ঞা কর্ব্ব! সে দিন গিয়েছে সুলতানসাহেব; আজ ভিক্ষা কর্ত্তে এসেছি। আজ্ঞা কর্ব্বে এখন—ঔরংজীব।

সাহা নাবাজ। ঔরংজীব! তার আজ্ঞা আমার জন্য নয়।

দারা। কেন সুলতানসাহেব! আজ ঔরংজীব ভারতের সম্রাট্।

সাহা নাবাজ। ভারতের সম্রাট্ ঔরংজীব? সে স্বার্থত্যাগের মুখোস প'রে বৃদ্ধ পিতার বিপক্ষে যুদ্ধ করে, স্নেহের মুখোস পরে' ভাইকে বন্দী করে, ধর্ম্মের মুখোস পরে' সিংহাসন অধিকার করে—সে সম্রাট্? আমি বরং এক অন্ধ পঙ্গুকে সেই সিংহাসনে বসিয়ে তাকে সম্রাট্ বলে' অভিবাদন কর্ত্তে রাজি আছি; কিন্তু ঔরংজীবকে নয়।

দারা। সে কি সুলতানসাহেব! ঔরংজীব আপনার জামাতা।

সাহা নাবাজ। ঔরংজীব যদি আমার জামাতা না হ'য়ে আমার পুত্র হোত, আর সেই পুত্র আমার একমাত্র সন্তান হোত ত আমি তা'র সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ কর্ত্তাম! অধর্ম্মকে কখনো বরণ কর্ত্তে পারি না—আমার জীবন থাকতে না।

দারা। কি কর্ব্বেন স্থির করেছেন?

সাহা নাবাজ। যুবরাজ দারার পক্ষে যুদ্ধ কর্ব্ব। পূর্ব্ব থেকেই তার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। আমার এই সামান্য সৈন্য দিয়ে ঔরংজীবের সঙ্গে যুদ্ধ করা অসম্ভব। তাই আমি সৈন্য সংগ্রহ কর্চ্ছি।

দারা। কি রকমে?

সাহা নাবাজ। মহারাজ যশোবন্ত সিংহের কাছে সাহায্য ভিক্ষা ক'রে পাঠিয়েছি।

দারা। তিনি সাহায্য কর্ত্তে স্বীকৃত হয়েছেন?

সাহা নাবাজ। হয়েছেন।—কোন ভয় নাই সাহাজাদা। আসুন

—আপনি আজ আমার অতিথি—সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র। আপনি তাঁর মনোনীত সম্রাট্। আমি একজন বৃদ্ধ রাজভক্ত প্রজা। বৃদ্ধ সম্রাটের জন্য যুদ্ধ কর্ব্ব। জয়লাভ না কর্ত্তে পারি, প্রাণ দিতে পার্ব্ব! বৃদ্ধ হয়েছি, একটা পুণ্য করে' পাথেয় কিছু সংগ্রহ করে' নিয়ে যাই।

দারা। তবে আপনি আমায় আশ্রয় দিচ্ছেন?

সাহা নাবাজ। আশ্রয় যুবরাজ! আজ থেকে আমার বাড়ী আপনার বাড়ী। আমি যুবরাজের ভৃত্য।

দারা। আপনি অতি মহৎ ব্যক্তি।

সাহা নাবাজ। সাহাজাদা! আমি মহৎ নই—আমি একজন মানুষ। আর আমি আজ যা কর্চ্ছি একটা মহা স্বার্থত্যাগ কর্চ্ছি যে তা মানি না। সাহাজাদা! আজ আমি এত বৃদ্ধ হয়েছি—তবু সাহস করে' বল্‌তে পারি যে, জেনে অধর্ম্ম করি নি; কিন্তু ভালো কাজও বড় একটা করিনি। আজ যদি সুযোগ পেয়েছি—ছাড়বো কেন?

উভয়ে নিষ্ক্রান্ত

জহরৎ উন্নিসার পুনঃ প্রবেশ

জহরৎ। এত তুচ্ছ অসার অকর্ম্মণ্য আমি। পিতার কোন কাজেই লাগি না। শুদ্ধ একটা বোঝা!—হা রে অধম নারীজাতি! পিতামাতার এই অবস্থা দেখছি, কিছু কর্ত্তে পার্চ্ছি না। মাঝে মাঝে কেবল উষ্ণ অশ্রুপাত।—কিন্তু আমি যাহোক একটা কিছু কর্ব্ব, একটা কিছু—যা পর্ব্বত শিখর হ'তে ঝম্পের মত অসমসাহসিক—তার মত ভয়ঙ্কর। —দেখি।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—কাশ্মীরের মহারাজা পৃথ্বীসিংহের প্রমোদোদ্যান। কাল—সন্ধ্যা

সোলেমান একাকী

সোলেমান। এলাহাবাদ থেকে পালিয়ে শেষে এই দূর পার্ব্বত্য কাশ্মীরে আস্‌তে হ'লো। পিতার সাহায্যে বেরিয়েছিলাম। নিষ্ফল হয়েছি।—সুন্দর এই দেশ। যেন একটা কুসুমিত সঙ্গীত, একটা চিত্রিত স্বপ্ন, একটা অলস সৌন্দর্য্য। স্বর্গের একটি অপ্সরা যেন মর্ত্ত্যে নেমে এসে, ভ্রমণে শ্রান্ত হ'য়ে, পা ছড়িয়ে হিমালয়ের গায়ে হেলে, বাম করতলে কপোল রেখে, নীল-আকাশের দিকে চেয়ে আছে। এ কি সঙ্গীত!

দূরে সঙ্গীত

এ যে ক্রমেই কাছে আস্‌ছে। ঐ যে একখানি সজ্জিত নৌকায় কয়টি সজ্জিতা নারী নিজেরাই নৌকা বেয়ে গাইতে গাইতে আস্‌ছে।—কি সুন্দর! কি মধুর!

একখানি সজ্জিত তরণীর উপর সজ্জিতা রমণীদিগের প্রবেশ ও গীত

বেলা ব'য়ে যায়—

ছোট্ট মোদের পান্‌সীতরী সঙ্গেতে কে যাবি আয়।
দোলে হার—বকুল যুঁথি দিয়ে গাঁথা সে,
রেশমী পাল উড়ছে মধুর মধুর বাতাসে;
হেল্‌ছে তরী দুল্‌ছে তরী—ভেসে যাচ্ছে দরিয়ায়।
যাত্রী সব নূতন প্রেমিক, নূতন প্রেমে ভোর;
মুখে সব হাসির রেখা, চোখে ঘুমের ঘোর,
বাঁশীর ধ্বনি, হাসির ধ্বনি উঠছে ছুটে ফোয়ারায়॥

পশ্চিমে জ্বল্‌ছে আকাশ সাঁঝের তপনে ;
পূর্ব্বে ঐ বুন্‌ছে চন্দ্র মধুর স্বপনে ;
কচ্ছে নদী কুলুধ্বনি, বইছে মৃদু মধুর বায়।

১ম নারী। সুন্দর যুবা! কে আপনি?

সোলেমান। আমি দারা সেকোর পুত্র সোলেমান।

১ম নারী। সম্রাট্ সাজাহানের পুত্র দারা সেকো! তাঁর পুত্র আপনি!

সোলেমান। হাঁ আমি তাঁর পুত্র।

১ম নারী। আর আমি কে, তা যে জিজ্ঞাসা কর্চ্ছ না সোলেমান? আমি কাশ্মীরের প্রধানা নর্ত্তকী—রাজার প্রেয়সী গণিকা। এরা আমার সহচরী!—এসো আমাদের সঙ্গে নৌকায়।

সোলেমান। তোমার সঙ্গে? হায় হতভাগিনী নারী। কি জন্য?

১ম নারী। সোলেমান! তুমি এত শিশু নও কিছু! তুমি আমাদের ব্যবসাবৃত্তি ত জানো।

সোলেমান। জানি! জানি বলেই ত আমার এত অনুকম্পা। এ রূপ, এ যৌবন কি ব্যবসার সামগ্রী? রূপ—শরীর, ভালোবাসা তার প্রাণ। প্রাণহীন শরীর নিয়ে কি কর্ব্ব নারী?

১ম নারী। কেন! আমরা কি ভালোবাসতে জানি না?

সোলেমান। শিখবে কোথা থেকে বল দেখি! যারা রূপকে পণ্য করেছে, যারা হাসিটি পর্য্যন্ত বিক্রয় করে,—তা'রা ভালোবাসবে কেমন করে'? ভালোবাসা যে কেবল দিতে চায়—সে যে ত্যাগীর সুখ—সে সুখ তোমরা কি করে' বুঝবে মা!

১ম নারী। তবে আমরা কি কখন ভালোবাসি না?

সোলেমান। বাসো—তোমরা ভালোবাসো কিংখাবের পাগড়ি,

হীরার আংটি, কার্পেটের জুতো, হাতীর দাঁতের ছড়ি। তোমরা হৃদ্দমদ্দ ভালোবাসতে পারো—কোঁকড়া চুল, পটলচেরা চোখ, সরল নাসা, সরস অধর। আমার এই গৌরবর্ণ চেহারাখানি দেখেছো, কিংবা আমি সম্রাটের পৌত্র শুনেছো, বুঝি তাই মুগ্ধ হয়েছো। এ ত ভালোবাসা নয়। ভালোবাসা হয় আত্মায় আত্মায়।—যাও মা।

২য় নারী। ঐ রাজা আসছেন।

১ম নারী। আজ এ হেন অসময়ে?—চল।—যুবক! এর প্রতিফল পাবে।

সোলেমান। কেন ক্রুদ্ধ হও মা? তোমাদের প্রতি আমার কোন ঘৃণা বিদ্বেষ নেই! কেবল একটা অনুকম্পা—অসীম—অতলস্পর্শ।

গাইতে গাইতে নারীগণের প্রস্থান

সোলেমান। কি আশ্চর্য্য—ঐ অপার্থিব রূপ, নয়নের ঐ জ্যোতি, অপ্সরাসম্ভব গঠন, ঐ কিন্নর কণ্ঠ—এত সুন্দর—কিন্তু এত কুৎসিত।

পরিক্রমণ

শ্রীনগরের রাজা পৃথ্বীসিংহের প্রবেশ

রাজা। ছিঃ কুমার!

সোলেমান। কি মহারাজ?

রাজা। আমি তোমাকে নিরাশ্রয় দেখে আশ্রয় দিয়েছিলাম, আর যথাসম্ভব সুখেও রেখেছিলাম। তোমার জন্য ঔরংজীবের সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি।

সোলেমান। আমি ত কখনও অস্বীকার করি নাই মহারাজ!

রাজা। এখনও শায়েস্তা খাঁ তোমাকে ধরিয়ে দেবার জন্যে সম্রাটের পক্ষ হ'য়ে অনেক অনুনয় কর্চ্ছিলেন, প্রলোভন দেখাচ্ছিলেন।

আমি তবু স্বীকৃত হই নি।

সোলেমান। আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

রাজা। কিন্তু তুমি এত অনুদার, লঘুচিত্ত, উচ্ছৃঙ্খল তা জান্তাম না।

সোলেমান। সে কি মহারাজ!

রাজা। আমি তোমাকে আমার বহিরুদ্যান বেড়াবার জন্য ছেড়ে দিয়েছি; কিন্তু তুমি যে তা ছেড়ে আমার প্রমোদ-উদ্যানে প্রবেশ করে' আমার রক্ষিতাদের সঙ্গে হাস্যালাপ কর্ব্বে, তা কখন ভাবি নাই।

সোলেমান। মহারাজ আপনি ভুল বুঝেছেন—

রাজা। তুমি সুন্দর, যুবা রাজপুত্র; কিন্তু তাই বলে'—

সোলেমান। মহারাজ! মহারাজ—আমি—

রাজা। যাও, যুবরাজ। কোন দোষক্ষালনের চেষ্টা নিষ্ফল।

উভয়ে বিপরীত দিকে নিষ্ক্রান্ত

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—এলাহাবাদে ঔরংজীবের শিবির। কাল—রাত্রি

ঔরংজীব একাকী

ঔরংজীব। কি অসমসাহসিক এই মহারাজ যশোবন্ত সিংহ! খিজুয়া যুদ্ধক্ষেত্রে শেষ রাত্রে আমার মহিলাশিবির পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করে' একটা জলোচ্ছ্বাসের মত আমার সৈন্যের উপর দিয়ে চ'লে গেল!—অদ্ভুত! যা হোক, সুজার সঙ্গে এ যুদ্ধে জয়ী হয়েছি!—কিন্তু ওদিকে আবার মেঘ করে' আসছে। আর একটা ঝড় উঠ্‌বে। সাহা নাবাজ আর দারা—সঙ্গে যশোবন্ত সিংহ। ভয়ের কারণ আছে। যদি—না তা কর্ব্ব না। এই জয়সিংহকে দিয়েই কর্ত্তে হবে।—এই যে মহারাজ!

মহারাজ জয়সিংহের প্রবেশ

জয়সিংহ। জাঁহাপনা আমাকে স্মরণ করেছিলেন?

ঔরংজীব। হাঁ, আমি এতক্ষণ ধরে' আপনার প্রতীক্ষা কর্চ্ছিলাম। আসুন—উঃ বিষম গরম পড়েছে।

জয়সিংহ। বিষম গরম! কি রকম একটা ভাপ্ উঠ্‌ছে যেন।

ঔরংজীব। আমার সর্ব্বাঙ্গে আগুনের ফুল্কি উড়ে যাচ্ছে। আপনার শরীর ভালো আছে?

জয়সিংহ। জাঁহাপনার মেহেরবানে—বান্দা ভালো আছে।

ঔরংজীব। দেখুন মহারাজ! আমি কাল প্রত্যুষে দিল্লী ফিরে যাচ্ছি, আপনিও আমার সঙ্গে ফিরে যাচ্ছেন কি?

জয়সিংহ। যেরূপ আজ্ঞা হয়—

ঔরংজীব। আমার ইচ্ছা যে আপনি আমার সঙ্গে যান।

জয়সিংহ। যে আজ্ঞে, আমি অষ্টপ্রহরই প্রস্তুত। জাঁহাপনার আজ্ঞা পালন করাই আনন্দ।

ঔরংজীব। তা জানি মহারাজ! আপনার মত বন্ধু সংসারে বিরল। আর আপনি আমার দক্ষিণ হস্ত।

জয়সিংহ সেলাম করিলেন

ঔরংজীব। মহারাজ! অতি দুঃখের বিষয়, যে মহারাজ যশোবন্ত সিংহ আমার ভাণ্ডার শিবির লুট করে'ই ক্ষান্ত নহেন। তিনি বিদ্রোহী সাহা নাবাজ আর দারার সঙ্গে যোগ দিয়েছেন।

জয়সিংহ। তাঁর বিমূঢ়তা।

ঔরংজীব। আমি নিজের জন্য দুঃখিত নহি। মহারাজই নিজের সর্ব্বনাশকে নিজের ঘরে টেনে আন্‌ছেন।

জয়সিংহ। অতি দুঃখের বিষয়!

ঔরংজীব। বিশেষ, আপনি তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। আপনার খাতিরে তাঁর অনেক উদ্ধত ব্যবহার মার্জ্জনা করেছি। এমন কি তাঁর শিবির লুণ্ঠনব্যাপারও মার্জ্জনা কর্ত্তে প্রস্তুত আছি—শুদ্ধ আপনার খাতিরে—যদি তিনি এখনও নিরস্ত হ'ন।

জয়সিংহ। আমি কি একবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে' বল্‌বো?

ঔরংজীব। বল্লে ভালো হয়। আমি আপনার জন্য চিন্তিত। তিনি আপনার বন্ধু বলে' আমি তাঁকে আমার বন্ধু কর্ত্তে চাই! তাঁকে শাস্তি দিতে আমার বড় কষ্ট হবে।

জয়সিংহ। আচ্ছা, আমি একবার বুঝিয়ে বল্‌ছি!

ঔরংজীব। হাঁ বল্‌বেন। আর এ কথাও জানাবেন যে, তিনি এ যুদ্ধে যদি কোন পক্ষই না নেন ত আপনার খাতিরে তাঁর সব অপরাধ

মার্জ্জনা কর্ব্ব, আর তাঁকে গুর্জ্জর সুবা দান কর্ত্তে প্রস্তুত আছি—শুদ্ধ আপনার খাতিরে জান্‌বেন।

জয়সিংহ। জাঁহাপনা উদার!—আমি তাঁকে নিশ্চিত রাজি কর্ত্তে পার্ব্বো।

ঔরংজীব। দেখুন—তিনি আপনার বন্ধু! আপনার উচিত তাঁকে রক্ষা করা!

জয়সিংহ। নিশ্চয়ই।

ঔরংজীব। তবে আপনি এখন আসুন মহারাজ! দিল্লী যাত্রা কর্ব্বার জন্য প্রস্তুত হৌন!

জয়সিংহ। যে আজ্ঞা।

প্রস্থান

ঔরংজীব। 'শুধু আপনার খাতিরে।' অভিনয় মন্দ করি নাই! এই রাজপুত জাতি বড় সরল, আর ঔদার্য্যের বশ! আমি সে বিদ্যাটাও অভ্যাস কর্চ্ছি। বড় ভয়ঙ্কর এ যোগ। সাহা নাবাজ আর যশোবন্ত সিংহ।—আমি কিন্তু প্রধান আশঙ্কা কর্চ্ছি এই মহম্মদকে। তার চেহারা—(ঘাড় নাড়িলেন) কম কথা কয়। আমার প্রতি একটা অবিশ্বাসের বীজ তার মনে কে বপন করে' দিয়েছে। জাহানারা কি?—এই যে মহম্মদ।

মহম্মদের প্রবেশ

মহম্মদ। পিতা আমায় ডেকেছিলেন?

ঔরংজীব। হাঁ, আমি কাল রাজধানীতে ফিরে যাচ্ছি, তুমি সুজার অনুসরণ কর্ব্বে। মীরজুমলাকে তোমার সাহায্যে রেখে গেলাম।

মহম্মদ। যে আজ্ঞে পিতা।

ঔরংজীব। আচ্ছা যাও। দাঁড়িয়ে রৈলে যে? সে বিষয়ে কিছু বলবার আছে?

মহম্মদ। না পিতা। আপনার আজ্ঞাই যথেষ্ট।

ঔরংজীব। তবে।

মহম্মদ। আমার একটা আর্জ্জি আছে পিতা!

ঔরংজীব। কী!—চুপ করে' রৈলে যে। বল পুত্র!

মহম্মদ। কথাটা অনেক দিন থেকে জিজ্ঞাসা কর্ব্ব মনে কর্চ্ছি; কিন্তু এ সংশয় আর বক্ষে চেপে রাখ্‌তে পারি না। ঔদ্ধত্য মার্জ্জনা কর্ব্বেন।

ঔরংজীব। বল।

মহম্মদ। পিতা! সম্রাট সাজাহান কি বন্দী?

ঔরংজীব। না! কে বলেছে?

মহম্মদ। তবে তাঁকে প্রাসাদে রুদ্ধ করে' রাখা হয়েছে কেন?

ঔরংজীব। সেরূপ প্রয়োজন হয়েছে।

মহম্মদ। আর ছোট কাকা—তাঁকে এরূপে বন্দী করে' রাখা কি প্রয়োজন?

ঔরংজীব। হাঁ।

মহম্মদ। আর আপনার এই সিংহাসনে বসা—পিতামহ বর্ত্তমানে?

ঔরংজীব। হাঁ পুত্র!

মহম্মদ। পিতা! (বলিয়াই মুখ নত করিলেন)

ঔরংজীব। পুত্র! রাজনীতি বড় কূট। এ বয়সে তা বুঝতে পার্ব্বে না! সে চেষ্টা করো না।

মহম্মদ। পিতা! ছলে সরল ভ্রাতাকে বন্দী করা, স্নেহময় পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করা, আর ধর্ম্মের নামে এসে সেই সিংহাসনে বসা—এর নাম যদি রাজনীতি হয়, তা হ'লে সে রাজনীতি আমার জন্য নয়।

ঔরংজীব। মহম্মদ! তোমার কি কিছু অসুখ করেছে? নিশ্চয়!

মহম্মদ। (কম্পিতস্বরে) না পিতা। আপাততঃ আমার চেয়ে সুস্থকায় ব্যক্তি বোধ হয় ভারতবর্ষে আর কেহই নাই।

ঔরংজীব। তবে!

মহম্মদ নীরব রহিলেন

আমার প্রতি তোমার অটল বিশ্বাস কে বিচলিত করেছে পুত্র?

মহম্মদ। আপনি স্বয়ং।—পিতা! যতদিন সম্ভব আপনাকে আমি বিশ্বাস করে' এসেছি; কিন্তু আর সম্ভব নয়। অবিশ্বাসের বিষে জর্জ্জরিত হয়েছি।

ঔরংজীব। এই তোমার পিতৃভক্তি!—তা হবে। প্রদীপের নীচেই সর্ব্বাপেক্ষা অন্ধকার!

মহম্মদ। পিতৃভক্তি!—পিতা! পিতৃভক্তি কি আজ আমায় আপনার কাছে শিখ্‌তে হবে! পিতৃভক্তি!—আপনি আপনার বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করে' তাঁর যে সিংহাসন কেড়ে নিয়েছেন, আমি পিতৃভক্তির খাতিরে সেই সিংহাসন পায় ঠেলে দিয়েছি। পিতৃভক্তি! আমি যদি পিতৃভক্ত না হতাম, ত দিল্লীর সিংহাসনে আজ ঔরংজীব বসতেন না, বসতো এই মহম্মদ!

ঔরংজীব। তা জানি পুত্র! তাই আশ্চর্য্য হচ্ছি।—পিতৃভক্তি হারিও না বৎস।

মহম্মদ। না, আর সম্ভব নয় পিতা! পিতৃভক্তি বড় মহৎ, বড় পবিত্র জিনিস; কিন্তু পিতৃভক্তির উপরেও এমন একটা কিছু আছে, যার কাছে পিতা মাতা ভ্রাতা, সব খর্ব্ব হ'য়ে যায়।

ঔরংজীব। তোমার পিতৃভক্তি হারিও না বলছি পুত্র! জেনো ভবিষ্যতে এই রাজ্য তোমার!

মহম্মদ। আমায় রাজ্যের লোভ দেখাচ্ছেন পিতা? বলি নাই যে,

কর্ত্তব্যের জন্য ভারত সাম্রাজ্যটা আমি লোষ্ট্রখণ্ডের মত দূরে নিক্ষেপ করেছি? পিতামহ সেদিন এই রাজ্যের লোভ দেখাচ্ছিলেন, আপনি আজ আবার এই রাজ্যের লোভ দেখাচ্ছেন? হায়! পৃথিবীতে সাম্রাজ্য কি এতই মহার্ঘ? আর বিবেক কি এতই সুলভ? সাম্রাজ্যের জন্য বিবেক খোয়াবো? পিতা! আপনি বিবেক বর্জ্জন করে' সাম্রাজ্য লাভ করেছেন, সে সাম্রাজ্য কি পরকালে নিয়ে যেতে পার্ব্বেন? কিন্তু এই বিবেকটুকু বর্জ্জন না কর্লে সঙ্গে যেত।

ঔরংজীব। মহম্মদ!

মহম্মদ। পিতা!

ঔরংজীব। এর অর্থ কি?

মহম্মদ। এর অর্থ এই যে, আমি যে আপনার জন্য সব হারিয়ে বসে আছি, সেই আপনাকেও আজ আর হৃদয়ের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছি না—বুঝি তাও হারালাম। আজ আমার মত দরিদ্র কে! আর আপনি—আপনি এই ভারতসাম্রাজ্য পেয়েছেন বটে! কিন্তু তার চেয়ে বড় সাম্রাজ্য আজ হারালেন।

ঔরংজীব। সে সাম্রাজ্য কি?

মহম্মদ। আমার পিতৃভক্তি! সে যে কি রত্ন, সে যে কি সম্পদ—কি যে হারালেন—আজ আর বুঝতে পার্চ্ছেন না। একদিন পার্ব্বেন বোধ হয়। প্রস্থান

ঔরংজীব ধীরে ধীরে অপর দিকে প্রস্থান করিলেন

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—যোধপুরের প্রাসাদ-কক্ষ। কাল—মধ্যাহ্ন

যশোবন্ত সিংহ ও জয়সিংহ

জয়সিংহ। কিন্তু এই রক্তপাতে লাভ?

যশোবন্ত। লাভ? লাভ কিছু নাই।

জয়সিংহ। তবে কেন বৃথা রক্তপাত! যখন ঔরংজীবের এ যুদ্ধে জয় হবেই!

যশোবন্ত। কে জানে!

জয়সিংহ। ঔরংজীবকে কখন কোন যুদ্ধে পরাজিত হ'তে দেখেছেন কি?

যশোবন্ত। না ঔরংজীব বীর বটে! সেদিন আমি তাকে নর্ম্মদা যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্বারূঢ় দেখেছিলাম মনে আছে—সে দৃশ্য আমি জীবনে কখন ভুলবো না—মৌন, তীক্ষ্ণদৃষ্টি, ভ্রূকুটিকুটিল—তার চারিদিক দিয়ে তার গোলাগুলি ছুটে যাচ্ছে, তার দিকে দৃকপাত নাই। আমি তখন বিদ্বেষে ফেটে মরে' যাচ্ছি কিন্তু অন্তরে তাকে সাধুবাদ না দিয়ে থাকতে পার্লাম না।—ঔরংজীব বীর বটে!

জয়সিংহ। তবে?

যশোবন্ত। তবে আমি খিজুয়ার অপমানের প্রতিশোধ চাই।

জয়সিংহ। সে প্রতিশোধ ত আপনি তাঁর শিবির লুট করে' নিয়েছেন।

যশোবন্ত। না সম্পূর্ণ হয় নি। কারণ, ঔরংজীবের সেই শূন্য ভাণ্ডার পূর্ণ কর্ত্তে কতক্ষণ! যদি লুট করে' চলে' না এসে সুজার সঙ্গে যোগ দিতাম তা হ'লে খিজুয়া-যুদ্ধে সুজার পরাজয় হত না। কিংবা যদি আগ্রায় এসে সম্রাট্ সাজাহানকে মুক্ত করে দিতাম!—কি ভ্রমই হ'য়ে গিয়েছিল।

জয়সিংহ। কিন্তু তা'তে আপনার কি লাভ হোত? সম্রাট্ দারা হৌন, সুজা হৌন বা ঔরংজীব হৌন—আপনার কি?

যশোবন্ত। প্রতিশোধ!—আমি তাদের সব বিষচক্ষে দেখি; কিন্তু সব চেয়ে বিষচক্ষে দেখি—এই খল ঔরংজীবকে।

জয়সিংহ। তবে আপনি খিজুয়া-যুদ্ধে তাঁ'র সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন কেন?

যশোবন্ত। সেদিন দিল্লীর রাজসভায় তা'র সমস্ত কথায় বিশ্বাস করেছিলাম। হঠাৎ এমন মহত্বের ভাণ কর্লে, এমন ত্যাগের অভিনয় কর্লে, এমন আন্তরিক দৈন্য আবৃত্তি কর্লে যে আমি চমৎকৃত হ'য়ে গেলাম! ভাবলাম—'এ কি! আমার আজন্ম ধারণা, আমার প্রকৃতিগত বিশ্বাস কি সব ভুল! এমন ত্যাগী, মহৎ, উদার, ধার্ম্মিক মানুষকে আমি পাপী কল্পনা করেছিলাম!' এমন ভোজবাজী খেল্লে—যে সর্ব্বপ্রথম আমিই চেঁচিয়ে উঠলাম, "জয় ঔরংজীবের জয়!" তা'র সেদিনকার জয় নর্ম্মদা কি খিজুয়া-যুদ্ধ জয়ের চেয়েও অদ্ভুত; কিন্তু সেদিন খিজুয়া-যুদ্ধক্ষেত্রে আবার আসল মানুষটা দেখলাম—সেই কূট, খল, চক্রী, ঔরংজীব।

জয়সিংহ। মহারাজ! খিজুয়া-ক্ষেত্রে আপনার প্রতি রূঢ় আচরণের জন্য সম্রাট্ পরে যথার্থ-ই অনুতপ্ত হয়েছিলেন!

যশোবন্ত। এই কথা আমায় বিশ্বাস কর্ত্তে বলেন মহারাজ!

জয়সিংহ। কিন্তু সে কথা যাক্; সম্রাট্ তা'র জন্য আপনার কাছে ক্ষমাও চান না, ক্ষমা ভিক্ষাও চান না। তিনি বিবেচনা করেন যে, আপনার আচরণে সে অন্যায়ের শোধ হয়ে গিয়েছে। তিনি আপনার সাহায্য চান না। তিনি চান যে, আপনি দারার পক্ষও নেবেন না, ঔরংজীবের পক্ষও নেবেন না। বিনিময়ে তিনি আপনাকে গুর্জ্জর রাজ্য

দিবেন—এইমাত্র। আপনি একটা কল্পিত অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে নিজের শক্তি ক্ষয় করে' ক্রয় কর্ব্বেন—ঔরংজীবের বিদ্বেষ। আর হাত গুটিয়ে বসে' দেখার বিনিময়ে পাবেন, একটা প্রকাণ্ড উর্ব্বর সুবা—গুর্জ্জর। বেছে নেন। আপনার সর্ব্বস্ব দিয়ে যদি প্রতিহিংসা নিতে চান—নেন। এ সহজ ব্যবসার কথা, শুদ্ধ কেনা বেচা—দেখুন!

যশোবন্ত। কিন্তু দারা—

জয়সিংহ। দারা আপনার কে? সেও মুসলমান, ঔরংজীবও মুসলমান। আপনি যদি নিজের দেশের জন্য যুদ্ধ কর্ত্তে যেতেন ত আমি কথাটি কইতাম না! কিন্তু দারা আপনার কে? আপনি কার জন্য রাজপুত রক্তপাত কর্ত্তে যাচ্ছেন? দারাই যদি জয়ী হয়—তাতে আপনারই বা কি লাভ, আপনার জন্মভূমিরই বা কি লাভ!

যশোবন্ত। তবে আসুন, আমরা দেশের জন্য যুদ্ধ করি! মেবারের রাণা রাজসিংহ, বিকানীরের মহারাজ আপনি, আর আমি যদি মিলিত হই ত এই তিন জনেই মোগল সাম্রাজ্য ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে পারি—আসুন।

জয়সিংহ। তারপরে সম্রাট্ হবেন কে?

যশোবন্ত। কে! রাণা রাজসিংহ।

জয়সিংহ। আমি ঔরংজীবের প্রভুত্ব মান্‌তে পারি, কিন্তু রাজসিংহের প্রভুত্ব স্বীকার কর্ত্তে পারি না।

যশোবন্ত। কেন মহারাজ? তিনি স্বজাতি বলে?

জয়সিংহ। তা বৈকি। জ্ঞাতির দুর্ব্বাক্য সইব না! আমি কোন উচ্চ প্রবৃত্তির ভাণ করি না! সংসার আমার কাছে একটা হাট। যেখানে কম দামে বেশী পাবো, সেইখানেই যাবো। ঔরংজীব কম দামে বেশী দিচ্ছে। এই ধ্রুব সম্পৎ ত্যাগ করে' অনিশ্চিতের মধ্যে যেতে চাই না!

যশোবন্ত। হুঁ!—আচ্ছা মহারাজ। আপনি বিশ্রাম করুন গে। আমি ভেবে কাল উত্তর দিব।

জয়সিংহ। সে উত্তম কথা। ভেবে দেখ্‌বেন—এ শুদ্ধ সাংসারিক কেনা বেচা! আজ আমরা স্বাধীন রাজা না হ'তে পারি, রাজভক্ত প্রজা ত হ'তে পারি। রাজভক্তিও ধর্ম্ম। প্রস্থান

যশোবন্ত। হিন্দুর সাম্রাজ্য কবির স্বপ্ন। হিন্দুর প্রাণ বড়ই শুষ্ক, বড়ই হিম হ'য়ে গিয়েছে। আর পরস্পর জোড়া লাগে না। "স্বাধীন রাজা না হ'তে পারি, রাজভক্ত প্রজা ত হ'তে পারি।" ঠিক বলেছো জয়সিংহ! কার জন্য যুদ্ধ কর্ত্তে যাবো। দারা আমার কে?—নর্ম্মদার প্রতিশোধ খিজুয়ায় নিয়েছি।

মহামায়ার প্রবেশ

মহামায়া। একে প্রতিশোধ বল মহারাজ! আমি এতক্ষণ অন্তরালে দাঁড়িয়ে তোমার এই অপৌরুষ—সমভার নিক্তির আধারের মত এই আন্দোলন দেখছি!—খাসা! চমৎকার! বেশ বুঝে গেলে যে প্রতিশোধ নিয়েছো। একে প্রতিশোধ বল মহারাজ? ঔরংজীবের পক্ষ হ'য়ে তা'র শিবির লুঠ করে' পালানোর নাম প্রতিশোধ? এর চেয়ে যে পরাজয় ছিল ভালো। এ যে পরাজয়ের উপর পাপের ভার। রাজপুত-জাতি যে বিশ্বাসঘাতক হ'তে পারে তা তুমিই এই প্রথম দেখালে!

যশোবন্ত। লুঠ করবার আগে আমি ঔরংজীবের পক্ষ পরিত্যাগ করেছি মহামায়া।

মহামায়া। আর তা'র পশ্চাতে তা'র সম্পত্তি লুঠ করেছো।

যশোবন্ত। যুদ্ধ করে' লুঠ করেছি, অপহরণ করি নাই।

মহামায়া। একে যুদ্ধ বল?—ধিক্!

যশোবন্ত। মহামায়া! তোমার এই ছাড়া কি আর কথা নাই?

দিবারাত্র তোমার তিক্ত ভর্ৎসনা শুন্‌বার জন্যই কি তোমায় বিবাহ করেছিলাম ?

মহামায়া। নহিলে বিবাহ করেছিলে কেন মহারাজ ?

যশোবন্ত। কেন ! আশ্চর্য্য প্রশ্ন !—লোকে বিবাহ করে আবার কেন!

মহামায়া। হাঁ, কেন ? সম্ভোগের জন্য ? বিলাস-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য ? তাই কি ?—তাই কি ?

যশোবন্ত। (ঈষৎ ইতস্ততঃ করিয়া) হাঁ—এক রকম তাই বলতে হবে বৈকি।

মহামায়া। তবে একজন গণিকা রাখো না কেন ?

যশোবন্ত। ঝড় উঠ্‌ছে বুঝি !

মহামায়া। মহারাজ! যদি তোমার পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ কর্ত্তে চাও, যদি কামের সেবা করতে চাও ত তার স্থান কুলাঙ্গনার পবিত্র অন্তঃপুর নয়—তার স্থান বারাঙ্গনার সজ্জিত নরক। সেইখানে যাও। তুমি রৌপ্য দিবে সে রূপ দিবে। তুমি তার কাছে যাবে লালসার তাড়নায় আর সে তোমার কাছে আসবে জঠরের জ্বালায়। স্বামী-স্ত্রীর সে সম্বন্ধ নয়।

যশোবন্ত। তবে ?

মহামায়া। স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ ভালোবাসার সম্বন্ধ। সে যেমন তেমন ভালোবাসা নয়। সে ভালোবাসা প্রিয়জনকে দিন দিন হেয় করে না, দিন দিন প্রিয়তম করে, সে ভালোবাসা নিজের চিন্তা ভুলে যায়, আর তা'র দেবতার চরণে আপনাকে বলি দেয়, সে ভালোবাসা প্রভাত সূর্য্যরশ্মির মত যার উপরে পড়ে তাকেই স্বর্ণ-বর্ণ করে' দেয়, ভাগীরথীর বারিরাশির মত যার উপরে পড়ে তাকেই পবিত্র করে' দেয়, দেবতার বরের মত যার উপরে পড়ে তাকেই ভাগ্যবান করে—এ সেই ভালোবাসা; অচঞ্চল অনুদ্বিগ্ন, আনন্দময়—কারণ, উৎসর্গময়।

যশোবন্ত। তুমি আমাকে কি রকম ভালোবাসো মহামায়া?

মহামায়া। বাসি! তোমার গৌরব কোলে করে' আমি মর্ত্তে পারি—তা'র জন্য আমার এত চিন্তা, এত আগ্রহ যে, সে গৌরব ম্লান হ'য়ে গেছে দেখবার আগে আমার ইচ্ছা হয় যেন আমি অন্ধ হ'য়ে যাই! রাজপুত-জাতির গৌরব—মাড়বারের গৌরব তোমার হাতে নিঃস্ব হ'য়ে যাচ্ছে দেখ্‌বার আগে আমি মর্ত্তে চাই! আমি তোমায় এত ভালোবাসি।

যশোবন্ত। মহামায়া!

মহামায়া। চেয়ে দেখ—ঐ রৌদ্রদীপ্ত গিরিশ্রেণী—দূরে ঐ ধূসর বালু-স্তূপ। চেয়ে দেখ—ঐ পর্ব্বতস্রোতস্বতী—যেন সৌন্দর্য্যে কাঁপ্‌ছে। চেয়ে দেখ—ঐ নীল আকাশ, যেন সে নীলিমা নিংড়ে বার কর্চ্ছে! ঐ ঘুঘুর ডাক শোন; আর সঙ্গে সঙ্গে ভাবো যে এই স্থানে একদিন দেবতারা বাস কর্ত্তেন। মাড়বার আর মেবার বীরত্বের যমজপুত্র; মহত্ত্বের নৈশাকাশে বৃহস্পতি ও শুক্র তারা। ধীরে ধীরে সে মহিমার সমারোহ আমার সম্মুখ দিয়ে চলে' যাচ্ছে। এসো চারণবালকগণ! গাও সেই গান।

যশোবন্ত। মহামায়া!

মহামায়া। কথা কয়ো না। ঐ ইচ্ছা যখন আমার মনে আসে আমার মনে হয় যে তখন আমার পূজার সময়! শঙ্খ ঘণ্টা বাজাও; কথা কয়ো না।

যশোবন্ত। নিশ্চয় মস্তিষ্কের কোন রোগ আছে!

ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন

মহামায়া। কে তুমি সুন্দর, সৌম্য, শান্ত, আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালে! (চারণবালকগণের প্রবেশ) গাও বালকগণ! সেই গান গাও—আমার জন্মভূমি।

বালকদিগের প্রবেশ ও গীত—

ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা ;
তাহার মাঝে আছে দেশ এক—সকল দেশের সেরা ;
ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা ;
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে—আমার জন্মভূমি।
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা, কোথায় উজল এমন ধারা !
কোথায় এমন খেলে তড়িত এমন কালো মেঘে !
তার পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে উঠি, পাখীর ডাকে জেগে—
এমন দেশটি—ইত্যাদি—
এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়।
কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র আকাশ তলে মেশে।
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে।
এমন দেশটি—ইত্যাদি—
পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী ; কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখী,
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে—
তা'রা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে !
ভায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ ?
—ওমা তোমার চরণ দু'টি বক্ষে আমার ধরি'
আমার এই দেশেতে জন্ম—যেন এই দেশেতে মরি—
এমন দেশটি—ইত্যাদি—

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—টাণ্ডায় সুজার প্রাসাদ-কক্ষ। কাল—সন্ধ্যা

পিয়ারা গাহিতেছিলেন—

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম!
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে।

সুজার প্রবেশ

সুজা। শুনেছ পিয়ারা, যে দারা ঔরংজীবের কাছে শেষ যুদ্ধেও পরাজিত হয়েছেন?

পিয়ারা। হয়েছেন নাকি!

সুজা। ঔরংজীবের শ্বশুর তরোয়াল হাতে দারার পক্ষে লড়ে' মারা গিয়েছে—খুব জমকালো রকম না?

পিয়ারা। বিশেষ এমন কি!

সুজা। নয়? বৃদ্ধ যোদ্ধা নিজের জামাইএর বিপক্ষে লড়ে' মারা গেল—শুদ্ধ ধর্ম্মের খাতিরে। সোভানাল্লা!

পিয়ারা। এতে আমি 'কেয়াবৎ' পর্য্যন্ত বল্‌তে রাজি আছি। তা'র উপরে উঠ্‌তে রাজি নই।

সুজা। যশোবন্ত সিংহ যদি এবার দারার সঙ্গে সসৈন্যে যোগ দিত—তা দিলে না। দারাকে সাহায্য কর্ত্তে স্বীকৃত হ'য়ে শেষে কিনা পিছু হট্‌লে।

পিয়ারা। আশ্চর্য্য ত!

সুজা। এতে আশ্চর্য্য হচ্ছ কি পিয়ারা? এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নাই।

পিয়ারা। নেই নাকি? আমি ভাব্‌লাম বুঝি আছে; তাই আশ্চর্য্য হচ্ছিলাম।

সুজা। মহারাজ যেমন এই খিজুয়া-যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, এবার দারাকে ঠিক সেই রকম প্রতারণা করেছে। এর মধ্যে আবার আশ্চর্য্য কি!

পিয়ারা। তা আর কি—আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি—

সুজা। আবার আশ্চর্য্য!

পিয়ারা। না না! তা নয়। আগে শেষ পর্য্যন্ত শোনই।

সুজা। কি?

পিয়ারা। আমি এই ভেবে আশ্চর্য্য হচ্ছি—যে আগে আশ্চর্য্য হচ্ছিলাম কি ভেবে?

সুজা। আশ্চর্য্য যদি বল, তবে আশ্চর্য্য হবার ব্যাপার একটা হয়েছে।

পিয়ারা। সেটা হচ্ছে কি?

সুজা। সেটা হচ্ছে এই যে, ঔরংজীবের পুত্র মহম্মদ, আমার মেয়ের জন্য তা'র বাপের পক্ষ ছেড়ে আমার পক্ষে যোগ দিল কি ভেবে।

পিয়ারা। তা'র মধ্যে আশ্চর্য্য কি! প্রেমের জন্য লোকে এর চেয়ে অনেক বেশী শক্ত কাজ করেছে। প্রেমের জন্য লোকে পাঁচিল টপ্‌কেছে, ছাদ থেকে লাফিয়েছে, সাঁতারে নদী পার হয়েছে, আগুনে ঝাঁপ দিয়েছে, বিষ খেয়ে মরেছে! এটা ত একটা তুচ্ছ ব্যাপার! বাপকে ছেড়েছে। ভারি কাজ করেছে। ও ত সবাই করে। আমি এতে আশ্চর্য্য হ'তে রাজি নই।

সুজা। কিন্তু—না—এ বেশ একটু আশ্চর্য্য! সে যাহোক্ কিন্তু মহম্মদ আর আমি মিলে এবারে ঔরংজীবের সৈন্যকে বঙ্গদেশ থেকে তাড়িয়েছি।

পিয়ারা। তোমার কি যুদ্ধ ভিন্ন কথা নাই? আমি যত তোমায় ভুলিয়ে রাখতে চাই, তুমি ততই শিষ্ পা তোলো। রাশ মান্‌তে চাও না।

সুজা। যুদ্ধে একটা বিরাট আনন্দ আছে। তার উপরে—

বাঁদীর প্রবেশ

বাঁদী। এক ফকির দেখা কর্ত্তে চায় জ াহাপনা।

পিয়ারা। কি রকম ফকির—লম্বা দাড়ি?

বাঁদী। হাঁ মা! সে বলে যে বড় দরকার, এক্ষণই!

সুজা। আচ্ছা, এখানেই নিয়ে এসো।—পিয়ারা তুমি ভেতরে যাও।

পিয়ারা। বেশ, তুমি আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছ। বেশ। আমি যাচ্ছি!

প্রস্থান

সুজা। যাও, এখানে তাকে পাঠিয়ে দাও।

বাঁদীর প্রস্থান

সুজা। পিয়ারা এক হাস্যের ফোয়ারা—একটা অর্থশূন্য বাক্যের নদী। এই রকম করে' সে আমাকে যুদ্ধের চিন্তা থেকে ভুলিয়ে রাখে।

দিলদারের প্রবেশ

দিলদার। বন্দেগি সাহাজাদা! সাহাজাদার একখানি চিঠি!

পত্র প্রদান

সুজা। (পত্র লইয়া খুলিয়া পাঠ) এ কি! তুমি কোথা থেকে এসেছো?

দিলদার। পত্রে দস্তখত নেই কি সাহাজাদা!—চেহারা দেখলেই সাহাজাদার বুদ্ধি টের পাওয়া যায়! খুব চাল চেলেছেন।

সুজা। কি চাল ?

দিলদার। সাহাজাদা যে সুজার মেয়ে বিয়ে করে'—উঃ—খুব ফিকির করেছেন। সম্মুখ থেকে তীর মারার চেয়ে পিছন দিক্ থেকে—উঃ! বাপ্‌কা বেটা কি না;

সুজা। পিছন থেকে তীর মার্চ্ছে কে ?

দিলদার। ভয় কি—আমি কি এ কথা সুজা সুলতানকে বল্‌তে যাচ্ছি। চিঠিটা যেন তাঁকে ভুলে দেখিয়ে ফেল্‌বেন না সাহাজাদা!

সুজা। আরে ছাই আমিই যে সুলতান সুজা; মহম্মদ ত আমার জামাই।

দিলদার। বটে! চেহারা ত বেশ যুবা পুরুষের মত রেখেছেন। শুনুন—বেশী চালাকী কর্ব্বেন না। আপনি যদি মহম্মদ হন যা' বল্‌ছি ঠিক বুঝতে পারছেন। আর—যদি সুলতান সুজা হন, ত' যা' বলছি তা'র এক বর্ণও সত্য নয়।

সুজা। আচ্ছা, তুমি এখন যাও। এর বিহিত আমি এখনই কর্চ্ছি—তুমি বিশ্রাম করগে যাও।

দিলদার। যে আজ্ঞে।

দিলদারের প্রস্থান

সুজা। এ ত মহাসমস্যায় পড়্‌লাম! বাহিরের শত্রুর জ্বালায়ই অস্থির। তার উপর ঔরংজীব আবার ঘরে শত্রু লাগিয়েছে, কিন্তু যাবে কোথায়! হাতে হাতে ব্যবস্থা কর্চ্ছি। ভাগ্যিস এই পত্র আমার হাতে পড়েছিল—এই যে মহম্মদ।

মহম্মদের প্রবেশ

সুজা। মহম্মদ! পড় এই পত্র।

মহম্মদ। (পড়িয়া) এ কি! এ কার পত্র ?

সুজা। তোমার পিতার! স্বাক্ষর দেখছো না ? তুমি ঈশ্বরকে

সাক্ষী করে' তাঁকে পত্র লিখেছিলে যে, তুমি যে তোমার পিতার বিরুদ্ধাচরণ করছো, সে অন্যায় তোমার শ্বশুরের অর্থাৎ আমার প্রতি শাঠ্য দিয়ে পরিশোধ কর্ব্বে।

মহম্মদ। আমি তাঁকে কোন পত্রই লিখি নি। এ কপট পত্র।

সুজা। বিশ্বাস কর্ত্তে পার্লাম না! তুমি আজই এই দণ্ডে আমার বাড়ী পরিত্যাগ কর।

মহম্মদ। সে কি! কোথায় যাবো?

সুজা। তোমার পিতার কাছে।

মহম্মদ। কিন্তু আমি শপথ কর্চ্ছি—

সুজা। না, ঢের হয়েছে—আমি সম্মুখ যুদ্ধে পারি কি হারি—সে স্বতন্ত্র কথা। ঘরে শত্রু পুষতে পারি না।

মহম্মদ। আমি—

সুজা। কোন কথা শুনতে চাই না। যাও, এখনি যাও।

মহম্মদের প্রস্থান

সুজা। হাতে হাতে ব্যবস্থা করেছি। ভারি বুদ্ধি করেছিলে দাদা; কিন্তু যাবে কোথায়! তুমি বেড়াও ডালে ডালে, আর আমি বেড়াই পাতায় পাতায়!—এই যে পিয়ারা।

পিয়ারার প্রবেশ

সুজা। পিয়ারা! ধরে' ফেলেছি।

পিয়ারা। কাকে?

সুজা। মহম্মদকে। বেটা মতলব ফেঁদে এসেছিল। তোমাকে এখনি বল্‌ছিলাম না যে, এ বেশ একটু খটকা! এখন সেটা বোঝা যাচ্ছে। জলের মত সাফ হ'য়ে গিয়েছে। তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি!

পিয়ারা। কাকে?

সুজা। মহম্মদকে।

পিয়ারা। সে কি!

সুজা। বাইরে শত্রু, ঘরে শত্রু—ধন্য ভায়া—বুদ্ধি করেছিলে বটে! কিন্তু পার্লে না। ভারি ধরেছি!—এই দেখ পত্র!

পিয়ারা। (পত্রপড়িয়া) তোমার মাথা খারাপ হয়েছে! হাকিম দেখাও।

সুজা। কেন?

পিয়ারা। এ ছল—কপট পত্র বুঝতে পার্চ্ছ না? ঔরংজীবের ছল। এইটে বুঝতে পার্চ্ছ না?

সুজা। না, সেটা ঠিক বুঝতে পার্চ্ছি নে।

পিয়ারা। এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি গিয়েছো—ঔরংজীবের সঙ্গে যুদ্ধ কর্ত্তে। ছেলে ধর্ত্তে পার না, কেউটে ধর্ত্তে যাও। তা' আমাকে একবার জিজ্ঞাসাও কর্লে না; জামাইকে দিলে তাড়িয়ে! চল, এখন মেয়ে জামাইকে বোঝাইগে।

সুজা। পত্র কপট? তাই নাকি? কৈ তা ত তুমি বল্লে না—তা সাবধান হওয়া ভাল।

পিয়ারা। তাই জামাইকে দিলে তাড়িয়ে!

সুজা। তাই ত। তা হ'লে ভারি ভুল হ'য়ে গিয়েছে বল্তে হবে। যা' হোক্ শোন এক ফিকির করেছি। মেয়েকে তার সঙ্গে দিচ্ছি! আর যথারীতি যৌতুক দিচ্ছি! দিয়ে মেয়েকে তার সঙ্গে শ্বশুরবাড়ী পাঠাচ্ছি, এতে দোষ নাই। ভয় কি—চল জামাইকে তাই বুঝিয়ে বলি। তাই বলে' তাকে বিদায় দেই।

পিয়ারা। কিন্তু বিদায় দেবে কেন?

সুজা। সময় খারাপ। সাবধান হওয়া ভাল। বোঝ না—চল বোঝাইগে।

উভয়ে নিষ্ক্রান্ত

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—জিহন খাঁর গৃহে দরবার-কক্ষ। কাল—রাত্রি

সিপার ও জহরৎ দণ্ডায়মান

জহরৎ। সিপার !

সিপার। কি জহর !

জহরৎ। দেখ্ছো !

সিপার। কি !

জহরৎ। যে আমরা এই রকম বন্য জন্তুর মত বন হ'তে বনান্তরে প্রতাড়িত ; হত্যাকারীর মত এক গহ্বর থেকে পালিয়ে আর এক গহ্বরে গিয়ে মাথা লুকোচ্ছি ; পথের ভিখারীর মত এক গৃহস্থের দ্বারে পদাহত হ'য়ে আর এক গৃহস্থের দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা কুড়িয়ে বেড়াচ্ছি।—দেখ্ছো ?

সিপার। দেখ্ছি ; কিন্তু উপায় কি ?

জহরৎ। উপায় কি ? পুরুষ তুমি—স্থির স্বরে বল্ছো "উপায় কি ?" আমি যদি পুরুষ হতাম, ত এর উপায় কর্ত্তাম।

সিপার। কি উপায় কর্ত্তে ?

জহরৎ। (ছোরা বাহির করিয়া) এই ছোরা নিয়ে গিয়ে দস্যু ঔরংজীবের বুকে বসিয়ে দিতাম।

সিপার। হত্যা !

জহরৎ। হ্যাঁ হত্যা ; চম্‌কে উঠলে যে ?—হত্যা। নাও এই ছোরা, দিল্লী যাও। তুমি বালক, তোমায় কেউ সন্দেহ কর্ব্বে না—যাও।

সিপার। কখন না। হত্যা কর্ব্ব না।

জহরৎ। ভীরু ! দেখ্ছো—মা মর্চ্ছেন ! দেখ্ছো—বাবা উন্মাদের মত হ'য়ে গিয়েছেন। বসে' বসে' দেখ্ছো !

সিপার। কি কর্ব্ব!

জহরৎ। কাপুরুষ!

সিপার। আমি কাপুরুষ নই জহরৎ! আমি যুদ্ধক্ষেত্রে পিতার পার্শ্বে হস্তিপৃষ্ঠে বসে' যুদ্ধ করেছি। প্রাণের ভয় করি না; কিন্তু হত্যা কর্ব্ব না।

জহরৎ। উত্তম!

প্রস্থান

সিপার। এ নিষ্ফল ক্রোধ ভঙ্গি! কোন উপায় নাই!

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—নাদিরার কক্ষ। কাল—রাত্রি

খট্বাঙ্গের উপর নাদিরা শয়ানা। পার্শ্বে দারা
অন্য পার্শ্বে সিপার ও জহরৎ

দারা। নাদিরা! সংসার আমাকে পরিত্যাগ করেছে—ঈশ্বর আমায় পরিত্যাগ করেছেন। একা তুমি আমায় এতদিন পরিত্যাগ কর নাই। তুমিও আমায় ছেড়ে চল্লে!

নাদিরা। আমার জন্য অনেক সহ্য করেছো নাথ! আর—

দারা। নাদিরা! দুঃখের জ্বালায় ক্ষিপ্ত হ'য়ে তোমায় অনেক কুবাক্য বলেছি—

নাদিরা। নাথ! তোমার দুঃখের সঙ্গিনী হওয়াই আমার পরম গৌরব। সে গৌরবের স্মৃতি নিয়ে আমি পরলোকে চল্লাম—সিপার—বাবা! মা-জহরৎ! আমি যাচ্ছি—

সিপার। তুমি কোথায় যাচ্ছ মা?

নাদিরা। কোথায় যাচ্ছি তা আমি জানি না। তবে যেখানে যাচ্ছি সেখানে বোধ হয় কোন দুঃখ নাই—ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা নাই, রোগ তাপ নাই, দ্বেষ দ্বন্দ্ব নাই।

সিপার। তবে আমরাও সেখানে যাবো মা—চল বাবা! আর সহ্য হয় না।

নাদিরা। আর কষ্ট পেতে হবে না বাছা। তোমরা জিহন খাঁর আশ্রয়ে এসেছো! আর দুঃখ নাই।

সিপার। এই জিহন খাঁ কে বাবা?

দারা। আমার একজন পুরাতন বন্ধু।

নাদিরা। তাঁকে তোমার বাবা দু'বার মৃত্যু থেকে বাঁচিয়েছিলেন। তিনি তোমাদের আদর যত্ন কর্ব্বেন।

সিপার। কিন্তু আমি তাকে কখনও ভালোবাসবো না।

দারা। কেন সিপার ?

সিপার। তা'র চেহারা ভাল নয়। এখনই সে তা'র এক চাকরকে ফিস্‌ফিস্ করে' কি বল্‌ছিল—আর আমার দিকে এ রকম চোরা চাহনি চাচ্ছিল—যে আমার বড় ভয় কর্ল্ল মা! আমি ছুটে তোমার কাছে পালিয়ে এলাম।

দারা। সিপার সত্য বলেছে নাদিরা! জিহনের মুখে একটা কুটিল হাসি দেখেছি, তা'র চক্ষে একটা হিংস্র দীপ্তি দেখেছি, তা'র নিম্নস্বরে বোধ হচ্ছিল যেন সে একখানা ছোরা শানাচ্ছে। সেদিন যখন সে আমার পদতলে পড়ে', তা'র প্রাণভিক্ষা চেয়েছিল, তখন সে চেহারা এক রকমের; আর এ আর এক রকমের চেহারা। এ চাহনি, এ স্বর, এ ভঙ্গিমা—আমার অপরিচিত।

নাদিরা। তবু ত তাকে তুমি দু'বার বাঁচিয়েছিলে। সে মানুষ ত, সর্প ত নয়।

দারা। মানুষকে আর বিশ্বাস নেই নাদিরা! দেখছি সে সর্পের চেয়েও খল হয়! তবে মাঝে মাঝে—কি নাদিরা! বড় যন্ত্রণা হচ্ছে!

নাদিরা। না, কিছু না! আমি তোমার কাছে আছি। তোমার স্নেহদৃষ্টির অমৃতে সব যন্ত্রণা গলে যাচ্ছে; কিন্তু আমার আর সময় নেই—তোমার হাতে সিপারকে সঁপে দিয়ে গেলাম—দেখো!—পুত্র সোলেমানের সঙ্গে—আর দেখা হ'লো না—ঈশ্বর! (মৃত্যু)

দারা। নাদিরা! নাদিরা!—না। সব হিম স্তব্ধ!

সিপার। মা! মা!

দারা। দীপ নির্ব্বাণ হয়েছে।

জহরৎ নিজের বক্ষ সবলে চাপিয়া উর্দ্ধদিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

চারিজন সৈনিকসহ জিহন খাঁর প্রবেশ

দারা। কে তোমরা; এ সময় এ স্থানে এসে কলুষিত কর?

জিহন। বন্দী কর।

দারা। কি! আমায় বন্দী কর্ব্বে জিহন খাঁ!

সিপার। (দেওয়াল হইতে তরবারি লইয়া) কার সাধ্য?

দারা। সিপার তরবারি রাখো!—এ বড় পবিত্র মুহূর্ত্ত; এ মহাপুণ্য তীর্থ! এখনও নাদিরার আত্মা এখানে পক্ষ গুটিয়ে আছে—পৃথিবীর সুখদুঃখ থেকে বিদায় নেবার পূর্ব্বে একবার চারিদিকে চেয়ে শেষ দেখা দেখে নিচ্ছে। এখনও স্বর্গ থেকে দেবীরা তা'কে সেখানে নিয়ে যাবার জন্যে এসে পোঁছে নি! তা'কে ত্যক্ত কোরো না—আমায় বন্দী কর্ত্তে চাও জিহন খাঁ?

জিহন। হাঁ সাহাজাদা।

দারা। ঔরংজীবের আজ্ঞায় বোধ হয়!

জিহন। হাঁ সাহাজাদা।

দারা। নাদিরা! তুমি শুন্তে পাচ্ছ না ত! তা হ'লে ঘৃণায় তোমার মৃতদেহ নড়ে উঠ্‌বে, তুমি নাকি ঈশ্বরকে বড় বিশ্বাস কর্ত্তে!

জিহন। এঁকে শৃঙ্খল দিয়ে বাঁধো। যদি কোন বাধা দেন ত তরবারি ব্যবহার কর্ত্তে দ্বিধা কর্ব্বে না।

দারা। আমি বাধা দিচ্ছি না। আমায় বাঁধো। আমি কিছু আশ্চর্য্য হচ্ছি না। আমি এইরূপই একটা কিছু প্রত্যাশা করে' আস্-

৮

ছিলাম। অন্যে হয়ত অন্যরূপ আশা কর্ত্ত। অন্যে হয়ত ভাব্‌তো যে এ কত বড় কৃতঘ্নতা যে, যাকে আমি দু'বার বাঁচিয়েছি, সে আমায় কপট আশ্রয় দিয়ে বন্দী করে—এ কত বড় নৃশংসতা। আমি তা ভাবি না। আমি জানি জগতে সব—সব উচ্চ প্রবৃত্তি সাপের ভয়ে মাটির মধ্যে মাথা লুকিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে—উপর দিকে চোখ তুলে চাইতেও সাহস কচ্ছে না। আমি জানি পৃথিবীতে ধর্ম্ম এখন স্বার্থসিদ্ধি, নীতি—শাঠ্য, পূজা—খোসামোদ, কর্ত্তব্য—জোচ্চোরি। উচ্চ প্রবৃত্তিগুলো এখন বড় পুরাতন হ'য়ে গিয়েছে। সভ্যতার আলোকে ধর্ম্মের অন্ধকার সরে গিয়েছে! সে ধর্ম্ম যা কিছু আছে এখন বোধ হয় কৃষকের কুটিরে, ভীল কোল মুণ্ডাদের অসভ্যতার মধ্যে।—কর জিহন খাঁ, আমায় বন্দী কর।

সিপার। তবে আমায়ও বন্দী কর।

জিহন। তোমায়ও ছাড়্‌চি না সাহাজাদা! সম্রাটের কাছে প্রচুর পুরস্কার পাব।

দারা। পাবে বৈকি! এত বড় কৃতঘ্নতার দাম পাবে না? তাও কখনও হয়? প্রচুর অর্থ পাবে। আমি কল্পনায় তোমার সেই দীপ্ত মুখখানি দেখ্‌তে পাচ্ছি। কি আনন্দ!—প্রচুর অর্থ পাবে! সঙ্গে করে' পরকালে নিয়ে যেও।

জিহন। তবে আর কি—বন্দী কর!

দারা। কর।—না এখানে না! বাইরে চল! এ স্বর্গে নরকের অভিনয় কেন! এত বড় অভিনয় এখানে! মা বসুন্ধরা! এতখানি বহন কচ্ছ! নীরবে সহ্য কচ্ছ ঈশ্বর! হাত দু'খানি গুটিয়ে বেশ এই সব দেখ্‌ছো।—চল জিহন খাঁ, বাইরে চল।

সকলে যাইতে উদ্যত

দারা। দাঁড়াও, একটা অনুরোধ করে' যাই জিহন খাঁ! রাখ্‌বে কি? জিহন খাঁ, এই দেবীর মৃতদেহ লাহোরে পাঠিয়ে দিও! সেখানে সম্রাট্ পরিবারের কবর ভূমিতে যেন তাকে গোর দেওয়া হয়। দেবে কি? আমি তোমাকে দু'বার বাঁচিয়েছি বলেই এ দান ভিক্ষা চাইছি। নৈলে এতটুকুও তোমার কাছে চাইতে পার্ত্তাম না—দেবে কি?

জিহন। যে আজ্ঞে যুবরাজ! এ কাজ না কর্লে আমার প্রভু ঔরংজীব যে ক্রুদ্ধ হবেন!

দারা। তোমার প্রভু ঔরংজীব! হুঁ—আমার আর কোন ক্ষোভ নাই! চল—(ফিরিয়া) নাদিরা!

এই বলিয়া দারা ফিরিয়া আসিয়া সহসা নাদিরার শয্যাপার্শ্বে জানু পাতিয়া বসিয়া হস্তদ্বয়ের উপর মুখ ঢাকিলেন, পরে উঠিয়া জিহন খাঁকে কহিলেন—

চল জিহন খাঁ!

সকলে বাহিরে চলিলেন। সিপার নাদিরার মৃতদেহের প্রতি চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিল

দারা। (রুক্ষভাবে) সিপার!

সিপারের রোদন ভয়ে থামিয়া গেল। সকলে নীরবে বাহিরে চলিয়া গেলেন

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—যোধপুরের প্রাসাদ। কাল—সায়াহ্ন

যশোবন্ত সিংহ ও মহামায়া দণ্ডায়মান

মহামায়া। হতভাগ্য দারার প্রতি কৃতঘ্নতার পুরস্কার স্বরূপ গুর্জ্জর প্রদেশ পেয়ে সন্তুষ্ট আছো ত মহারাজ!

যশোবন্ত। তাতে আমার অপরাধ কি মহামায়া?

মহামায়া। না অপরাধ কি? এ তোমার মহৎ সম্মান, পরম গৌরব।

যশোবন্ত। গৌরব না হ'তে পারে, তবে, তার মধ্যে অন্যায় আমি কিছু দেখি নি! দারার সঙ্গে যোগ দেওয়া না দেওয়া আমার ইচ্ছা অনিচ্ছা। দারা আমার কে?

মহামায়া। আর কেউ নয়—প্রভু মাত্র!

যশোবন্ত। প্রভু! এককালে ছিলেন বটে; আর কেউ নয়।

মহামায়া। সত্যই ত! দারা আজ নিয়তিচক্রের নীচে, ভাগ্যের লাঞ্ছিত, মানবের ধিক্কৃত। আর তাঁ'র সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি? দারা তোমার প্রভু ছিলেন—যখন তিনি পুরস্কার দিতে পার্ত্তেন, বেত্রাঘাত কর্ত্তে পার্ত্তেন।

যশোবন্ত। আমাকে!

মহামায়া। হায় মহারাজ। 'ছিলেন' এর কি কোন মূল্য নাই? অতীতকে কি একেবারে লুপ্ত করে' দিতে পারো? বর্ত্তমান থেকে একেবারে কি তাকে বিচ্ছিন্ন করে' দিতে পারো? একদিন যিনি তোমার দয়াল প্রভু ছিলেন, আজ তোমার কাছে কি তাঁ'র কোন মূল্য নাই? ধিক্!

যশোবন্ত। মহামায়া! তোমার সঙ্গে আমার তর্ক কর্ব্বার সম্বন্ধ

নয়। আমি যা উচিত বিবেচনা কর্চ্ছি তাই করে' যাচ্ছি। তোমার কাছে উপদেশ চাই না।

মহামায়া। তা চাইবে কেন? যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে ফিরে এসে, বিশ্বাসঘাতক হয়ে ফিরে এসে, কৃতঘ্ন হয়ে ফিরে এসে—তুমি চাও, আমার ভক্তি! না?

যশোবন্ত। সে কি বড় বেশী প্রত্যাশা মহামায়া!

মহামায়া। না সম্পূর্ণ স্বাভাবিক! ক্ষত্রিয় বীর তুমি—ক্ষত্রকুলের অবমাননা করেছো! জানো সমস্ত রাজপুতনা তোমায় ধিক্কার দিচ্ছে। বল্‌ছে যে ঔরংজীবের শ্বশুর সাহ নাবাজ দারার পক্ষ হ'য়ে তা'র জামাতার বিপক্ষে যুদ্ধ করে' মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর্ল, আর তুমি দারাকে আশা দিয়ে শেষে কাপুরুষের মত সরে দাঁড়ালে!—হায় স্বামী! কি বলবো, তোমার এই অপমানে আমার শিরায় অগ্নিস্রোত ব'য়ে যাচ্ছে, কিন্তু সে অপমান তোমাকে স্পর্শও কর্চ্ছে না! আশ্চর্য্য বটে!

যশোবন্ত। মহামায়া—

মহামায়া। আর কেন! যাও, তোমার নূতন প্রভু ঔরংজীবের কাছে যাও।

সরোষে প্রস্থান

যশোবন্ত। উত্তম! তাই হবে। এতদূর অবজ্ঞা! বেশ তাই হবে।

প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—আগ্রার প্রাসাদে সাজাহানের কক্ষ। কাল—রাত্রি

সাজাহান ও জাহানারা

সাজাহান। আবার কি দুঃসংবাদ কন্যা। আর কি বাকি আছে? দারা আবার পরাজিত হয়ে বাখরের দিকে পালিয়েছে। সুজা বন্য আরাকানের রাজার গৃহে সপরিবারে ভিক্ষুক! মোরাদ গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী। আর কি দুঃসংবাদ দিতে পারো কন্যা?

জাহানারা। বাবা! এ আমারই দুর্ভাগ্য যে আমিই আপনার নিকট রোজ দুঃসংবাদের বস্তা বহে' আনি; কিন্তু কি কর্ব্ব বাবা! দুর্ভাগ্য একা আসে না!

সাজাহান। বল। আর কি?

জাহানারা। বাবা, ভাই দারা ধরা পড়েছে!

সাজাহান। ধরা পড়েছে?—কি রকমে ধরা পড়লো?

জাহানারা। জিহন খাঁ তাকে ধরিয়ে দিয়েছে।

সাজাহান। জিহন খাঁ! জিহন খাঁ! কি বল্‌ছিস্ জাহানারা? জিহন খাঁ!

জাহানারা। হাঁ বাবা।

সাজাহান। পৃথিবীর কি অন্তিম সময় ঘনিয়ে এসেছে!

জাহানারা। শুনলাম, পরশু দারা আর তা'র পুত্র সিপারকে এক কঙ্কালসার হাতীর পিঠে বসিয়ে দিল্লীনগর প্রদক্ষিণ করিয়ে আনা হয়েছে। তা'দের পরিধানে ময়লা শাদা কাপড়। তা'দের এই অবস্থা দেখে সেই রাজপুরীর একটি লোক নেই যে কাঁদেনি।

সাজাহান! তবু তা'দের মধ্যে কেউ দারাকে উদ্ধার কর্ত্তে ছুটলো না? কেবল শশকের মত ঘাড় উঁচু করে' দেখলে? তা'রা কি পাষাণ?

জাহানারা। না বাবা! পাষাণও উত্তপ্ত হয়। তা'রা পাঁক। ঔরংজীবের ভাড়া করা বন্দুকগুলি দেখে তা'রা সব ত্রস্ত; যেন একটা যাদুকরের মন্ত্রমুগ্ধ; কেউ মাথা তুল্‌তে সাহস কর্চ্ছে না। কাঁদ্‌ছে—তাও মুখ লুকিয়ে—পাছে ঔরংজীব দেখতে পায়।

সাজাহান। তার পর।

জাহানারা। তার পরে ঔরংজীব দারাকে খিজিরাবাদে একটা জঘন্য গৃহে বন্দী করে' রেখেছে!

সাজাহান। আর সিপার আর জহরৎ?

জাহানারা। সিপার তা'র পিতার সঙ্গ ছাড়ে নি। জহরৎ এখন ঔরংজীবের অন্তঃপুরে।

সাজাহান। ঔরংজীব এখন দারাকে নিয়ে কি কর্ব্বে জানিস্?

জাহানারা। কি কর্ব্বে তা জানি না—কিন্তু—কিন্তু—

সাজাহান। কি জাহানারা!

জাহানারা। যদি তাই করে বাবা!

সাজাহান। কি! কি জাহানারা? মুখ ঢাকছিস্ যে! তা—কি সম্ভব!—ভাই কি ভাইকে হত্যা কর্ব্বে?

জাহানারা। চুপ্। ও কার পদশব্দ! শুন্তে পেয়েছে!—বাবা আপনি কি কর্লেন! কি কর্লেন!

সাজাহান। কি করেছি?

জাহানারা। ও কথা উচ্চারণ কর্‌লেন!—আর রক্ষা নাই!

সাজাহান। কেন?

জাহানারা। হয়ত ঔরংজীব দারাকে হত্যা কর্ত্ত না। হয়ত এত বড় পাতক তারও মনে আস্‌তো না; কিন্তু আপনি সে কথা তা'র মনে করিয়ে দিলেন! কি কর্‌লেন! কি কর্‌লেন! সর্ব্বনাশ করেছেন!

সাজাহান। ঔরংজীব ত এখানে নাই। কে শুনেছে?

জাহানারা। সে নাই, কিন্তু এই দেওয়াল ত আছে, বাতাস ত আছে, এই প্রদীপ ত আছে। আজ সব যে তা'র সঙ্গে যোগ দিয়েছে? আপনি ভাব্‌ছেন যে এ আপনার প্রাসাদ?—না, ঔরংজীবের পাষাণ হৃদয়! ভাব্‌ছেন এ বাতাস? তা নয়, এ ঔরংজীবের বিষাক্ত নিশ্বাস! এ প্রদীপ নয়—এ তা'র চক্ষের জল্লাদ দৃষ্টি! এ প্রাসাদে, এ রাজপুরে, এ সাম্রাজ্যে, আপনার আমার একজন বন্ধু আছে ভেবেছেন বাবা? না, নেই! সব তা'র সঙ্গে যোগ দিয়েছে। সব খোসামুদের দল! জোচ্চোরের দল!—এ কার ছায়া?

সাজাহান। কে?

জাহানারা। না কেউ নয়। ওদিকে কি দেখছেন বাবা!

সাজাহান। দেব লাফ?

জাহানারা। সে কি বাবা!

সাজাহান। দেখি যদি দারাকে রক্ষা কর্ত্তে পারি।—তাকে তা'রা হত্যা কর্ত্তে যাচ্ছে। আর আমি এখানে নারীর মত, শিশুর মত নিরুপায়। চোখের উপরে এই দেখ্‌ছি অথচ খাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি, বেঁচে রয়েছি, কিছু কর্চ্ছি না!—দেই লাফ।

জাহানারা। সে কি বাবা! এখান থেকে লাফ দিলে যে নিশ্চিত মৃত্যু!

সাজাহান। হ'লেই বা! দেখি যদি বাঁচাতে পারি।—যদি পারি।

জাহানারা। বাবা! আপনি জ্ঞান হারিয়েছেন? মরে' গেলে আর দারাকে রক্ষা কর্ব্বেন কি করে'?

সাজাহান। তা বটে! তা বটে! আমি মরে' গেলে দারাকে বাঁচাবো কি করে'? ঠিক বলেছিস্। তবে—তবে—আচ্ছা একবার ঔরংজীবকে এখানে নিয়ে আস্‌তে পরিস্ নে জাহানারা?

জাহানারা। না বাবা, সে আস্‌বে না। নইলে আমি যে নারী—আমি তার সঙ্গে হাতে হাতে লড়ে' দেখ্‌তাম। সেদিন মুখোমুখি হ'য়ে পড়েছিলাম, কিছু কর্ত্তে পারি নি ; সেই জন্য আমার পর্য্যন্ত আর বাইরে যাবার হুকুম নেই। নৈলে একবার হাতে হাতে লড়ে' দেখ্‌তাম।

সাজাহান। দিই লাফ! দেবো লাফ? লক্ষ প্রদানে উদ্যত

জাহানারা। বাবা, উন্মত্ত হবেন না।

সাজাহান। সত্যই ত আমি পাগল হ'য়ে যাচ্ছি নাকি!—না না না। আমি পাগল হব না! ঈশ্বর! এই শীর্ণ দুর্ব্বল জরাজীর্ণ নেহাৎই অসহায় সাজাহানকে দেখ ঈশ্বর। তোমার দয়া হচ্ছে না? দয়া হচ্ছে না? পুত্র পিতাকে বন্দী করে' রেখেছে—যে পুত্র তার ভয়ে একদিন কাঁপতো—এতখানি অবিচার, এতখানি অত্যাচার, এতখানি অস্বাভাবিক ব্যাপার তোমার নিয়মে সৈছে? সৈতে পাচ্ছে! আমি এমন কি পাপ করেছিলাম খোদা—যে আমার নিজের পুত্র—ওঃ!

জাহানারা। একবার যদি এখন তাকে মুখোমুখি পাই তা হ'লে—

দন্তঘর্ষণ

সাজাহান। মমতাজ! বড় ভাগ্যবতী তুমি, যে এ মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য তোমায় দেখতে হচ্ছে না। বড় পুণ্যবতী তুমি, তাই আগেই মরে' গিয়েছো।—জাহানারা!

জাহানারা। বাবা!

সাজাহান। তোকে আশীর্ব্বাদ করি—

জাহানারা। কি বাবা?

সাজাহান। যেন তোর পুত্র না হয়, শত্রুরও যেন পুত্র না হয়।

এই বলিয়া সাজাহান চলিয়া গেলেন

জাহানারা বিপরীত দিকে চলিয়া গেলেন

ষষ্ঠ দৃশ্য

ঔরংজীব একখানি পত্রিকা হস্তে বেড়াইতেছিলেন

ঔরংজীব। এই দারার মৃত্যুদণ্ড।—এ কাজীর বিচার!—আমার অপরাধ কি!—আমি কিন্তু—না, কেন—এ বিচার! বিচারকে কলুষিত কর্ব্ব কেন! এ বিচার।

দিলদারের প্রবেশ

দিলদার। এ হত্যা!

ঔরংজীব। (চমকিয়া) কে!—দিলদার!—তুমি এখানে?

দিলদার। আমি ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় আছি জাঁহাপনা! দেখে নেবেন। আর আমি যদি এখানে না থাকতাম, তা হ'লেও এ হত্যা—

ঔরংজীব। (কম্পিত স্বরে) হত্যা!—না দিলদার, এ কাজীর বিচার!

দিলদার। সম্রাট্ স্পষ্ট কথা বল্‌বো?

ঔরংজীব। বল।

দিলদার। সম্রাট্! আপনি হঠাৎ কেঁপে উঠ্‌লেন যে! আপনার স্বর যেন শুষ্ক বাতাসের উচ্ছ্বাসের মত বেরিয়ে এলো। কেন জাঁহাপনা! সত্য কথা বল্‌বো?

ঔরংজীব। দিলদার!

দিলদার। সত্য কথা—আপনি দারার মৃত্যু চান।

ঔরংজীব। আমি?

দিলদার। হাঁ—আপনি।

ঔরংজীব। কিন্তু এ কাজীর বিচার।

দিলদার। বিচার! জাঁহাপনা, সে কাজীরা যখন দারার মৃত্যুদণ্ড

উচ্চারণ কর্চ্ছিল, তখন তা'রা ঈশ্বরের মুখের দিকে চেয়ে ছিল না। তখন তা'রা জাঁহাপনার সহাস্য মুখখানি কল্পনা কর্চ্ছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে তাদের গৃহিণীদের নূতন অলঙ্কারের ফর্দ্দ কর্চ্ছিল। বিচার! যেখানে মাথার উপর প্রভুর আরক্ত চক্ষু চেয়ে আছে, সেখানে আবার বিচার! জাঁহাপনা ভাব্‌ছেন যে সংসারকে খুব ধাপ্পা দিলেন। সংসার কিন্তু মনে মনে খুব বুঝলো; কেবল ভয়ে কথাটি কইল না! জোর করে' মানুষের বাক্‌রোধ কর্ত্তে পারেন, তাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে পারেন; কিন্তু কালোকে শাদা কর্ত্তে পারেন না। সংসার জান্‌বে, ভবিষ্যৎ জান্‌বে যে বিচারের ছল করে' আপনি দারাকে হত্যা করিয়েছেন—আপনার সিংহাসনকে নিরাপদ কর্ব্বার জন্য।

ঔরংজীব। সত্য না কি!—দিলদার তুমি সত্য কথা বলেছো! তুমি আজ দারাকে বাঁচালে! তুমি আমার পুত্র মহম্মদকে ফিরিয়ে দিয়েছো। আজ আমার ভাই দারাকে বাঁচালে! যাও শায়েস্তা খাঁকে ডেকে দাও।

দিলদারের প্রস্থান

দারা বাঁচুন, আমায় যদি তা'র জন্য সিংহাসন দিতে হয় দেব! এতখানি পাপ—যাক্, এ মৃত্যুদণ্ড ছিঁড়ে ফেলি—(ছিঁড়িতে উদ্যত) না, এখন না। শায়েস্তা খাঁর সম্মুখে এটা ছিঁড়ে এ মহত্ত্বটুকু কাজে লাগাবো—এই যে শায়েস্তা খাঁ।

শায়েস্তা খাঁ ও জিহন খাঁর প্রবেশ ও অভিবাদন

সেনাপতি! বিচারে ভাই দারার প্রাণদণ্ড হয়েছে।

জিহন। ঐ বুঝি সেই দণ্ডাজ্ঞা? আমাকে দেন খোদাবন্দ, আমি নিজে কাজ হাসিল করে' আস্‌ছি! কাফেরের প্রাণদণ্ড নিজে হাতে দেবার জন্য আমার হাত সুড়্‌সুড়্‌ করছে। আমায় দেন।

ঔরংজীব। কিন্তু তাঁ'কে মার্জ্জনা করেছি।

শায়েস্তা। সে কি জাঁহাপনা—এমন শত্রুকে মার্জ্জনা!—আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী।

ঔরংজীব। তা জানি। তার জন্যই ত তাঁকে মার্জ্জনা কর্ব্বার পরম গৌরব অনুভব কর্চ্ছি।

শায়েস্তা। জাঁহাপনা! এ গৌরব ক্রয় কর্ত্তে আপনার সিংহাসনখানি বিক্রয় কর্ত্তে হবে।

ঔরংজীব। যে বাহুবলে এ সিংহাসন অধিকার করেছি, সেই বাহুবলেই তা রক্ষা কর্ব্ব।

শায়েস্তা। জাঁহাপনা! একটা মহাবিপদকে ঘাড়ে করে' সমস্ত জীবন রাজ্য শাসন কর্ত্তে হবে! জানেন সমস্ত প্রজা, সৈন্য, দারার দিকে? সেদিন দারার জন্য তা'রা বালকের মত কেঁদেছে; আর জাঁহাপনাকে অভিশাপ দিয়েছে। তা'রা যদি একবার সুযোগ পায়—

ঔরংজীব। কি রকমে?

শায়েস্তা। জাঁহাপনা দারাকে অষ্ট প্রহর পাহারা দিতে পার্ব্বেন না। জাঁহাপনা সফরে গেলে সৈন্যগণ যদি কোন দিন কোন সুযোগে দারাকে মুক্ত ক'রে দেয়—তা হ'লে জাঁহাপনা—বুঝ্ছেন?

ঔরংজীব। বুঝ্ছি।

শায়েস্তা। তার উপর বৃদ্ধ সম্রাট্ও দারার পক্ষে। আর তাঁকে সৈন্যেরা মানে তাদের গুরুর মত, ভালবাসে পিতার মত।

ঔরংজীব। হুঁ, (পরিক্রমণ) না হয় সিংহাসন দেবো।

শায়েস্তা। তবে এত শ্রম করে' তা অধিকার করার প্রয়োজন কি ছিল? পিতাকে সিংহাসনচ্যুত, ভ্রাতাকে বন্দী—বড় বেশী দূর এগিয়েছেন জাঁহাপনা।

ঔরংজীব। কিন্তু—

জিহন। খোদাবন্দ! দারা কাফের! কাফেরকে ক্ষমা কর্ব্বেন আপনি খোদাবন্দ! এই ইস্‌লাম ধর্ম্মের রক্ষার জন্য আপনি আজ ঐ সিংহাসনে বসেছেন—মনে রাখ্‌বেন। ধর্ম্মের মর্য্যাদা রাখ্‌বেন।

ঔরংজীব। সত্য কথা জিহন খাঁ! আমি নিজের প্রতি সব অন্যায় অবিচার ঘাড় পেতে নিতে পারি; কিন্তু ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রতি অবমাননা সৈব না। শপথ করেছি—হাঁ, দারার মৃত্যুই তার যোগ্য দণ্ড। জিহন আলি খাঁ, নেও মৃত্যুদণ্ড!—রোসো দস্তখৎ করে' দিই। (দস্তখৎ)

জিহন। দিউন জাঁহাপনা! আজ রাত্রেই দারার ছিন্নমুণ্ড জাঁহাপনাকে এনে দেখাবো—বাহিরে আমার অশ্ব প্রস্তুত।

ঔরংজীব। আজই!

শায়েস্তা। (মৃত্যুদণ্ড ঔরংজীবের হস্ত হইতে লইয়া) আপদ যত শীঘ্র যায় তত ভালো।

জিহনকে দণ্ডাজ্ঞা দিলেন

জিহন। বন্দেগি জাঁহাপনা।

প্রস্থানোদ্যত

ঔরংজীব। রোস দেখি। (দণ্ডাজ্ঞা গ্রহণ, পাঠ ও প্রত্যর্পণ) আচ্ছা—যাও।

জিহন গমনোদ্যত হইলে, ঔরংজীব আবার তাহাকে ডাকিলেন

ঔরংজীব। রোস দেখি! (দণ্ডাজ্ঞা পুনরায় গ্রহণ ও পুনরায় প্রত্যর্পণ) আচ্ছা—যাও।

জিহন আলির প্রস্থান

ঔরংজীব। (আবার জিহনের দিকে গেলেন; আবার ফিরিলেন,

তার পরে ক্ষণেক ভাবিলেন ; পরে কহিলেন) না কাজ নেই !—জিহন আলি ! জিহন আলি ! না চলে গেছে।—শায়েস্তা খাঁ !

শায়েস্তা। খোদাবন্দ !

ঔরংজীব। কি কর্লাম !

শায়েস্তা। জাঁহাপনা বুদ্ধিমানের কার্য্যই করেছেন।

ঔরংজীব। কিন্তু যাক—

ধীরে ধীরে প্রস্থান

শায়েস্তা। ঔরংজীব ! তবে তোমারও বিবেক আছে ?

প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—খিজিরবাদের কুটীর। কাল—রাত্রি

সিপার একটি শয্যার উপরে নিদ্রিত, দারা একাকী জাগিয়া তাহার পানে চাহিয়া ছিলেন

দারা। ঘুমাচ্ছে—সিপার ঘুমাচ্ছে। নিদ্রা! সর্ব্বসন্তাপহারিণী নিদ্রা! আমার সিপারকে সর্ব্ব দুঃখ ভুলিয়ে রেখো—বৎস প্রবাসে আমার সঙ্গে হিমে উত্তাপে বড় কষ্ট পেয়েছে, তাকে তোমার যথাসাধ্য সান্ত্বনা দাও। আমি অক্ষম। সন্তানকে রক্ষা করা, খাদ্য দেওয়া, বস্ত্র দেওয়া—পিতার কাজ! তা আমি পারি নি—বৎস! তুই ক্ষুধায় অবশ হয়েছিস্, আমি খাদ্য দিতে পারি নি। শীতে গাত্রবস্ত্র দিতে পারি নি—আমি নিজে খেতে পাই নি, শুতে পাই নি—সে দুঃখ আমার বক্ষে সে রকম কখন বাজে নি বৎস, যেমন তোর দুঃখ তোর দৈন্য আবমাননা আমার বক্ষে বেজেছে! বৎস! প্রাণাধিক আমার, তোর পানে আজ চেয়ে দেখ্‌ছি, আর আমার মনে হচ্ছে আজ যে সংসারে আর কেউ নেই—কেবল তুই আর আমি আছি। আমার এত দুঃখ, আজ আমি কারাগারে বন্দী, তবু তোর মুখখানির পানে চাইলে সব দুঃখ ভুলে যাই।

দিলদারের প্রবেশ

দারা। কে তুমি?

দিলদার। আমি—এ—কি দৃশ্য!

দারা। কে তুমি?

দিলদার। আমি ছিলাম পূর্ব্বে সুলতান মোরাদের বিদূষক। এখন আমি সম্রাট্ ঔরংজীবের সভাসদ্।

দারা। এখানে কি প্রয়োজন?

দিলদার। প্রয়োজন কিছুই নাই। একবার দেখা কর্ত্তে এসেছি।

দারা। কেন যুবক? আমাকে ব্যঙ্গ কর্ত্তে? কর।

দিলদার। না যুবরাজ! আমি ব্যঙ্গ কর্ত্তে আসি নি। আর যদিই ব্যঙ্গ কর্ত্তে আসতাম, ত এ দৃশ্য দেখে সে ব্যঙ্গ গলে' অশ্রু হ'য়ে টস্ টস্ করে' মাটিতে পড়তো—এই দৃশ্য! সেই যুবরাজ দারা আজ এই! (ভগ্নস্বরে) ভগবান্!

দারা। এ কি যুবক! তোমার চোখ দিয়ে জল পড়্ছে যে—কাঁদ্‌ছো! কাঁদো!

দিলদার। না কাঁদ্‌বো না! এ বড় মহিমময় দৃশ্য!—একটা পর্ব্বত ভেঙ্গে পড়ে' রয়েছে, একটা সমুদ্র শুকিয়ে গিয়েছে; একটা সূর্য্য মলিন হয়ে' গিয়েছে। ব্রহ্মাণ্ডের একদিকে স্থষ্টি আর একদিকে ধ্বংস হয়ে' যাচ্ছে। সংসারেও তাই। এ একটা ধ্বংস—বিরাট, পবিত্র, মহিমময়!

দারা। তুমি একজন দার্শনিক দেখছি যুবক!

দিলদার। না যুবরাজ, আমি দার্শনিক নই, আমি বিদূষক, পারিষদ-পদে উঠেছি, দার্শনিক-পদে এখনও উঠি নি। তবে ঘাস খেতে খেতে মাঝে মাঝে এক একবার মুখ তুলে চাওয়ার নাম যদি দর্শন হয়, তা হ'লে আমি দার্শনিক! সাহাজাদা, মূর্খে ভাবে যে প্রদীপ জ্বলাই স্বাভাবিক, প্রদীপ নেভা অন্যায়; যে গাছ গজিয়ে ওঠাই উচিত, মরে' যাওয়া উচিত নয়; যে মানুষের সুখটি ঈশ্বরের কাছে প্রাপ্য, দুঃখটি তাঁর অত্যাচার; কিন্তু তা'রা একই নিয়মের দুইটি দিক্!

দারা। যুবক আমি তা ভাবি না—তবু—দুঃখে হাস্‌তে পারে কে? মর্ত্তে' চায় কে? আমি মর্ত্তে' চাই না!

দিলদার। যুবরাজ! আপনার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা আমি আজ রহিত করে' এসেছি। আপনি কারাগার হ'তে মুক্ত হ'তে চান যদি, আসুন তবে। আমার বস্ত্র পরিধান করুন—চলে' যান। কেউ সন্দেহ কর্ব্বে না। আসুন, দু'জনে বেশ পরিবর্ত্তন করি।

দারা। তারপরে তুমি!

দিলদার। আমি মর্ত্তে' চাই। মর্ত্তে' আমার বড় আনন্দ! এ সংসারে কেউ নেই যে আমার জন্য শোক কর্ব্বে!

দারা। তুমি মর্ত্তে' চাও!!!

দিলদার। হাঁ, আমি মর্ব্বার একটা সুযোগ খুঁজছিলাম সাহাজাদা। মর্ত্তে' আমি বড় ভালোবাসি। আপনার কাছে যে আজ কি কৃতজ্ঞ হ'লাম তা আর কি বলবো।

দারা। কেন?

দিলদার। মর্ব্বার একটা সুযোগ দেওয়ার জন্য। আসুন।

দারা। দয়াময়! এই-ই স্বর্গ! আবার কি!—না যুবক! আমি যাবো না।

দিলদার। কেন? মর্ব্বার এমন সুযোগও ভিক্ষা করে' পাবো না, সাহাজাদা!

পদধারণ

দারা। আমি তোমায় মর্ত্তে' দিতে পারি না। আর বিশেষতঃ এই বালককে ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না।

জিহন খাঁর প্রবেশ

জিহন। আর কোথাও যেতে হবে না। এই দারার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা।

দিলদার। সে কি!

জিহন। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হউন সাহাজাদা। ঘাতক উপস্থিত।

দিলদার। তবে সম্রাট্ মত বদলেছেন?

জিহন। হাঁ দিলদার! তুমি এখন অনুগ্রহ করে' বাহিরে যাও। আমাদের কার্য্য—আমরা করি!

দারা। ঔরংজীব তার প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যে নিশ্বাস ফেল্‌বার জন্য আমাকে আধকাঠা জমিও দিতে পারে না? আমি এই অধম কুঁড়ে ঘরে আছি, গায়ে এই ছেঁড়া ময়লা কাপড়, খাদ্য খান দুই পোড়া রুটি। তাও সে দিতে পারে না?

দিলদার। তুমি একটু অপেক্ষা কর জিহন আলি! আমি সম্রাটের আদেশ নিয়ে আসি।

জিহন। না দিলদার! সম্রাটের এই আজ্ঞা যে, আজই রাত্রিকালে সাহাজাদার ছিন্নমুণ্ড তাঁকে গিয়ে দেখাতে হবে।

দারা। আজই রাত্রে! এত শীঘ্র! এ মুণ্ড তার চাই-ই! নৈলে তার নিদ্রায় ব্যাঘাত হচ্ছে!—এ মুণ্ডের এত দাম আগে জান্তাম না।

জিহন। আজই রাত্রে আপনার মুণ্ড না নিয়ে যেতে পার্লে আমাদের প্রাণ যাবে।

দারা। ওঃ! তবে আর তুমি কি কর্ব্বে জিহন খাঁ। উত্তম! তবে আমায় বধ কর! যখন সম্রাটের আজ্ঞা।—আজ কে সম্রাট্, কে প্রজা! —হাসছো?—হাসো।

জিহন। আপনি প্রস্তুত?

দারা। প্রস্তুত বৈ কি! আর প্রস্তুত না হ'লেই বা তোমাদের কি যায় আসে। (দিলদারকে) একদিন এই জিহন আলি খাঁ-ই আমার

কাছে করযোড়ে প্রাণভিক্ষা চেয়েছিল। আমি তা দিয়েছিলাম। আজ—বিধি!—তোমার রচনা-কৌশল—চমৎকার!

জিহন। সম্রাটের আজ্ঞা! কাজীর বিচার! আমি কি কর্ব্ব সাহাজাদা?

দারা। সম্রাটের আজ্ঞা! কাজীর বিচার! তা বটে! তুমি কি কর্ব্বে! যাও বন্ধু! তোমার সঙ্গে আমার এই প্রথম আর এই শেষ দেখা।

দিলদার। পার্লাম না। রক্ষা কর্ত্তে পার্লাম না যুবরাজ। তবে এই বুঝি দয়াময়ের ইচ্ছা! বুঝ্‌তে পার্চ্ছি না; কিন্তু বুঝি, এর একটা মহৎ উদ্দেশ্য আছে, এর একটা মহৎ পরিণাম আছে। নইলে এতখানি নির্ম্মমতা এতখানি পাপ কি বৃথাই যাবে? জেনো যুবরাজ! তোমার মত বলির একটা প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। কি সে প্রয়োজন আমি তা বুঝ্‌ছি না; কিন্তু আছেই সে প্রয়োজন! হৃষ্টমনে প্রাণ বলি দাও।

দারা। নিশ্চয়ই, কিসের দুঃখ! একদিন ত যেতে হবেই! তবে দু'দিন আগে দু'দিন পিছে! আমি প্রস্তুত। আমায় বিদায় দাও বন্ধু! তোমার সঙ্গে এই ক্ষণমাত্রের দেখা; তুমি কে তা জানি না, তবু বোধ হচ্ছে যেন তুমি বহুদিনের পুরাতন বন্ধু।

দিলদার। তবে যান যুবরাজ! এখানে আমাদের শেষ দেখা।

প্রস্থান

দারা। এখন আমায় বধ কর—জিহন আলি।

জিহন। নাজীর!

দুইজন ঘাতকের প্রবেশ

জিহন সঙ্কেত করিল

দারা। একটু রোস। একবার—সিপার! সিপার!—না! কেন ডাকলাম!

সিপার। (উঠিয়া) বাবা!—একি! এরা কা'রা বাবা!—আমার ভয় কর্চ্ছে।

দারা। এরা আমায় বধ কর্ত্তে এসেছে। তোমার কাছে বিদায় নেবার জন্য তোমাকে জাগিইছি। আমাকে বিদায় দাও বৎস! (আলিঙ্গন) এখন যাও। জিহন খাঁ, তুমি বোধ হয় এত বড় পিশাচ নও যে আমার পুত্রের সম্মুখে আমায় বধ কর্ব্বে! একে অন্য ঘরে নিয়ে যাও।

জিহন। (একজন ঘাতককে) একে ঐ ঘরে নিয়ে যাও।

সিপার। (একজন ঘাতকের দ্বারা ধৃত হইয়া) না, আমি যাবো না। আমার বাবাকে বধ কর্ব্বে! কেন বধ কর্ব্বে! (ঘাতকের হাত ছাড়াইয়া আসিল) বাবা—আমি তোমায় ছেড়ে যাবো না।

এই বলিয়া সিপার সজোরে দারার পা জড়াইয়া ধরিল

দারা। আমায় জড়িয়ে ধরে' কি কর্ব্বে বৎস! আঁকড়ে ধরে' কি আমাকে রক্ষা কর্ত্তে পার্ব্বে? যাও বৎস! এরা আমায় বধ কর্ব্বে। তুমি সে দৃশ্য দেখতে পার্ব্বে না।

ঘাতকদ্বয় চক্ষু মুছিতে লাগিল

জিহন। নিয়ে যাও।

ঘাতক পুনর্ব্বার সিপারকে হেঁচড়াইয়া লইয়া যাইতে আসিল

সিপার। (চীৎকার করিয়া) না, আমি যাবো না। আমি যাবো না—

এই বলিয়া সিপার সেই ঘাতকের হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল

দারা। দাঁড়াও। আমি ওকে বুঝিয়ে বল্‌ছি। তার পরে ও আর কোন আপত্তি কর্ব্বে না—ছেড়ে দাও।

ঘাতক তাহাকে ছাড়িয়া দিল। সিপার দারার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল

দারা। (সিপারের হাত ধরিয়া) সিপার!

সিপার। বাবা!

দারা। সিপার—প্রিয়তম বৎস আমার! আমাকে বিদায় দে। তুই এতদিন এত দুঃখেও আমাকে ছাড়িস্ নি—হিমে, রৌদ্রে, অনশনে, অনিদ্রায় আমার সঙ্গে অরণ্যে, মরুভূমে বেড়িয়েছিস্—তবু আমাকে ছাড়িস্ নি। আমি যন্ত্রণায় অন্ধ হ'য়ে তোর বুকে ছুরি মার্ত্তে' গিয়েছিলাম, তবু আমায় ছাড়িস্ নি। আমায় প্রবাসে, যুদ্ধে, কারাগারে, প্রাণের মত বুকের মধ্যে শোণিতের সঙ্গে মিশে ছিলি, আমায় ছাড়িস্ নি। আজ তোর নিষ্ঠুর পিতা—(বলিতে বলিতে দারার স্বর ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার পরে বহুকষ্টে আত্মদমন করিয়া দারা কহিলেন)—তোর নিষ্ঠুর পিতা আজ তোকে ছেড়ে যাচ্ছে।

সিপার। বাবা! মা গিয়েছেন—তুমিও—

ক্রন্দন

দারা। কি কর্ব্ব! উপায় নাই বৎস! আমায় আজ মর্ত্তে' হবে। আমার দেহ ছেড়ে যেতে আজ আমার তত কষ্ট হচ্ছে না বৎস, তোকে ছেড়ে যেতে আজ আমার যে কষ্ট হচ্ছে। (চক্ষু মুছিলেন) যাও বৎস! এরা আমাকে বধ কর্ব্বে। সে বড় ভীষণ দৃশ্য। সে দৃশ্য তুমি দেখ্তে পার্ব্বে না!

সিপার। বাবা! আমি তোমাকে ছেড়ে যাবো—আমি যাবো না!

দারা। সিপার! কখনও তুমি আমার কথার অবাধ্য হও নি! কখনও ত—(চক্ষু মুছিলেন) যাও বৎস! আমার শেষ আজ্ঞা—আমার এই শেষ অনুরোধ রাখো। যাও—আমার কথা শুন্‌বে না? সিপার, বৎস! যাও।

সিপার নতমুখে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে দারা ডাকিলেন—'সিপার!'

সিপার ফিরিল

দারা। একবার—শেষবার বুকে ধ'রে নেই। (বক্ষে আলিঙ্গন) ওঃ—এখন যাও বৎস !

সিপার মন্ত্রমুগ্ধবৎ নতমুখে একজন ঘাতকের সহিত কক্ষান্তরে চলিয়া গেল

দারা। (উর্দ্ধমুখে বক্ষে হাত দিয়া) ঈশ্বর ! পূর্ব্বজন্মে কি মহাপাপ করেছিলাম ! ওঃ যাক্, হয়ে' গিয়েছে। নাজীর তোমার কার্য্য কর।

জিহন। ঐ ঘরে নিয়ে গিয়ে কাজ শেষ করে' নিয়ে এসো, এখানে দরকার নাই।

ঘাতকদ্বয়ের সহিত দারা প্রস্থান করিলেন

জিহন। আমার প্রাণদাতার হত্যাটা সম্মুখে নাই দেখলাম।—ঐ কুঠারের শব্দ ; ঐ মৃত্যুর আর্ত্তনাদ।

নেপথ্যে। ও! ও! ও!

জিহন। যাক্ সব শেষ !

সিপার। (কক্ষান্তর হইতে) বাবা! বাবা! (দরজা ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিতে লাগিল)

ঘাতক দারার ছিন্নমুণ্ড লইয়া পুনঃ প্রবেশ করিল

জিহন। দাও, মুণ্ড আমায় দাও। আমি সম্রাটের কাছে নিয়ে যাবো।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—দিল্লীর দরবার গৃহ। কাল—প্রাহ্ণ

ময়ূর সিংহাসনে ঔরংজীব। সম্মুখে মীরজুমলা, শায়েস্তা খাঁ, যশোবন্ত সিংহ, জয়সিংহ, দিলীর খাঁ ইত্যাদি

ঔরংজীব। আমি প্রতিজ্ঞামত মহারাজকে গুর্জ্জর প্রদেশ দিয়েছি।

যশোবন্ত। তার বিনিময়ে জাঁহাপনাকে আমি আমার সেনা-সাহায্য স্বেচ্ছায় দিতে এসেছি।

ঔরংজীব। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ! ঔরংজীব দু'বার কাউকে বিশ্বাস করে না। তথাপি আমরা মহারাজ জয়সিংহের খাতিরে মাড়বার-রাজকে সম্রাটের রাজভক্ত প্রজা হ'বার দ্বিতীয় সুযোগ দিব।

জয়সিংহ। জাঁহাপনার অনুগ্রহ।

যশোবন্ত। জাঁহাপনা! আমি বুঝেছি; যে ছলেই হোক্ বা শক্তি-বলেই হোক, জাঁহাপনা! যখন সিংহাসন অধিকার করে' সাম্রাজ্যে একটা শান্তিস্থাপন করেছেন, তখন কোনরূপে সে শান্তিভঙ্গ কর্ত্তে যাওয়া পাপ।

ঔরংজীব। আমি এ কথা মহারাজের মুখে শুনে সুখী হ'লাম। মহারাজকে এখন তবে আমাদের বন্ধুবর্গের মধ্যে গণ্য কর্ত্তে পারি বোধ হয়?

যশোবন্ত। নিশ্চয়।

ঔরংজীব। উত্তম মহারাজ!—উজীরসাহেব! সুলতান সুজা এখন আরাকানরাজার আশ্রয়ে?

মীরজুমলা। গোলাম তাঁকে আরাকানের সীমা পর্য্যন্ত প্রতাড়িত করে' রেখে এসেছে।

ঔরংজীব। উজীরসাহেব, আমরা আপনার বাহুবলের প্রশংসা করি।—সেনাপতি! কুমার মহম্মদকে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করে' রেখে এসেছেন?

শায়েস্তা। খোদাবন্দ!

ঔরংজীব। বেচারী পুত্র! কিন্তু জহরৎ জানুক যে আমাদের কাছে এক নীতি। পুত্র মিত্র বিচার নাই।

জয়সিংহ। নিঃসন্দেহে জঁাহাপনা।

ঔরংজীব। হতভাগ্য দারার মৃত্যু আমাদের সমস্ত জয়কে ম্লান করে' দিয়েছে; কিন্তু ভাই, পুত্র যাউক, ধর্ম্ম প্রবল হউক।—ভাই মোরাদ গোয়ালিয়র দুর্গে কুশলে আছেন, সেনাপতি?

শায়েস্তা। খোদাবন্দ!

ঔরংজীব। মূঢ় ভাই! নিজের দোষে সাম্রাজ্য হারালে! আর আমি মক্কাযাত্রার মহাসুখে বঞ্চিত হ'লাম!—খোদার ইচ্ছা। দিলীর খাঁ! আপনি কুমার সোলেমানকে কি রকমে বন্দী কর্লেন?

দিলীর। জঁাহাপনা! শ্রীনগরের রাজা পৃথ্বীসিংহ কুমারকে সসৈন্য আশ্রয় দিতে অস্বীকৃত হন। তা'তে কুমার আমাদের পরিত্যাগ কর্ত্তে বাধ্য হ'লেন। আমি তারপরেই জঁাহাপনার পত্র পেয়ে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে' জঁাহাপনার আদেশ মত বল্লাম যে, "কুমার সম্রাটের ভ্রাতুষ্পুত্র, সম্রাট্ তাঁ'কে পুত্রবৎ স্নেহ করেন, তাঁ'কে সম্রাটের হস্তে সমর্পণ করায় ক্ষাত্রধর্ম্মের অন্যথা হবে না।" শ্রীনগরের রাজা প্রথমে কুমারকে আমার হস্তে অর্পণ করতে অস্বীকৃত হ'লেন। পরদিনই তিনি কুমারকে রাজ্য থেকে বিদায় দিলেন। কারণ বুঝ্লাম না।

ঔরংজীব। অভাগা কুমার! তার পর!

দিলীর। কুমার তিব্বত যাবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন; কিন্তু পথ না জানার দরুণ সমস্ত রাত্রি ঘুরে প্রভাতে আবার শ্রীনগরের প্রান্তে এসে উপস্থিত হন। তার পর আমি সসৈন্যে গিয়ে—তাঁ'কে বন্দী করি—এতে আমার যদি কোন অপরাধ হয়ে' থাকে, খোদা আমায় রক্ষা করুন! আমি ব্যক্তি বিশেষের ভৃত্য নহি। আমি সম্রাটের সৈন্যাধ্যক্ষ। সম্রাটের আজ্ঞাপালন কর্ত্তে আমি বাধ্য!

ঔরংজীব। তা'কে এখানে নিয়ে আসুন খাঁ সাহেব!

দিলীর। যে আজ্ঞে! প্রস্থান

ঔরংজীব। জিহন আলি খাঁকে নাগরিকগণ হত্যা করেছে মহারাজ?

জয়সিংহ। হাঁ খোদাবন্দ! শুন্‌লাম জিহন খাঁরই প্রজারা তা'কে হত্যা করেছে!

ঔরংজীব। পাপাত্মার সমুচিত দণ্ড খোদা দিয়েছেন!—এই যে কুমার!

সোলেমান সমভিব্যাহারে দিলীর খাঁর প্রবেশ

এই যে কুমার!—কুমার সোলেমান!—কি কুমার! শির নত করে' রয়েছো যে?

সোলেমান। সম্রাট্—(বলিতে বলিতে স্তব্ধ হইলেন)

ঔরংজীব। বল, কি বল্‌ছিলে বল বৎস!—তোমার কোন ভয় নাই। তোমার পিতার মৃত্যুর আবশ্যক হয়েছিল। নহিলে—

সোলেমান। জাঁহাপনা, আমি আপনার কৈফিয়ৎ চাহি নাই। আর দিগ্বিজয়ী ঔরংজীবের আর কারো কাছে কৈফিয়ৎ দেবারও প্রয়োজন নাই। কে বিচার কর্ব্বে! আমাকে বধ করুন। জাঁহাপনার ছুরিতে যথেষ্ট ধার আছে, তা'তে বিষ মেশানোর প্রয়োজন কি!

ঔরংজীব। সোলেমান! আমরা তোমাকে বধ কর্ব্ব না। তবে—

সোলেমান। ও 'তবে'র অর্থ জানি সম্রাট্! মৃত্যুর চেয়ে ভীষণ একটা কিছু কর্ত্তে চান। সম্রাটের মনে যদি একটা নিষ্ঠুর কার্য্য কর্ব্বার প্রবৃত্তি জাগে, ত শত্রুর তার বাড়া আর কোন ভয় নেই; কিন্তু যদি দু'টো নিষ্ঠুর কার্য্য তাঁ'র মনে পড়ে, তবে যেটি বেশী নিষ্ঠুর সেইটেই ঔরংজীব কর্ব্বেন তা জানি। তাঁ'র প্রতিহিংসার চেয়ে তাঁ'র দয়া ভয়ঙ্কর। আদেশ করুন সম্রাট্—তবে—

ঔরংজীব। ক্ষুব্ধ হয়ো না কুমার।

সোলেমান। না! আর কেন—ওঃ! মানুষ এমন মৃদু কথা কৈতে পারে, আর এত বড় দুরাত্মা হ'তে পারে!

ঔরংজীব। সোলেমান, তোমায় আমরা পীড়ন কর্ত্তে চাই না। তোমার কোন ইচ্ছা থাকে যদি ত বল। আমি অনুগ্রহ কর্ব্ব।

সোলেমান। আমার এক ইচ্ছা যে জাঁহাপনা, আমাকে যথাসাধ্য পীড়ন করুন। আমার পিতৃহন্তার কাছে আমি করুণার এক কণাও চাই না। সম্রাট্! মনে করে' দেখুন দেখি যে কি করেছেন? নিজের ভাইকে—একই মায়ের গর্ভের সন্তান, একই পিতার স্নেহসিক্ত নয়নের তলে লালিত, শিরায় একই রক্ত—যার চেয়ে সংসারে আপন আর কেউ নেই—সেই ভাইকে আপনি হত্যা করেছেন। যে শৈশবে ক্রীড়ার সঙ্গী, যৌবনে স্নেহময় সহপাঠী; যার প্রতি কেউ রোষকটাক্ষ কর্লে সে কটাক্ষ নিজের বক্ষে বজ্রসম বাজা উচিত; যাকে আঘাত থেকে রক্ষা কর্ব্বার জন্য নিজের বুক এগিয়ে দেওয়া উচিত; তাকে—তাকে আপনি হত্যা করেছেন। আর এ এমন ভাই! আপনি চাইলে এ সাম্রাজ্য আপনাকে যিনি এক মুঠো ধূলার মত ফেলে দিতে পার্ত্তেন, যিনি আপনার কোন অনিষ্ট করেন নি, যাঁর একমাত্র অপরাধ যে তিনি

সর্ব্বজনপ্রিয়—এমন ভাইকে আপনি হত্যা করেছেন। পরকালে যখন তাঁ'র সঙ্গে দেখা হবে, তাঁ'র মুখপানে চাইতে পার্ব্বেন ?—হিংস্র ! পিশাচ ! শয়তান !—তোমার অনুগ্রহে আমি পদাঘাত করি !

ঔরংজীব। তবে তাই হোক্। আমি তবে তোমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলাম !—নিয়ে যাও। (অবতরণ) আল্লার নাম কর সোলেমান।

বালকবেশিনী জহরৎ উন্নিসার প্রবেশ

জহরৎ। আল্লার নাম কর ঔরংজীব।

সোলেমান তাহার হাত ধরিলেন

সোলেমান। এ কে ? জহরৎ উন্নিসা ! ! !

জহরৎ। ছেড়ে দাও। কে তুমি ? পাপাত্মাকে আমি বধ কর্ব্বো। ছেড়ে দাও—দাও ! !

সোলেমান। সে কি জহরৎ ! ক্ষান্ত হও—হত্যার প্রতিশোধ হত্যা নয়। পাপে পুণ্যের প্রতিষ্ঠা হয় না। আমি পার্ত্তাম ত সম্মুখ যুদ্ধে এর শির নিতাম ; কিন্তু হত্যা—মহাপাপ।

জহরৎ। ভীরু সব ! পিতার কুলাঙ্গার পুত্রগণ ! চলে' যাও ! আমি আমার পিতার বধের প্রতিশোধ নেবো ! ছেড়ে দাও, ঐ—ভণ্ড, দস্যু, ঘাতক—

মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন

ঔরংজীব। মহৎ উদার যুবক !—যাও তোমায় আমি বধ কর্ব্ব না ! শায়েস্তা খাঁ, একে গোয়ালিয়র দুর্গে নিয়ে যাও।—আর দারার কন্যাকে আমার পিতার নিকটে আগ্রার প্রাসাদ দুর্গে নিয়ে যাও।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—আরাকান রাজপ্রাসাদ। কাল—রাত্রি

সুজা ও পিয়ারা

সুজা। নিয়তি আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে এসে শেষে যে এই বন্য আরাকানের রাজার আশ্রয়ে এনে ফেল্‌বে তা কে জান্‌তো!

পিয়ারা। আবার কোথায় যে নিয়ে যাবে তাই বা কে জানে?

সুজা। বন্য রাজা কি রটিয়েছে জানো?

পিয়ারা। কি! খুব জ াঁকালো রকম কিছু একটা নিশ্চয়। শীঘ্র বল কি রটিয়েছে? শুনবার জন্য হাঁপিয়ে ম'রে যাচ্ছি!

সুজা। বর্ব্বর রটিয়েছে যে আমি চল্লিশ জন অশ্বারোহী নিয়ে এসেছি—আরাকান জয় কর্ত্তে।

পিয়ারা। বিশ্বাস কি!—শুনেছি ব্যক্তিয়ার খিলিজি সতের জন অশ্বারোহী নিয়ে বাঙ্গালা দেশ জয় করেছিলেন।

সুজা। অসম্ভব। ওটা কেউ বিদ্বেষবশে রটিয়েছে নিশ্চয়। আমি বিশ্বাস করি না।

পিয়ারা। তাতে ভারি যায় আসে।

সুজা। পিয়ারা! রাজা কি আজ্ঞা দিয়েছে জানো? রাজা আমাদের কাল প্রভাতে এখান থেকে চলে' যেতে আজ্ঞা দিয়েছে!

পিয়ারা। কোথায়? নিশ্চয় তিনি আমাদের খুব একটা ভাল স্বাস্থ্যকর জায়গার বন্দোবস্ত করেছেন।

সুজা। পিয়ারা, তুমি কি কঠিন, ঘটনার রাজ্যে একবার ভুলেও এসে নাম্‌বে না! এতেও পরিহাস!

পিয়ারা। এতে পরিহাস কর্ত্তে নেই বুঝি? আগে বল্‌তে হয়। আচ্ছা, এই নেও গম্ভীর হচ্ছি।

সুজা। হাঁ গম্ভীর হ'য়ে শোনো! আর এক কথা শুন্‌বে? শোনো যদি, চোখ ঠিক্‌রে বেরিয়ে আস্‌বে, ক্রোধে কণ্ঠরোধ হবে. সর্ব্বাঙ্গে আগুন ছুট্‌বে।

পিয়ারা। ও বাবা!

সুজা। তবে বলি শোনো!—দুরাত্মা আমাদের আশ্রয়দানের মূল্য স্বরূপ কি চায় জানো? সে তোমাকে চায়!—কি, স্তব্ধ হয়ে' রৈলে যে, কর পরিহাস।

পিয়ারা। নিশ্চয়। আমার রাজার প্রতি ভক্তি বেড়ে গেল। এই রাজা সমজদার বটে।

সুজা। পিয়ারা! ও রকম ক'রো না। আমি ক্ষেপে যাবো। এটা তোমার কাছে পরিহাস হ'তে পারে, কিন্তু এ আমার কাছে মর্ম্মশেল।—পিয়ারা! তুমি আমার কে তা জানো?

পিয়ারা। স্ত্রী বোধ হয়!

সুজা। না। তুমি আমার রাজ্য, সম্পৎ, সর্ব্বস্ব—ইহকাল পরকাল! আমি রাজ্য হারিয়েছি—কিন্তু এতদিন তার অভাব অনুভব করি নি—আজ কর্‌লাম।

পিয়ারা। কেন?

সুজা। যা আমার কাছে জীবন-মরণের কথা, তাই নিয়ে তুমি পরিহাস কর্চ্ছ!

পিয়ারা। না, এ বড় বাড়াবাড়ি; দোজপক্ষে অনেকে বিয়ে করে; কিন্তু তোমার মত কেউ উচ্ছন্ন যায় নি।

সুজা। না। আমি বুঝেছি! তুমি শুধু মুখে পরিহাস কর্চ্ছ; কিন্তু অন্তরে অন্তরে গুম্‌রে মরে' যাচ্ছো! তোমার মুখে হাসি চোখে জল।

পিয়ারা। ধরেছ! না! কে বল্লে আমার চোখে জল! এই নাও, (চক্ষু মুছিলেন) আর নেই।

সুজা। এখন কি কর্ব্বে ভেবেছো?

পিয়ারা। আমায় বেচে দাও।

সুজা। পিয়ারা! যদি আমাকে ভালোবাসো ত ও মারাত্মক পরিহাস রেখে দাও। শোন—আমি কি কর্ব্ব জানো?

পিয়ারা। না।

সুজা। আমিও জানি না! ঔরংজীবের দ্বারস্থ হব?—না। তার চেয়ে মৃত্যু ভালো। কি! কথা কচ্ছ না যে পিয়ারা!

পিয়ারা। ভাব্‌ছি!

সুজা। ভাবো।

পিয়ারা। (ক্ষণেক ভাবিয়া) কিন্তু পুত্র কন্যারা?

সুজা। কি?

পিয়ারা। কিছু না।

সুজা। আমি কি কর্ব্ব জানো?

পিয়ারা। না।

সুজা। বুঝ্‌তে পার্চ্ছি না! আত্মহত্যা কর্ত্তে ইচ্ছা হয়—তবে তোমাকে ছেড়ে যেতে পারি না।

পিয়ারা। আর আমি যদি সঙ্গে যাই?

সুজা। সুখে মর্ত্তে' পারি।—না, আমার জন্য তুমি মর্ত্তে' যাবে কেন!

পিয়ারা। না তাই হোক্।—কাল প্রভাতে আমাদের নির্ব্বাসন নয়। কাল যুদ্ধ হবে। এই চল্লিশজন অশ্বারোহী নিয়েই এই রাজ্য আক্রমণ কর; করে' বীরের মত মর। আমি তোমার পাশে দাঁড়িয়ে মর্ব্ব। আর পুত্র কন্যারা—তা'রা নিজের মর্য্যাদা নিজে রক্ষা কর্ব্বে আশা করি।—কি বল?

সুজা। বেশ ; কিন্তু তাতে কি লাভ হবে ?

পিয়ারা। তদ্ভিন্ন উপায় কি ! তুমি মরে' গেলে আমাকে কে রক্ষা কর্ব্বে ! আজ তুমি এতদিন বীরের মত জীবন ধারণ করেছো, বীরের মত মর ! এই বন্য রাজাকে এই ঘৃণ্য প্রস্তাব করার যোগ্য প্রতিফল দাও।

সুজা। সেই ভালো। কাল তবে দু'জনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে মর্ব্ব।

পিয়ারা। তবে আমাদের ইহ জীবনের এই শেষ মিলন রাত্রি ?

সুজা। আজ তবে হাসো, কথা কও, গাও—যা দিয়ে আমাকে এতদিন ছেয়ে দিতে, ঘিরে বসে' থাকতে ! একবার শেষবার দেখে নেই, শুনে নেই। তোমার বীণাটি পাড়ো ! গাও—স্বর্গ মর্ত্ত্যে নেমে আসুক ! ঝঙ্কারে আকাশ ছেয়ে দাও। তোমার সৌন্দর্য্যে একবার এ অন্ধকারকে ধাঁধিয়ে দাও দেখি। তোমার প্রেমে আমাকে আবৃত করে' দাও। রোস, আমি আমার অশ্বারোহীদের বলে' আসি। আজ সারা রাত্রি ঘুমাবো না।

প্রস্থান

পিয়ারা। মৃত্যু ! তাই হোক্ ! মৃত্যু—যেখানে সব ঐহিক আশার শেষ, সুখদুঃখের সমাধি ; মৃত্যু—যে গাঢ় নিদ্রা আর এখানে জাগে না, যে অন্ধকার এখানে আর প্রভাত হয় না ; যে স্তব্ধতা এখানে আর ভাঙ্গে না। মৃত্যু—মন্দ কি ! একদিন তো আছেই। তবে দিন থাকতে মরা ভালো। আজ তবে এই দীপ নির্ব্বাণোন্মুখ শিখার মত উজ্জ্বলতম প্রভায় জ্বলে' উঠুক , এই গান তারস্বরে আকাশে উঠে নক্ষত্ররাজ্য লুঠে নিক ; আজিকার সুখ বিপদের মত কেঁপে উঠুক, আনন্দ দুঃখের মত কেঁপে উঠুক, সমস্ত জীবন একটি চুম্বনে মরে' যাক্ ! আজ আমাদের শেষ মিলন-রাত্রি।

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—আগ্রার সাজাহানের প্রাসাদ-কক্ষ। কাল—রাত্রি
বাহিরে ঝটিকা বৃষ্টি বজ্র ও বিদ্যুৎ

সাজাহান ও জহরৎ উন্নিসা

সাজাহান। কা'র সাধ্য দারাকে হত্যা করে? আমি সম্রাট্ সাজাহান, আমি স্বয়ং তা'কে পাহারা দিচ্ছি! কা'র সাধ্য!—ঔরংজীব? —তুচ্ছ! আমি যদি চোখ রাঙ্গাই, ঔরংজীব ভয়ে কাঁপবে। আমি যদি বলি ঝড় উঠুক; ত ঝড় ওঠে; যদি বলি যে বাজ পড়ুক, ত বাজ পড়ে।

মেঘগর্জ্জন

জহরৎ। উঃ কি গর্জ্জন! বাহিরে পঞ্চভূতের যুদ্ধ বেধে গিয়েছে। আর ভিতরে এই অর্দ্ধোন্মাদ পিতামহের মনের মধ্যে সেই যুদ্ধ চলেছে। (মেঘগর্জ্জন) ঐ আবার!

সাজাহান। অস্ত্র নাও, অস্ত্র নাও! অসি, ভল্ল, তীর, কামান নিয়ে ছোটো। তা'রা আস্‌ছে—তা'রা আস্‌ছে।—যুদ্ধ কর্ব্ব! রণবাদ্য বাজাও! নিশান উড়াও!—ঐ তা'রা আস্‌ছে। দূর হ, রক্তলোলুপ শয়তানের দূত! আমায় চিনিস্ না! আমি সম্রাট্ সাজাহান। সরে দাঁড়া!

জহরৎ। ঠাকুর্দ্দা, উত্তেজিত হবেন না! চলুন, আপনাকে শুইয়ে রেখে আসি।

সাজাহান। না! আমি সরে' গেলেই তা'রা দারাকে বধ কর্ব্বে। —কাছে আসিস্ না খবর্দ্দার!

জহরৎ। ঠাকুর্দ্দা—

সাজাহান। কাছে আসিস্ না। তোদের নিশ্বাসে বিষ আছে;

সে নিঃশ্বাস বদ্ধ জলার বাতাসের চেয়ে বিষাক্ত, পচা হাড়ের চেয়ে দুর্গন্ধ! আর এক পা এগোস্‌নে বলছি।

জহরৎ। ঠাকুর্দ্দা! রাত্রি গভীর। শোবেন আসুন।

জাহানারার প্রবেশ

জাহানারা। কি করুণ দৃশ্য! পিতৃহারা বালিকা পুত্রহারা বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। অথচ তা'র নিজের বুকের মধ্যে ধুধু করে' আগুন জ্বলে যাচ্ছে। কি করুণ! দেখে যাও ঔরংজীব! তোমার কীর্ত্তি দেখে যাও!

জহরৎ। পিসীমা! তুমি উঠে এলে যে?

জাহানারা। মেঘের গর্জ্জনে ঘুম ভেঙ্গে গেল!—বাবা আবার উন্মাদের মত বক্‌ছেন?

জহরৎ। হাঁ পিসীমা।

জাহানারা। ঔষধ দিয়েছ?

জহরৎ। দিয়েছি; কিন্তু এবার জ্ঞান হ'তে বিলম্ব হচ্ছে কেন জানি না।

সাজাহান। কে কর্লে! কে কর্লে!

জহরৎ। কি ঠাকুর্দ্দা!

সাজাহান। মেরেছে! মেরেছে! ঐ রক্ত ছুটে বেরোচ্ছে! ঘর ভেসে গেল!—দেখি! (ছুটিয়া গিয়া দারার কল্পিত-রক্তে হস্ত দু'খানি মাখিয়া) এখনও গরম—ধোঁয়া উঠ্‌ছে।

জাহানারা। বাবা! এত রাত্রি হয়েছে, এখনও শো'ন্ নি?

সাজাহান। ঔরংজীব! আমার পানে তাকিয়ে হাস্‌ছো! হাস্‌ছো! —না দুরাত্মা! তোমায় শাস্তি দিব। দাঁড়া ঘাতক! হাত যোড় করে' দাঁড়া!—কি! ক্ষমা চাচ্ছিস্?—ক্ষমা! ক্ষমা নাই! আমার

পুত্র বলে' ক্ষমা কর্ব্ব ভেবেছিস্?—না! তোকে তুষানলে দগ্ধ কর্ব্বার আজ্ঞা দিলাম! যাও, নিয়ে যাও।

জাহানারা। বাবা, শো'ন্ গে যান্!

জহরৎ। আসুন দাদা আমার!

হাত ধরিলেন

সাজাহান। কি মমতাজ! তুমি ওর হ'য়ে ক্ষমা চাচ্ছ! না আমি ক্ষমা কর্ব্ব না। বিচার করেছি। দারাকে মেরেছে।

জাহানারা। না বাবা, মারে নি। ঘুমোন্ গে যান্।

সাজাহান। মারে নি? মারে নি—সত্য, মারে নি? তবে এ কি দেখ্‌লাম! স্বপ্ন?

জাহানারা। হাঁ বাবা স্বপ্ন।

সাজাহান। তবু ভালো; কিন্তু বড় দুঃস্বপ্ন! যদি সত্য হয়! —কি জহরৎ! কাঁদছিস্ যে!—তবে এ স্বপ্ন নয়? স্বপ্ন নয়!—ও—হো—হো—হো—হো—!

মেঘগর্জ্জন

জহরৎ। একি হচ্ছে বাইরে! আজ রাত্রিই কি পৃথিবীর শেষ রাত্রি!—সব ক্ষেপে গিয়েছে, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মাটি—সব ক্ষেপে গিয়েছে!—উঃ কি ভয়ঙ্কর রাত্রি!

সাজাহান। এ সব কি জাহানারা?

জাহানারা। বাবা! রাত্রি গভীর! ঘুমোন্। আপনি ত উন্মাদ নন।

সাজাহান। না, আমি উন্মাদ নই। বুঝ্‌তে পেরেছি, বুঝ্‌তে পেরেছি!—বাইরে ও সব কি হচ্ছে জাহানারা?

জাহানারা। বাইরে একটা প্রলয় বহে' যাচ্ছে। ঐ—শুনুন বাবা—মেঘের গর্জ্জন! ঐ শুনুন—বৃষ্টির শব্দ। ঐ শুনুন বাতাসের হুঙ্কার!

মুহুর্মুহুঃ বজ্রধ্বনি হচ্ছে। বৃষ্টি জলপ্রপাতের মত নেমে আসছে। আর ঝঞ্ঝা সেই বৃষ্টির ধারা মুখে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

সাজাহান। দে বেটারা! খুব দে, খুব দে! পৃথিবী নীরব হয়ে' সব সহ্য কর্ব্বে। ও তোদের জন্ম দিয়েছিল কেন!—ও তোদের বুকে করে' মানুষ করেছিল কেন! তোরা বড় হইছিস্। আর মান্‌বি কেন!—ওর যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। দে বেটারা। কি কর্ব্বে ও? রাশি রাশি গৈরিক জ্বালা উদ্বমন কর্ব্বে? করুক, সে গৈরিক জ্বালা আকাশে উঠে দ্বিগুণ জোরে তারই বুকে এসে লাগবে। সে সমুদ্রতরঙ্গ তুলে ক্রোধে ফুলে উঠ্‌বে! উঠুক, সে তরঙ্গ তার নিজের বক্ষের উপরেই দীর্ঘশ্বাসে ছড়িয়ে পড়বে; তার অন্তর্নিরুদ্ধ বাষ্পে সে ভূমিকম্পে কেঁপে উঠ্‌বে? কিছু ভয় নেই! তাতে সে নিজেই ফেটে যাবে। তোদের কিছু কর্ত্তে পার্ব্বে না—অথর্ব্ব বুড়ী বেটি! ও বেটী কেবল শস্য দিতে পারে, বারি দিতে পারে, পুষ্প দিতে পারে। আর কিছু পারে না। দে, ওর বুকের উপর দিয়ে দলে' দলে' চষে' দিয়ে যা! ও কিছু কর্ত্তে পার্ব্বে না—দে বেটারা!—মা, একবার গর্জ্জে' উঠ্‌তে পারো মা? প্রলয়ের ডাকে ডেকে, শত সূর্য্যের প্রভায় জ্বলে উঠে, ফেটে চৌচির হ'য়ে—মহাশূন্যের মধ্যে দিয়ে একবার ছট্‌কে যেতে পারো মা?—দেখি, ওরা কোথায় থাকে?

দন্তঘর্ষণ

জাহানারা। বাবা! বৃথা এই ক্রোধে কি হবে! শোবেন আসুন।

সাজাহান। সত্য মা—বৃথা! বৃথা! বৃথা!

মেঘগর্জ্জন

জহরৎ। উঃ! কি রাত্রি পিসীমা! উঃ কি ভয়ঙ্কর!

সাজাহান। ইচ্ছা কর্চ্ছে জাহানারা, যে এই রাত্রির ঝড় বৃষ্টি

অন্ধকারের মাঝখান দিয়ে একবার ছুটে বেরোই। আর এই শাদা চুল ছিঁড়ে, এই বাতাসে উড়িয়ে এই বৃষ্টিতে ভাসিয়ে দিই। ইচ্ছা কর্চ্ছে যে আমার বুকখানা খুলে বজ্রের সম্মুখে পেতে দিই। ইচ্ছা কর্চ্ছে যে এখান থেকে আমার আত্মাকে টেনে ছিঁড়ে বা'র করে' তা ঈশ্বরকে দেখাই! ঐ আবার গর্জ্জন!—মেঘ! বার বার কি নিষ্ফল গর্জ্জন কর্চ্ছ? তোমার আঘাতে পৃথিবীর বক্ষ খান খান করে' দিতে পারো? অন্ধকার? কি অন্ধকার হয়েছো! তোমার পিছনে ঐ স্থর্য্য, নক্ষত্র-গুলোকে একেবারে গিলে খেয়ে ফেল্‌তে পারো?

মেঘগর্জ্জন

জাহানারা। ঐ আবার!

তিনজনে একত্রে। উঃ! কি রাত্রি!

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—গোয়ালিয়র দুর্গ। কাল—প্রভাত

সোলেমান ও মহম্মদ

সোলেমান। শুনেছো মহম্মদ! বিচারে কাকার প্রাণদণ্ড হয়েছে?

মহম্মদ। বিচারে নয় দাদা, বিচারের নামে। এক ব্যক্তি ছিলেন এই কাকা! আজ তাঁ'রও শেষ হ'লো!

সোলেমান। মহম্মদ! তোমার শ্বশুরের কিসে মৃত্যু হয়?

মহম্মদ। ঠিক জানি না! কেউ বলে তিনি সস্ত্রীক জলমগ্ন হ'ন, কেউ বলে তিনি সস্ত্রীক যুদ্ধে নিহত হ'ন। পুত্রকন্যারা আত্মহত্যা করে!

সোলেমান। তা হ'লে তাঁ'র পরিবারের আর কেউ রৈল না!

মহম্মদ। না।

সোলেমান। তোমার স্ত্রী শুনেছে?

মহম্মদ। শুনেছে। কাল সারারাত্রি কেঁদেছে; ঘুমায় নি।

সোলেমান। মহম্মদ! তোমার এত বড় দুঃখ! সৈতে পার্চ্ছ?

মহম্মদ। আর তোমার এ বড় সুখ! পিতামাতার উদ্দেশে বেরিয়েছিলে; আর দেখা হ'লো না।

সোলেমান। আবার সে কথা মনে করিয়ে দিচ্ছ! মহম্মদ, তুমি এত নিষ্ঠুর!—তোমার পিতা কি তোমাকে এখানে পাঠিয়েছেন, আমাকে নিত্য এই রকম দগ্ধ কর্ত্তে! কোথায় আমায় সান্ত্বনা দেবে—

মহম্মদ। দাদা! যদি এই বক্ষের রক্ত দিলে তোমার কিছুমাত্র সান্ত্বনা হয় ত বল আমি ছুরি এনে এইক্ষণেই আমার বুকে বসিয়ে দিই।

সোলেমান। সত্য বলেছো মহম্মদ। এ দুঃখে সান্ত্বনা নাই। সম্পূর্ণ বিস্মৃতি এনে দিতে পারো, যদি অতীত একেবারে লুপ্ত করে' দিতে পারো—দাও!

মহম্মদ। এমন কোন এক ঔষধ নাই কি দাদা! এমন একটা বিষ নাই যে—

সোলেমান। ঐ দেখ মহম্মদ!—সিপারকে দেখ!

সেতুর উপর সিপারের প্রবেশ

সোলেমান। ঐ দেখ ঐ বালককে—আমার ছোট ভাই সিপারকে দেখ। দেখ ঐ মূক স্থিরমূর্ত্তি! বুকের উপর বাহু বদ্ধ করে' একদৃষ্টে দূর শূন্যের দিকে চেয়ে আছে—নির্ব্বাক্! এমন ভয়ানক করুণ দৃশ্য কখনো দেখেছো মহম্মদ?—এর পরে আর নিজের দুঃখের কথা ভাবতে পারো?

মহম্মদ। উঃ কি ভয়ানক!—সত্য বলেছো! আমাদের দুঃখ উচ্চারণ করা যায়; কিন্তু এ দুঃখ বাক্যের অতীত। বালক যখন কাঁদে, তখন যদি কাছে একটা ভীষণ আর্ত্তনাদ উঠে, অমনি বালকের ক্রন্দন ভয়ে থেমে যায়। তেমনই আমাদের দুঃখ এর কাছে ভয়ে নীরব হ'য়ে যায়।

সোলেমান। ঐ দেখ চক্ষু দু'টি মুদ্রিত করে', দুই হস্ত মর্দ্দন কর্চ্ছে! যেন যন্ত্রণায় হাহাকার কর্ত্তে চাচ্ছে, তবু বাক্‌স্ফূর্ত্তি হচ্ছে না!—সিপার! সিপার! ভাই!

সিপার একবার সোলেমানের দিকে চাহিয়া পরে চলিয়া গেল

মহম্মদ। দাদা!

সোলেমান। মহম্মদ!

মহম্মদ। আমায় ক্ষমা কর।

সোলেমান। তোমার দোষ কি!

মহম্মদ। না দাদা, আমায় ক্ষমা কর! এত পাপের ভার পিতা সৈতে পার্ব্বে না। তাই তার অর্দ্ধেক ভার আমি নিজের ঘাড়ে নিলাম! আমি ঘোরতর পাপী! আমায় ক্ষমা কর।

জানু পাতিলেন

সোলেমান। ওঠো ভাই। মহৎ, উদার, বীর! তোমায় ক্ষমা কর্ব্ব আমি! তুমি যা সইছ, স্বেচ্ছায় ধর্ম্মের জন্য সইছ! আমি শুধু হতভাগ্য।

মহম্মদ। তবে বল আমার প্রতি তোমার কোনও বিদ্বেষ নাই। ভাই বলে' আমায় আলিঙ্গন কর।

সোলেমান। ভাই আমার!

আলিঙ্গন

মহম্মদ। ঐ দেখ তা'রা কাকাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্চে!

সোলেমান সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন—সেতুর উপরে প্রহরিগণ-বেষ্টিত মোরাদ প্রবেশ করিলেন

মোরাদ। (উচ্চৈঃস্বরে) আল্লা! আমার পাপের শাস্তি আমি পাচ্ছি। দুঃখ নাই; কিন্তু ঔরংজীব বাদ যায় কেন?

নেপথ্যে। কেউ বাদ যাবে না! নিক্তির ওজনে ফিরে যাবে!

সোলেমান। ও কা'র স্বর?

মহম্মদ। আমার স্ত্রীর।

নেপথ্যে। তা'র যে শাস্তি আস্‌ছে, তা'র কাছে তোমার এ শাস্তি ত পুরস্কার।—কেউ বাদ যাবে না। কেউ বাদ যায় না।

মোরাদ। (সোল্লাসে) তা'রও শাস্তি হবে! তবে আমায় বধ্য-ভূমিতে নিয়ে চল! আর দুঃখ নাই—

সপ্রহরী মোরাদ চলিয়া গেলেন

সোলেমান। মহম্মদ! এ কি! তুমি যে একদৃষ্টে ওদিকে চেয়ে রয়েছো? কি দেখ্‌ছো?

মহম্মদ। নরক। এ ছাড়া কি আরো একটা নরক আছে? সে কি রকম খোদা?

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—ঔরংজীবর বহিঃকক্ষ। কাল—দ্বিপ্রহর রাত্রি

ঔরংজীব একাকী

ঔরংজীব। যা করেছি—ধর্ম্মের জন্য। যদি অন্য উপায়ে সম্ভব হোত—(বাহিরের দিকে চাহিয়া) উঃ কি অন্ধকার!—কে দায়ী? আমি! এ বিচার, ও কি শব্দ?—না বাতাসের শব্দ!—এ কি! কোন মতেই এ চিন্তাকে মন থেকে দূর কর্ত্তে পার্চ্ছি না। রাত্রে তন্দ্রায় ঢুলে পড়ি, কিন্তু নিদ্রা আসে না, (দীর্ঘনিশ্বাস) উঃ কি স্তব্ধ! এত স্তব্ধ কেন! (পরিক্রমণ ; পরে সহসা দাঁড়াইয়া) ও কি! আবার সেই দারার ছিন্ন শির?—সুজার রক্তাক্ত দেহ! মোরাদের কবন্ধ! যাও সব। আমি বিশ্বাস করি না। ঐ তা'রা আবার। আমায় ঘিরে নাচ্‌ছে!—কে তোমরা? জ্যোতির্ম্ময়ী ধূমশিখার মত মাঝে মাঝে আমার জাগ্রত তন্দ্রায় এসে দেখা দিয়ে যাও।—চলে যাও—ঐ মোরাদের কবন্ধ। আমায় ডাকছে ; দারারও মুণ্ড আমার পানে একদৃষ্টে চেয়ে আছে ; সুজা হাস্‌ছে—এ কি সব!—ওঃ! (চক্ষু ঢাকিলেন ; পরে চাহিয়া) যাক্! চলে গিয়েছে!—উঃ—দেহে দ্রুত রক্তস্রোত বইছে! মাথার উপর যেন পর্ব্বতের ভার।

দিলদারের প্রবেশ

ঔরংজীব। (চমকিয়া) দিলদার?

দিলদার। জাঁহাপনা!

ঔরংজীব। এ সব কি দেখলাম?—জানো?

দিলদার। বিবেকের যবনিকার উপর উত্তপ্ত চিন্তার প্রতিচ্ছবি।—তবে আরম্ভ হয়েছে?

ঔরংজীব। কি?

দিলদার। অনুতাপ! জান্তাম, হতেই হবে! এত বড় অস্বাভাবিক আচরণ—নিয়মের এত বড় ব্যতিক্রম—প্রকৃতির কি বেশী দিন সয়? সয় না।

ঔরংজীব। নিয়মের কি ব্যতিক্রম দিলদার?

দিলদার। এই বৃদ্ধ পিতাকে কারারুদ্ধ করে' রাখা! জানেন জাঁহাপনা, আপনার পিতা আপনার নির্ম্মমতায় আজ উন্মাদ!—তার উপর উপর্য্যুপরি এই ভ্রাতৃহত্যা! এত বড় পাপ কি অমনি যাবে?

ঔরংজীব। কে বলে আমি ভ্রাতৃহত্যা করেছি? এ কাজীর বিচার!

দিলদার। চিরকালটা পরকে ছলনা করে' কি জাঁহাপনার বিশ্বাস জন্মেছে যে নিজেকে ছলনা কর্ত্তে পারেন? সেইটেই সকলের চেয়ে শক্ত! ভাইকে টুঁটি টিপে মেরে ফেলতে পারেন, কিন্তু বিবেককে শীঘ্র টুঁটি টিপে মার্‌তে পারেন না! হাজার তার গলা চেপে ধরুন, তবু তার নিম্ন, গভীর আচ্ছাদিত ভগ্নধ্বনি—হৃদয়ের মধ্যে থেকে থেকে বেজে উঠ্‌বে—এখন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করুন।

ঔরংজীব। যাও তুমি এখান থেকে! কে তুমি দিলদার যে ঔরংজীবকে উপদেশ দিতে এসেছো?

দিলদার। কে আমি ঔরংজীব? আমি মির্জ্জা মহম্মদ নিয়ামৎ খাঁ!

ঔরংজীব। নিয়ামৎ খাঁ হাজী!—এসিয়ার বিজ্ঞতম সুধী নিয়ামৎ খাঁ!

দিলদার। হাঁ ঔরংজীব। আমি সেই নিয়ামৎ খাঁ; শোনো, আমি রাজনীতিক অভিজ্ঞতা লাভের জন্য এসে, ঘটনাক্রমে এই পারিবারিক বিগ্রহের আবর্ত্তের মধ্যে পড়েছিলাম। সেই অভিজ্ঞতা লাভের জন্য জঘন্য

বিদূষক সেজেছি, একবার একটা সামান্য চাকুরীতেও নেমেছি ; কিন্তু যে অভিজ্ঞতা নিয়ে আজ এখান থেকে বেরোচ্ছি—মনে হয় যে সেটুকু না নিয়ে গেলে ছিল ভালো। ঔরংজীব! ভেবেছিলে যে আমি তোমার রৌপ্যের জন্য এতদিন তোমার দাসত্ব কর্চ্ছিলাম? বিদ্যার এখনও এ তেজ আছে যে সে ঐশ্বর্য্যের মস্তকে পদাঘাত করে। আমি চল্লাম সম্রাট্।

গমনোদ্যত

ঔরংজীব। জনাব!

দিলদার। না, আমায় ফেরাতে পার্ব্বে না ঔরংজীব!—আমি চল্লাম। তবে একটা কথা বলে যাই'। মনে ভাব্ছো যে এই জীবন-সংগ্রামে তোমার জয় হয়েছে? না, এ তোমার জয় নয় ঔরংজীব! এ তোমার পরাজয়। বড় পাপের বড় শাস্তি।—অধঃপতন। তুমি যত ভাব্ছো উঠ্ছো সত্যসত্য তুমি ততই পড়ছো। তারপর যখন তোমার যৌবনের নেশা ছুটে যাবে, যখন শাদা চোখে দেখ্বে, যে নিজের আর স্বর্গের মধ্যে কি মহা ব্যবধান খনন করেছো, তখন তার পানে চেয়ে তুমি শিউরে উঠ্বে। মনে রেখো।

প্রস্থান

ঔরংজীব নতশিরে বিপরীত দিকে চলিয়া গেলেন

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—আগ্রার প্রাসাদ-অলিন্দ। কাল—অপরাহ্ণ

জাহানারা, জহরৎ উন্নিসা বসিয়া গল্প করিতেছিলেন

জাহানারা। জহরৎ উন্নিসা! ঔরংজীবের মত এমন সৌম্য, সহাস্য মনোহর পাষণ্ড দেখেছো কি মা।

জহরৎ। না। আমার একটা ভয় হয় পিসীমা! ভিতরে এত ক্রূর, বাহিরে এত সরল; ভিতরে এত প্রবল, বাহিরে এত স্থির, ভিতরে এত বিষাক্ত, আর বাহিরে এত মধুর।—এও কি সম্ভব! আমার ভয় হয়!

জাহানারা। আমার কিন্তু একটা ভক্তি হয়। বিস্ময়ে নির্ব্বাক হ'য়ে যাই যে, মানুষ এমন হাস্‌তে পারে—আর সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঘ্রের লোলুপ চাহনি চাইতে পারে; এমন মৃদু কথা কইতে পারে—যখন সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে বিদ্বেষের জ্বালায় জ্বলে যাচ্চে; ঈশ্বরের কাছে এমন হাত জোড় কর্ত্তে পারে—যখন ভিতরে নূতন শয়তানী মতলব কর্চ্ছে।—বলিহারি!

জহরৎ। ঠাকুর্দ্দাকে এই রকম বন্দী করে' রেখেছেন অথচ রাজকার্য্যে তাঁ'র উপদেশ চেয়ে পাঠাচ্ছেন। তাঁ'র সম্মুখে তাঁ'র পুত্রদের একে একে হত্যা কর্চ্ছেন—অথচ প্রতিবারই তাঁ'র ক্ষমা চেয়ে পাঠাচ্ছেন। যেন কত লজ্জা, কত সঙ্কোচ!—অদ্ভুত! ঐ যে ঠাকুর্দ্দা আস্‌ছেন।

সাজাহানের প্রবেশ

সাজাহান। দেখ কেমন সেজেছি জাহানারা, দেখ জহরৎ উন্নিসা! ঔরংজীব এ রত্ন সব পাছে চুরি ক'রে নেয়—তাই আমি পরে' পরে' বেড়াচ্ছি। কেমন দেখাচ্ছে! (জহরৎকে) আমাকে তোর বিয়ে কর্ত্তে ইচ্ছে হচ্ছে না?

জহরৎ। আবার জ্ঞান হারিয়েছেন! উন্মত্ততা মাঝে মাঝে চন্দ্রের উপর শরতের মেঘের মত এসে চলে' যাচ্ছে।

সাজাহান। (সহসা গম্ভীর হইয়া) কিন্তু খবর্দ্দার! বিয়ে করিস্ নি। (নিম্নস্বরে) ছেলে হ'লে তোকে কয়েদ করে' রেখে দেবে, তোর গহনা কেড়ে নেবে! বিয়ে করিস্ না।

জাহানারা। দেখছো মা। এ উন্মত্ততা নয়। এর সঙ্গে জ্ঞান জড়ানো রয়েছে। এ যেন একটা ছন্দে বিলাপ।

জহরৎ। জগতে যত রকম করুণ দৃশ্য আছে, জ্ঞানী উন্মাদের মত করুণ দৃশ্য বুঝি আর নাই। একটা সুন্দর প্রতিমা যেন ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে' র'য়েছে!—উঃ বড় করুণ!

চক্ষে বস্ত্র দিয়া প্রস্থান

সাজাহান। আমি উন্মাদ হই নাই জাহানারা! গুছিয়ে বল্‌তে পারি—চেষ্টা কর্লে গুছিয়ে বল্‌তে পারি!

জাহানারা। তা জানি বাবা।

সাজাহান। কিন্তু আমার হৃদয় ভেঙ্গে গিয়েছে। এত বড় দুঃখ ঘাড়ে করে' যে বেঁচে আছি, তাই আশ্চর্য্য! দারা, সুজা, মোরাদ—সবাইকে মার্লে? আর তাদের একটা ছেলেও রৈল না প্রতিহিংসা নিতে!—সব মার্লে!

ঔরংজীবের প্রবেশ

সাজাহান। এ কে? (সভীত বিস্ময়ে) এ—যে সম্রাট্!

জাহানারা। (আশ্চর্য্যে) তাই ত, ঔরংজীব!

ঔরংজীব। পিতা!

সাজাহান। আমার মণিমুক্তা নিতে এসেছ! দেবো না, দেবো না! এক্ষণই সব লোহার মুগুর দিয়ে গুঁড়ো করে' ফেল্‌বো।

গমনোদ্যত

ঔরংজীব। (সম্মুখে আসিয়া) না পিতা, আমি মণিমুক্তা নিতে আসি নি।

জাহানারা। তবে বোধ হয় পিতাকে বধ কর্ত্তে এসেছো! পিতৃ-হত্যাটা আর বাকি থাকে কেন! হ'য়ে যাক্।

সাজাহান। বধ কর্ব্বে! আমায় হত্যা কর্ব্বে! কর ঔরংজীব! আমাকে হত্যা কর! তার বিনিময়ে এই সব মণিমুক্তা তোমায় দেবো; আর—মর্ব্বার সময় তোমায় এই অনুগ্রহের জন্য আশীর্ব্বাদ করে' মর্ব্ব। এই লোল বক্ষ খুলে দিচ্ছি। তোমার ছুরি বসিয়ে দেও।

ঔরংজীব। (সহসা জানু পাতিয়া) আমাকে এর চেয়ে আরও অপরাধী কর্ব্বেন না পিতা! আমি পাপী। ঘোরতর পাপী। সেই পাপের প্রদাহে জ্বলে' পুড়ে যাচ্ছি। দেখুন পিতা—এই শীর্ণ দেহ, এই কোটরগত চক্ষু, এই শুষ্ক পাণ্ডুর মুখ তা'র সাক্ষ্য দিবে।

সাজাহান। শীর্ণ হ'য়ে গিয়েছ। সত্য, শীর্ণ হ'য়ে গিয়েছ।

জাহানারা। ঔরংজীব! ভূমিকার প্রয়োজন নাই। এখানে একজন আছে সে তোমায় বেশ জানে। নূতন কি শয়তানী মতলব করে' এসেছো বল! কি চাও এখানে?

ঔরংজীব। পিতার মার্জ্জনা।

জাহানারা। মার্জ্জনা! এটা ত খুব নূতন রকম করেছো ঔরংজীব!

ঔরংজীব। আমি জানি ভগ্নী—

জাহানারা। স্তব্ধ হও।

সাজাহান। বলতে দেও জাহানারা। বল। কি বল্‌তে চাও ঔরংজীব?

ঔরংজীব। কিছু বলতে চাই না। শুধু আপনার মার্জ্জনা চাই।

জাহানারা ব্যঙ্গ-হাসি হাসিলেন

ঔরংজীব। (একবার জাহানারার পানে চাহিয়া পরে সাজাহানকে কহিলেন) যদি এ প্রার্থনা কপট বিবেচনা করেন, ত পিতা আসুন

আমার সঙ্গে; আমি এই দণ্ডে প্রাসাদ দুর্গের দ্বার খুলে দিচ্ছি; আর আপনাকে আগ্রার সিংহাসনে সর্ব্বজনসমক্ষে বসিয়ে সম্রাট্ ব'লে অভিবাদন কর্চ্ছি। এই আমার রাজমুকুট আপনার পদতলে রাখ্‌লাম।

এই বলিয়া ঔরংজীব মুকুট খুলিয়া সাজাহানের পদতলে রাখিলেন

সাজাহান। আমার হৃদয় গলে' যাচ্ছে, গলে' যাচ্ছে।

ঔরংজীব। আমায় ক্ষমা করুন পিতা।

চরণদ্বয় জড়াইয়া ধরিলেন

সাজাহান। পুত্র!

ঔরংজীবকে ধরিয়া উঠাইয়া পরে নিজের চক্ষু মুছিলেন

জাহানারা। এ উত্তম অভিনয় ঔরংজীব!

সাজাহান। কথা কস্ নে জাহানারা! পুত্র আমার পা জড়িয়ে আমার ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্ছে। আমি কি তা না দিয়ে থাকতে পারি? হা রে বাপের মন! এতদিন ধরে' তোর হৃদয়ের নিভৃতে বসে' এইটুকুর জন্য আরাধনা কর্চ্ছিলি! এক মুহূর্ত্তে এই ক্রোধ গলে' জল হ'য়ে গেল।

ঔরংজীব। আসুন পিতা—আপনাকে আবার আগ্রার সিংহাসনে বসাই। বসিয়ে মক্কায় গিয়ে আমার মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত করি।

সাজাহান। না, আমি আর সম্রাট হ'য়ে বস্‌তে চাই না। আমার সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে—এ সাম্রাজ্য তুমি ভোগ কর পুত্র! এ মণিমুক্তা মুকুট তোমার! আর মার্জ্জনা! ঔরংজীব—ঔরংজীব! না সে সব মনে কর্ব্ব না! ঔরংজীব! তোমার সব অপরাধ ক্ষমা কর্‌লাম।

চক্ষু ঢাকিলেন

জাহানারা। পিতা! দারার হত্যাকারীকে ক্ষমা!

সাজাহান। চুপ! জাহানারা! এ সময়ে আমার সুখে আর

ঘা দিস্ নে। তাদের তো আর ফিরে পাবো না। সাত বৎসর দুঃখে কেটেছে, এতদিন বড় জ্বালায় জ্বলেছি। শোকে উন্মাদ হ'য়ে গিয়েছি। দেখেছিস্ ত—একদিন সুখী হ'তে দে! তুইও ঔরংজীবকে ক্ষমা কর মা।

ঔরংজীব। আমাকে ক্ষমা কর ভগ্নী।

জাহানারা। চাইতে পার্চ্ছ? পিতার মত আমার স্থবিরত্ব হয় নি। রাজদস্যু! ঘাতক! শঠ!

সাজাহান। তোর মত মাতৃহারা জাহানারা—তোরই মত বেচারী! ক্ষমা কর্। ওর মা যদি এখন বেঁচে থাক্‌তো, সে কি কর্ত্ত জাহানারা? —তাই সেই মায়ের ব্যথা যে সে আমার কাছে জমা রেখে গিয়েছে। কি জাহানারা? তবু নিস্তব্ধ! চেয়ে দেখ্ এই সন্ধ্যাকালে ঐ যমুনার দিকে—দেখ্ সে কি স্বচ্ছ! চেয়ে দেখ্ ঐ আকাশের দিকে—দেখ্ সে কি গাঢ়! চেয়ে দেখ্ ঐ কুঞ্জবনের দিকে—দেখ্ সে কি সুন্দর! আর চেয়ে দেখ্ ঐ প্রস্তরীভূত প্রেমাশ্রু, ঐ অনন্ত আক্ষেপের আপ্লুত বিয়োগের অমর-কাহিনী—ঐ স্থির মৌন নিষ্কলঙ্ক শুভ্র মন্দির, ঐ তাজমহলের দিকে চেয়ে দেখ্—সে কি করুণ! তাদের দিকে চেয়ে ঔরংজীবকে ক্ষমা কর—আর ভাব্‌তে চেষ্টা কর্ যে—এ সংসারকে যত খারাপ ভাবিস্—সে তত খারাপ নয়। জাহানারা!

জাহানারা। ঔরংজীব! এখানে তোমার জয় সম্পূর্ণ হলো। ঔরংজীব—আমার এই জীর্ণ মুমূর্ষু পিতার অনুরোধে আমি তোমায় ক্ষমা কর্লাম!

মুখ ঢাকিলেন

বেগে জহরৎ উন্নিসার প্রবেশ

জহরৎ। কিন্তু আমি ক্ষমা করি নাই ঘাতক! পৃথিবী শুদ্ধ যদি তোমায় ক্ষমা করে, আমি কর্ব্ব না। আমি তোমায় অভিশাপ দিচ্ছি;

ক্রুদ্ধ ফণিনীর উষ্ণ নিঃশ্বাসে আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি। সে অভিশাপের ভৈরব ছায়া যেন একটা আতঙ্কের মত তোমার আহারে বিহারে—তোমার পিছনে পিছনে ফিরে। নিদ্রায় সেই অভিশাপের পর্ব্বতভার যেন তোমার বক্ষে চেপে ধরে। সেই অভিশাপের বিকট ধ্বনি যেন তোমার সকল বিজয়বাদ্যে বেসুরো বেজে উঠে। তুমি আমার পিতাকে হত্যা করে' যে সাম্রাজ্য অধিকার করেছো, আমি অভিশাপ দেই, যেন তুমি দীর্ঘকাল বাঁচো, আর সেই সাম্রাজ্য ভোগ কর ; যেন সেই সাম্রাজ্য তোমার কালস্বরূপ হয় ; যেন সে পাপ থেকে কেবল গাঢ়তর পাপে তোমায় নিক্ষেপ করে, যাতে মর্ব্বার সময় তোমার ঐ উত্তপ্তললাটে ঈশ্বরের করুণার এক কণাও না পাও।

সাজাহান, ঔরংজীব ও জাহানারা তিনজনেই শির অবনত করিলেন

যবনিকা

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও শৈলেন প্রেস, ৪, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীতীর্থপদ রাণা কর্ত্তৃক মুদ্রিত।